উৎসর্গ পত্র।

জননী শক্তিরূপিণী

আর্য্যনারী।

(নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব)

শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী
প্রণীত।

জনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নবিশেষোঽস্তিকশ্চন॥

মনুঃ।

সহর শেরপুর।

চারুযন্ত্রে—শ্রীতমিজউদ্দিন আহাম্মদ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গীয় ১২৮৮ সনের প্রথমভাগে এই প্রবন্ধটি রচিত হইয়া ঐ বৎসরে এই সেরপুর হইতে নূতন প্রকাশিত চারুবার্ত্তা নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথমতঃ যখন ইহা প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে আমার বন্ধুবর্গ এই প্রবন্ধটি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করারজন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী বর্ষ হইতে আমি নানারূপ গুরুতর বিপ্লবের ক্রীড়া সামগ্রী হইয়া পড়ায় এতদিন ঐ অনুরোধ রক্ষায় অশক্ত হইয়া সুতরাং পুস্তকাকারে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার আশা একবারে ত্যাগ করি। অনন্তর বিগত ১২৯৪ সনের ১৮ই ফাল্গুন আমার কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে আমার কোন কোন আত্মীয় আমাকে এই প্রবন্ধটী প্রকাশের জন্য পুনশ্চ উপদেশ দেওয়ায় আমি সেই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চারুবার্ত্তায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হই, এবং ঢাকা নগরস্থ কোন যন্ত্রালয়ে উহা মুদ্রনার্থ প্রেরন করি। দুর্ভাগ্য বশতঃ তথায় ঐ পুস্তকের যেরূপ মুদ্রাকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা এত দূর ভ্রমপূর্ণ যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ না করিয়া আর উহাকে ভদ্র সমাজে বাহির করা যায় না। পরিশেষে প্রথম সংস্করণের অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া অনেক স্থলে নূতন সংযোজনা করিয়া দ্বিতীয়বার ইহার মুদ্রাকার্য্য নির্ব্বাহান্তে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে (রচনার বহুকাল পরে) উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। বোধ হয় এই প্রবন্ধের নিমিত্ত আমার অনেকের নিকট তীব্র ভর্ৎসনা পাইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই যৎসামান্য পুস্তকখানা একবার পাঠক মহোদয়গণের নয়নপথের অন্তর্ভূত হইবে, ইহাই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। নিবেদনমিতি—

সহর সেরপুর
ময়মনসিংহ। } বিনয়াবনত
শ্রীকিশোরীমোহন নন্দি গুপ্ত।

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

নমো গণেশায়।

আর্য্যনারী।

কবির কল্পনাপূর্ণ নয়নে কি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নেত্রে জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই কঠিন ও কোমল উপাদানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ নয়নগোচর হইয়া থাকে। এক জাতীয় উপাদানের প্রকৃতিতে কাঠিন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে—অপারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গনিনাদ, প্রলয় নির্ঘোষক ভীমপ্রভঞ্জনের অত্যুগ্রবেগ, হিংস্র জন্তুসমাকুল দুর্ভেদ্য কানন, চিরতিমিরাবৃত গিরিগহ্বর প্রভৃতি তাহার মনের কিছুমাত্র বিহ্বলতা ঘটাইতে পারে না; তাহার অন্তর নির্ভীক, গতি অপ্রতিহতা, দেহ অকম্পিত। অপরের প্রকৃতিতে জগতের যাবদীয় কোমলত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ; দুঃখীর শান্তি, ক্লান্তের বিশ্রাম, বিপন্নের সাহস, হতাশের আশ্বাস, রোগীর শুশ্রূষা, অনাশ্রয়ের আশ্রয় প্রভৃতি একীভূত হইয়া উহার স্বর্গীয় গঠন সংগঠিত করিয়াছে।

বিশ্বস্রষ্টা এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতিকে বিচিত্র কৌশলে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দুইএর সমবেত শক্তিদ্বারা সৃষ্টির সর্ব্বথা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। এক দিকে কঠিন পরমাণুরাশি পুঞ্জীকৃত হইতেছে, অপর দিকে তরলপদার্থের মিশ্রণে তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে। একের দ্বারা উৎপাদনের সহায়তা ও অপরের দ্বারা উৎপাদন ও উৎপন্নের পুষ্টিসাধন ও রক্ষা বিধান হইতেছে। একের দ্বারা সৃষ্টির উন্নতি বিধানার্থ অসীম শ্রমস্বীকার, অপরের দ্বারা বিশ্রাম সময়ের শুশ্রূষায় শ্রান্তের হৃদয়ে ভাবী শ্রমস্বীকারার্থ উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। একটি বাহ্যিক শক্তি, অপরটি আন্তরিক প্রভাব। একটি দেহ, অপরটি হৃদয়। উহার একটি ছাড়িয়া দাও—অপরটি অকর্ম্মণ্য হইবে, সুতরাং সৃষ্টিলোপ পাইবে। হৃদয় না থাকিলে দৈহিক শক্তি জগতের কোন শুভবিধানই করিতে পারে না। দেহের অভাবে হৃদয়ের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মানবজাতির ক্রমিক উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই উপলব্ধি হইবে, এককালে এই জাতি কোন না কোনরূপ অনুন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তখন সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ মানব নয়নে প্রতিফলিত হয় নাই। তখন হয়ত শীতবাতাতপ হইতে স্বীয় দেহ রক্ষার বিধান ও ক্ষুৎপিপাসাদির নিবৃত্তির নিমিত্তই মানবের সমস্ত যত্ন ব্যয়িত হইত; হয়ত ভূগর্ত্ত ও বৃক্ষবল্কলই তাহাদের মনোহর অট্টালিকা ও বিচিত্র বসনের কার্য্য করিত; অর্দ্ধপক্ক বা অপক্ক মাংস উপাদেয় আহার্য্য বলিয়া সংগৃহীত হইত। কিন্তু

মানবজাতির স্বাভাবিক বুদ্ধি ও তাহার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ঐরূপ অনালোকিত জগতে তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বিচরণ করিতে দেয় নাই। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির মাহাত্ম্যে তাহারা স্বীয় অবস্থা শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল; কালে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলোক প্রতিভাষিত হওয়ায় উন্নতির প্রকৃষ্টপথ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল; স্বাভাবিক বৃত্তি আসঙ্গলিপ্সা তাহাদিগকে একত্র করিয়া সেই পথে চালাইয়া দিল; তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল ও সমবেত শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া অচিরে পাশবাবস্থা পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া উন্নতির সোপান শ্রেণীতে আরোহণ করিল। উন্নতির একমাত্র সহায় এই সমবেত শক্তির নাম সমাজ। এই সমাজ বন্ধনে বদ্ধ না হইলে মানবজাতির এতদূর উন্নতি কখনই হইত না। যে সলিল বিন্দু শ্যামল দূর্ব্বাগ্রে নিমিষকাল মুক্তাবৎ শোভা পাইয়া অচিরে অদৃশ্য হইয়া যায়, সেই সলিল বিন্দুর একীভূত সমষ্টি মুহূর্ত্তে কত গ্রামাদি প্লাবিত করে, কত নদ নদীর সৃষ্টি করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে স্বীয় অনন্ত শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ সন্দর্শন করাইয়া থাকে। একটি ধূলিকণা ফুৎকারে উড়িয়া যায়; কিন্তু সেই কণিকাসমষ্টি মেঘলোকও অতিক্রম করিয়া থাকে। মহীজ কণিকা সমষ্টি বদ্ধ হইয়াই মহীধর সংজ্ঞা। সজ্জিত হয়। ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল জীব মনুষ্যও তদ্রূপ সমষ্টিবদ্ধ হইয়াই জগতের অশেষ বিষয়ে অধিকারী হইতে পারিয়াছে। যদি তাহা না হইত, যদি সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে এপর্য্যন্ত মনুষ্য একাকী স্বীয় জীবনের আবশ্যকীয় কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহেই নিযুক্ত রহিত, তবে

আজ মনুষ্য নামের এত গৌরব হইত না। সুতরাং যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে মানব জীবকুলের শীর্ষস্থানীয়, আজি সেই জ্ঞানাভাবে সামান্য পশু শ্রেণীতেই মানবের সতত পরিগণিত রহিতে হইত। অথবা যেরূপ বহুবিধ প্রাচীন জাতীয় পশুর এইক্ষণ একবারে জগৎ হইতে বিলোপ হইয়াছে, তদ্বৎ মানবপশুও চিরকালের নিমিত্ত এই বিপুলা পৃথিবী হইতে বিদায় লইত, তাহার নাম স্মরণ করিবার জন্যও অন্য কোন জীবের আবশ্যক হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিধাতা কৃপাময়, মানবের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার প্রদত্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বলে মানব সামাজিক।

মানব, সমাজ-বন্ধনে আপেক্ষিকরূপে পরস্পরে আবদ্ধ হইয়া স্বজাতীয় ক্রমিক উন্নতির পথ অধিকার করিয়াছে। সমাজ, মানবের সুখের খনি, ধর্ম্মের মূল, সভ্যতার নিদান, আত্মার উৎকর্ষ সাধনের অমোঘ উপায়। জগতের সর্ব্বত্র কঠিন ও কোমল উপাদানের সংমিশ্রণ। মানবসমাজও সেই সার্ব্বভৌম নিয়মের অধীনে কোমল ও কঠিন উপাদানে গঠিত। সর্ব্বত্র দেখা যায় জীবশরীরে দুইটি পদার্থ বিরাজমান। একটি সেন্দ্রিয় অপরটি অতীন্দ্রিয়। একটি দেহ অপরটি আত্মা। একটি ইন্দ্রিয়সমষ্টি, অপরটি হৃদয় ভাব। জীবসমষ্টি সমুদ্ভূত সমাজেও সেইরূপ দুইটি পদার্থ লক্ষিত হয়। একটি নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, অপরটি তৎসমস্তের অগম্য। একটি বহির্ম্মুখ—বাহ্যিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহোপযোগী, অপরটি অন্তর্ম্মুখ—আভ্যন্তরিক ক্রিয়াসাধনক্ষম ও বহিষ্কার্য্যের কারণপ্রবর্ত্তক। একটি সমাজের দেহ,

অপরটি সমাজের প্রাণ! একটি দৈহিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, অপরটি ভাবময়ী নারী। একটি প্রচণ্ড সূর্য্য, অপরটি স্পৃহনীয় চন্দ্রমা!

শরীরের সহিত হৃদয়ের যে সম্পর্ক, সমাজে পুরুষের সহিত স্ত্রীর সেই সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যত সমধিক ভাবে আদৃত ও পূজিত হয় ততই সমাজের মঙ্গল। ইহার প্রতি তাচ্ছিল্য হইলে সমাজের অধোগতি নিশ্চিত। যদি দেহের অবস্থা ও উপযোগিতার প্রতি অমনোযোগী হইয়া উহার কার্য্যকরী ক্ষমতাবৃদ্ধি ও উহার ক্রমিক বলাধান বিষয়ে উদাসীন থাক, দেহ অচিরে আলস্য, দুর্ব্বলতা ও চিররোগের স্থায়ী নিবাস হইবে। তখন শারীরিক স্বাস্থ্যের অভাবে মন জাগতিক বাহ্যাভ্যন্তরীয় সমস্ত বিমল সুখানুভব হইতে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত রহিবে; আধ্যাত্মিক ভাব সমূহও ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে; পরিশেষে তাহা অনন্ত বিনাশের সহিত মিশিয়া যাইবে। আবার এদিকে হৃদয়ের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ কর, হৃদয়ের সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ হও, নানা উপায়ে স্বর্গীয় আলোকে হৃদয়কে আলোকিত করিতে উদাসীন হইয়া চির-অন্ধকারে উহাকে রাখিয়া দাও, হৃদয়ের সজীবতা বিনষ্ট হইবে, সুতরাং দৈহিক শক্তিরও শুভকারিতা লোপ পাইবে। হৃদয় দেহের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। হৃদয় যত উন্নত হইবে, উহা যত পবিত্র ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত থাকিবে তৎপ্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত দেহ শক্তিও তত উন্নত, পবিত্র ও স্বর্গীয় বিষয় সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া মানবকে উত্তরোত্তর দেবত্বে উপ-

নীত করিবে। যদি হৃদয় দুর্ব্বল অপবিত্র মলিন ও অন্ধতম সমাচ্ছন্ন হয়, তবে দৈহিক শক্তিও সুতরাং নীচ ও অপবিত্র পথে পরিচালিত হইয়া মানব সমাজকে দিন দিন হীনাবস্থ, কলঙ্কিত ও ঘৃণনীয় করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। দেহ ও হৃদয়ের সমুচিত যত্ন যেরূপ উন্নত জীবনের মূল, স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনই সেইরূপ উন্নত সমাজ সংগঠনের প্রধান হেতু।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় আর্য্য সমাজের অশেষবিধ শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী, সমাজ সংস্কারপ্রিয়, প্রাচীনতা বিদ্বেষী, শিক্ষিত নব্য সমাজের অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন হিন্দুগণ সমাজের এই উভয় অঙ্গের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; সমাজের প্রাণস্বরূপা, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীজাতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে; অন্যায় অবরোধ প্রথা ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত জগৎকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাদের নয়নপথ বহির্ভূত ও তাঁহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রকে অতি সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির মনে স্বাধীনতার ঈষদুন্মেষও হইতে পারে নাই, তাঁহাদিগকে প্রাচীনগণ নানা রূপ কঠিন নিয়মের অধীনা করিয়া সমাজের অর্দ্ধাংশ হীনবল ও অসার করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উহার অপরাংশও প্রায় অকর্ম্মণ্য; ঐ অংশ দ্বারা কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিতেছে না। সামাজিক উন্নতির জন্য যতই কেন চেষ্টা করা হউক না, যাবৎ রমণীগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার

দূর না হইবে, যাবৎ হিন্দু-ললনাগণ পুরুষের সমকক্ষ হইয়া বহির্জ্জগতে পুরুষবৎ কার্য্য নির্ব্বাহে সক্ষমা না হইবেন, ততকাল হিন্দুসমাজের প্রকৃত উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

সমাজের প্রাণ, গৃহের লক্ষ্মী রমণীগণ যদি অবৈধভাবে ব্যবহৃতা, স্বাধীনতা বিচ্যুতা, অবরুদ্ধা, ও অবমানিতা হইয়া থাকেন, সমাজের মঙ্গলার্থ অবশ্য নেতৃবর্গের তৎসম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু দেখিতে হইবে তাহা কতদূর সত্য। যদি হিন্দুজাতি নারীকুলের অবমাননা করিয়া থাকেন, ভ্রমান্ধ হইয়া সমাজের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী স্ত্রীজাতির উপযুক্ত মূল্য বুঝিতে না পারিয়া সত্য সত্যই তাঁহাদিগকে জাগতিক কার্য্যকলাপ হইতে পৃথক্ রাখিয়া থাকেন, ও সেই অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত হিন্দুসমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে তবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বহু প্রাচীন কালে যখন জগতের অন্য সমস্ত জাতি ঘোর অসভ্যতা ও মূর্খতা তিমিরে সম্যক্ আবৃত ছিল, তখন এই ভারতীয় আর্য্যজাতি জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। যখন অন্য অন্য জাতি উলঙ্গাবস্থায় ভূ-গর্ত্তে বাস করিত, আম মাংশ আহার করিত, এবং আহার নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি পাশব কার্য্য ভিন্ন জগতে তাহাদের অন্য কার্য্য আছে কি না জানিত না, যখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র ও তাহাদের ক্ষমতায়ত্ত ছিলনা; কিরূপে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? এই সমস্ত বিষয় যখন তাহাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল; ভাষা, সভ্যতা, সমাজ

ও ধর্ম্ম যখন তাহাদের সম্যক্ অপরিজ্ঞাত ; সেই সময়েও হিন্দুজাতি সভ্যতার অধিকারী, সমাজের অধিষ্ঠাতা, ভাষার প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মের অনুচর। সেই সময়েও তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুতে জগৎপতির সন্দর্শন লাভ করিতেন। উষার মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া নবোদিত তপনের স্তুতিপাঠ করিতেন, নীল নভোমণ্ডলস্থ নীরদমালা নিরীক্ষণে, বিদ্যুতের চাকচিক্য অবলোকনে, তড়িন্ময় জলদের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ শ্রবণে একচিত্তে তৎসমস্তে মহাস্রষ্টার সত্বা উপলব্ধি করিয়া সেই করুণাময়ের উদ্দেশে পবিত্র জয়ধ্বনি করিতেন। শ্রুতি-সুখকর তটিনীর কল্লোলে, কমনীয় পুষ্পের মধুময় সৌরভে, কুসুমাবনম্রা পল্লবিনী লতার মনোমুগ্ধকর বিচিত্র সঞ্চারণ ক্রিয়ায়, শ্রান্তকপোলস্বেদাপহারী সান্ধ্য সমীরণের মৃদুলস্পর্শে, অভ্রভেদি তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের বিশাল দৃশ্য শোভায় তাঁহাদের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইত এবং সেই আপ্লুত হৃদয়ে বিধাতার চরণে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহারা স্বীয় মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তাঁহাদেরই পবিত্র বেদধ্বনি ভারতভূমিকে দেবভূমি করিয়াছিল। তাঁহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহবাসে সুখময় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা বিবিধ বিদ্যার প্রবর্ত্তনা, বিবিধ রত্নের আবিষ্কার দ্বারা মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণতা ও সভ্যতার সদুপদেশ প্রদান এবং সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে তাঁহারা জগতে সমস্ত জাতির গুরু হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত জাতির গুরু, ভাষার আদি প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মের ও সভ্যতার আদি প্রচারক, সমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতা,

ভারতীয় আর্য্যজাতি যদি মঙ্গলালয়া রমণীকুলের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য ইহা দারুণ পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। যে জাতি পৃথিবীর সমস্ত জাতি অপেক্ষা মৌলিক ও দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন, ধর্ম্মের সহিত প্রত্যেক নিমিষে, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যে জাতির নিত্য সম্বন্ধ, বহুসংখ্যক সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লবেও যে জাতি এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই, যদি সেই হিন্দুজাতি শ্রীতীশ্বরী, সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধাত্রী নারীজাতির বিশুদ্ধ চরিত্র ও প্রকৃত গুণের সমুচিত আদর না করিয়া থাকে,—তাহাদের নির্ম্মল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিধানার্থ যদি সমুচিত উপায় অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে—প্রত্যুত কেবল পুরুষজাতির প্রয়োজন ও আমোদার্থ তাহাদিগকে গৃহপিঞ্জর-কোকিল করা হইয়া থাকে ও আমাদের বর্ত্তমান অবনতি সমধিক পরিমাণে সেই কারণোদ্ভূত হয়, তবে আমাদের ক্ষোভ অসীম—পরিতাপ অনন্ত।

প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যগণ নারীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, আর্য্যসমাজে নারীজাতির কিরূপ গৌরব অধিকার ও অবস্থান, আর্য্যনারীর কার্য্যক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত, কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা হৃদয়ের মহত্ত্ব রক্ষা করিতেন ও অধুনা তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

জগতের উৎপত্তি প্রকরণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলেন—প্রয়োজন বশতঃ আদি মানব আদমের সামান্য একখণ্ড দেহ পঞ্জর

হইতে, আদি মানবী ঈভের সৃষ্টি হইল ও কেবল পুরুষের প্রয়োজন সাধনার্থই নারীর উৎপত্তি।* কাজেই তাহাতে বুঝিতে হইবে পুরুষের অপেক্ষা নারীব গুরুত্ব অল্প। কিন্তু আর্য্য-কুলের হৃদয়ে নারীজাতি সম্বন্ধে এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবের উদ্রেক হয় নাই। তাঁহাদের চিত্তে এসম্বন্ধে মহানুভাব পোষিত হইয়াছিল। নারীজাতি মহাশক্তি। উৎপত্তিকথন পরিচ্ছেদে মনু বলেন—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

"সৃষ্টিকর্ত্তা আপন শরীরকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয়াংশের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামা পুরুষ সৃষ্ট হইল।" এখন পর্য্যন্ত মনুর সন্ততিগণ মধ্যে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপে সম্মানিতা হইয়া আসিতেছেন। মতান্তরে একমাত্র আদ্যাশক্তি হইতে

* Genesis ii 23.
"Eve replied:" O thou, for whom,
"and from whom I was formed, flesh of the flesh
"And without whom am to no end;" *
* * * *
Adam said "Return fare eve, * *
"Whom fliest thou? whom thou fliest, of him thou art
"*His flesh, his bone; to give thee being I lent*
"Out of my side to thee, nearest of my heart,
"Substantial life, to have thee by my side
"Hence forth an individual solace dear:
"Part of my soul. I seek thee, and thee claim,
"My other half, *
Milton's Paradise lost, Book IV

জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তদনুসারে নারীজাতি জগতের জনয়িত্রী। নারী জননী। এখনও নীতিবেত্তাগণ নারীজাতিকে জননীর ন্যায় সম্মানিত করিতে নিয়ত উপদেশ করিতেছেন। নারীজাতি জগতের গৌরব।

এই উৎপত্তি কল্পনাতেই দেখা যায় নারীজাতি সম্বন্ধে আর্য্যহৃদয়ে কিরূপ উচ্চ ও মহান্ ভাব পোষিত হইয়া আসিতেছে।

সামাজিক অবয়বের পূর্ণতা বিধানার্থ—মনুষ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য, অসম্পূর্ণ মানব প্রেমবলে স্বীয় অপূর্ণতা দূরীকরণান্তর প্রশান্তমনে পূর্ণ মঙ্গলময়ের অক্ষত চরণে বিলীন হইবার সহায়তা পাইবার নিমিত্ত, মনুষ্যের পশুত্ব সম্যক্ পরিহরণার্থ, শান্তিসুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য, ইহলোকে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে অবিভিন্ন সহায় ও পরলোকে পবিত্রসহচরী প্রাপ্তিকামনায় আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে, পদ্ধতিবদ্ধ বিবাহ প্রথা স্বীয় সমাজ মধ্যে প্রচলিত করেন। এই প্রথা যে কতকাল যাবৎ হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আজিও তাহা কেহ নিশ্চয়রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা অবশ্য অনুমেয় যে, প্রকৃত সভ্যতার ভাব, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব আর্য্য মহোদয়গণের মনে যে দিন উদয় হইয়াছে, সমাজের উপকারিতা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়া যে দিন স্ত্রীজাতির প্রকৃত মর্য্যাদা তাঁহারা প্রথম বুঝিয়াছেন, সেইদিন হইতে এই বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সময়েও বিবাহের নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল

এই উদ্বাহক্রিয়া আর্য্যভাবের যেরূপ উচ্চ আদর্শ, ইহা যেরূপ পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবাপন্ন, ইহার প্রতি প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, হিন্দুর অন্তঃকরণে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কি অত্যুচ্চ ভাব বিরাজ করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য কাল (ছাত্রজীবন) অতীত হইলেই আর্য্যগণ গুরুর অনুমতি লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতেন। গুরুজনের অনুমোদন ক্রমেই ভগবান্ অগ্নিদেবের সমক্ষে সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সুসংস্কৃতা, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, সুপবিত্রা রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সংসারে আসিতে হইত। পাণি-গ্রহণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রবেশদ্বার। যত দিন না, পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ করে ততদিন ভারতীয় আর্য্যগণ তাহাকে পূর্ণাবয়ব বিবেচনা করিতেন না। নারায়ণ আত্ম শরীর দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ, অর্দ্ধভাগে নারী হইয়াছিলেন, বিবাহ ক্রিয়া দ্বারা ঐ উভয়ার্দ্ধ পুনরেকীকৃত হয় * ইহাই আর্য্যগণের চিরন্তন বিশ্বাস। অতিথিসেবা গৃহীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু ভার্য্যাগ্নিরহিত প্রবাসীর সেই অতিথি নাই (১)। অকৃতদার পুরুষ অর্দ্ধশরীর, সুতরাং সে পুরুষ অকর্ম্মণ্য (২)। পুরুষপ্রকৃতির সহিত নারীপ্রকৃতির পবিত্র সংমিশ্রণ যে কতদূর প্রাকৃতিক ও হিতকর, জগতে আর্য্যজাতি ভিন্ন কোন জাতিই এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে

---

* অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি-ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

(১) এতেন ভার্য্যাগ্নিরহিতস্য প্রবাসিনো নাতিথিরিতি বোধিতং। ইতি মানবে ৩ অধ্যায়ে ১০৩ শ্লোকটীকায়াং কল্লুকভট্টঃ।

(২) যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।

বুঝিতে পারে নাই। তজ্জন্যই সভ্য জাতি মাত্রেই বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও হিন্দুবিবাহের মর্য্যদা বিস্তর।

আর্য্যগণ বিবাহকে জীবনের গুরুতর কর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। পদ্ধতিবদ্ধ বিবাহকে তাঁহারা নিতান্ত পবিত্র ও ইহ পারত্রিক সুখ ও ধর্ম্মের উজ্জ্বল সোপান স্থির করিয়া ছিলেন এবং সেই পবিত্রতা ও ঔজ্জ্বল্য রক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট বিধিও প্রণীত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বীয় পত্নিকে মাত্র পার্থিব সুখবিধায়িণী ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিসাধিকা বিবেচনা করিতেন না। পত্নি সহধর্ম্মিনী; অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকার্য্য, পরিচর্য্যা, উত্তমা রতি ও বংশ রক্ষা এবং তন্মূলক আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গপ্রাপ্তি ভার্য্যার অধীন জানিতেন (১)। এবং বুঝিতেন যে, সন্তান উৎপাদন, উৎপন্ন সন্তানের প্রতিপালন ও পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি প্রাত্যহিক লোকযাত্রা * ভার্য্যার সহা-

(১) অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ ॥

মনুঃ ৯ অ ২৮ শ্লোঃ।

* ঋষিগণ আর্য্যজাতির দৈনিক জীবন কি স্বর্গীয় ভাবে গঠিত করিয়া গিয়াছিলেন! গৃহস্থের সাধারণতঃ দৈনিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কার্য্যে চুল্লি, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদূখলমুষল ও জলকুম্ভ এই পঞ্চ স্থানে নিয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণির জীবন নাশ অপরিহার্য্য। সুতরাং ঐ অবশ্যম্ভাবী প্রাত্যহিক জীবহত্যা জনিত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ গৃহস্থ প্রত্যহ পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে—

"পঞ্চ সূনা (পশুবধস্থানং) গৃহস্থস্য চুল্লিপেষণ্যুপস্করঃ
কণ্ডনীচোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাংনিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং ॥

য়তা ভিন্ন নির্ব্বাহ হইতেই পারে না *। তাঁহারা স্ত্রীকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অদ্বিতীয় সহায়, সৃষ্টির রক্ষা বিধান ও উন্নতি সাধনের সর্ব্ব প্রধান উপাদান, মানসিক সুবিমল আনন্দের অমূল্য আকর ভাবিতেন। সুধু তাহা নহে— কেবল ইহজীবনের জন্যই যে আর্য্যগণ স্ত্রীর প্রয়োজন মনে করিতেন, এমন ও নয়; জীবনান্তেও সেই শান্তি-প্রতিমা— সেই মনোবাগ্‌দেহসংযতা পতিব্রতা অব্যভিচারিণী সাধ্বী স্বর্গাদি লোকের সহচরী †। ধর্ম্মময় মানব-জীবনে পত্নী ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায়। ইহপারলৌকিক সুখার্জ্জনে আর্য্যগণ স্বীয় পত্নীর যত্নাপেক্ষী ‡। স্ত্রীগণ বহুকল্যাণভূতা পূজ্যা ও গৃহের (সংসারে) আলোক স্বরূপা। অবলাকুলের সম্মান

(১) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ (২) পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌

(৩) হোমোদৈবো (৪) বলির্ভৌতো (৫) নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং" ॥

মনুঃ ৩য় অঃ ৬৮, ৬৯, ৭০।

—বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র হোমাদি দেবযজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন ও পিতৃতর্পণ শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদির আহার প্রদান ও বস্তুদেব ভূতযজ্ঞ, অতিথি সেবাদি নৃযজ্ঞ। এই দৈনিক পঞ্চ মহাযজ্ঞের পদ্ধতি দ্বারা বুঝা যায়, দৈনিক জীবন আর্য্যগণ কি দিব্য ভাবে অতিবাহিত করিতেন! তাঁহাদের হৃদয় কতদূর পবিত্র প্রশান্ত উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল!

* উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।

প্রত্যহং লোক যাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং ॥

মনুঃ ৯ অঃ ২৭ শ্লোঃ।

† পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।

সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে ॥

মনুঃ ৫ অঃ ১৬৫ শ্লোঃ।

‡ সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।

রক্ষার্থ, আর্য্যগণ স্ত্রীকে হৃষ্টচিত্তে অতি উদার ভাবে স্বপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্রে লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া গিয়াছেন এবং অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রী ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই। *

নারীগণের উপস্থিতিতে পুরুষের দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করা প্রাচীন নিয়ম এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র উপস্থিত কালে এখনও স্ত্রীকে অগ্রে সম্ভাষণ ও অভিবাদনের প্রথা অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়। স্নুষা ও ভ্রাতৃবধূকে শ্বশুর ও ভ্রাতৃশ্বশুর "তুমি" এইরূপ সম্বোধন, বহু সন্দর্শনে স্থিতি বা অঙ্গস্পর্শ করিবেন না, এবং তাঁহারা গুরুতর ব্যক্তি হইলেও স্বীয় উচ্ছিষ্টান্ন তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন না, ইহা প্রাচীন রীতি। † এখনও এঅঞ্চলে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতিকে "আপনি" এই সম্মানসূচক সম্বোধন করা হইয়া থাকে।

নারীজাতিকে ও নারীজাতির লজ্জাশীলতাকে আর্য্যগণ এত দূর সম্মান করিতেন যে, অন্য পুরুষ দূরে থাকুক স্বয়ং পতি ও স্বীয় নারীর সহিত একত্র আহার করিতে অধিকারী নহেন। এমন কি পত্নীর আহার কালে, হাঁচি দিতে, হাই তুলিতে, যথ সুখে অসংযতরূপে বসিয়া থাকিতে, নেত্রে

* প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নবিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

মনুঃ ৯ অঃ ২৬ শ্লোঃ।

† ত্বংকারমঙ্গস্পর্শঞ্চ বহুসন্দর্শনে স্থিতিং।
উচ্ছিষ্টদাপনঞ্চৈব নাসাং কুর্য্যাৎ কদাচন॥

আসাং ইতিপদেন কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূস্নুষা প্রভৃতেগ্রহণম্ পূর্ব্ব বচনস্থাধিকারাৎ—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্।

কজ্জল প্রদান করিতে, তৈলাদি ম্রক্ষণে, অনাবৃত অবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালে পতির সমীপাবস্থানে অধিকার নাই। * এসমস্ত প্রাচীন রীতি যদিও বর্ত্তমান নব্য সমাজের পক্ষে নিতান্তই বিরক্তিকর তথাপি এখনও আমাদের প্রাচীন সংস্কারাপন্ন গৃহস্থ কর্ত্তৃক ইহার অনেক নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখনও সাধারণতঃ স্ত্রীবিয়োগে আমাদের সমাজে লোক "গৃহশূন্য" বলিয়া উক্ত হয়।

নারীজাতি আর্য্যসমাজে কিরূপ গৌরবান্বিতা ছিলেন, মহামতি আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ উদারভাবে ব্যবহার করিতেন, মনুর নিম্নলিখিত কএকটি শ্লোক তাহা সম্যক্ বলিয়া দিতেছে।

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।

নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীং।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নচাসীনাং যথাসুখং॥
নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে নচাভ্যক্তামনাবৃতাং।
নপশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥

মনুঃ ৪ অঃ ৪৩, ৪৪ শ্লোঃ।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ।
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং।

মনুঃ ৩ অ ৫৫—৬০।

"যাঁহারা অতুল কল্যাণ রাশির অভিলাষী, কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ, প্রভৃতি পারিবারিক ললনাদিগকে তাহারা সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং সময় সময় অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভূষিতা করিবেন, যে কুলে নারীর সম্মান রক্ষিত হয়—নারীগণ যথোচিতরূপে পূজিতা হন, দেবতারা সেই কুলে প্রসন্ন। যে কুলে স্ত্রীজাতির অনাদর সে কুলের সমস্ত ক্রিয়াই নিস্ফল। যে পরিবারে ভগিনী, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ ও কুটুম্বিনীগণ সতত পরিতপ্তা ও দুঃখিতা, সে পরিবার অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে কুলের রমণীগণ সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে ও প্রসন্ন বদনে কালাতিপাত করেন, সে কুল সর্ব্বদা সুখযুক্ত থাকে ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। অপূজিতা ও অবমানিতা হইয়া নারীগণ যে কুলের প্রতি অভিশাপ করেন, সে কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল কামনা করেন—শ্রেয়োলাভ যাঁহাদের বাসনা, তাঁহারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সর্ব্বথা রূপে পূজা করিবেন। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীতে প্রগাঢ় প্রণয়, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে যে পরিবারে নিতান্ত সন্তুষ্ট, সে পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত।'

বাস্তবিক, প্রাচীন আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে অতীব পবিত্র চক্ষে দর্শন করিতেন। ভার্য্যার ন্যায় পরম বন্ধু, ভার্য্যার ন্যায় পরমা গতি, ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় তাঁহারা কুত্রাপি প্রাপ্ত হন নাই।* ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগামিনী—হিন্দুর ভার্য্যা তদ্রূপ ভর্ত্তার অত্যজ্যা ও অবশ্যম্ভাবী চিরসঙ্গিনী।†

আর্য্যগণ জানিতেন স্ত্রী জাতির অবমাননায় স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর অবমাননা করা হয়।‡ তাঁহাদের বিশ্বাস—বস্ত্র অলঙ্কার অনুলেপনাদি দ্বারা পতিপুত্রবতী সতী ও ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকদিগকে পূজা করিলে তদ্দ্বারা স্বয়ং প্রকৃতির পূজা করা হইত ¶। অন্তঃপুরবাসিনীগণের এবম্বিধ সম্মান রক্ষা করা তাৎকালীন উদারচেতা ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল সন্দেহ নাই। পুরুষ সমাজের দেহ, নারী সমাজের প্রাণ ইহা আর্য্যগণ যেরূপ বুঝিয়া ছিলেন, সেই প্রাচীনকালে এরূপ আর কোন্ জাতি বুঝিতে পারিয়াছিল?

---

* নাস্তি ভার্য্যা সমোবন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমাগতি।
নাস্তিভার্য্যা সমা লোকে সহায়া ধর্ম্মসংগ্রহে।
শান্তিপর্ব্বণি ১৪৪। ৪৫ শ্লোঃ।

† ভর্ত্রা সংানুযাতব্যা দেহবচ্ছায়য়া স্ত্রিয়া
চন্দ্রমা জ্যোৎস্নয়া যদ্বৎ বিদ্যুত্বান্ বিদ্যুতা যথা॥

‡ যোষিতাপরমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

¶ ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতি পুত্রবতী সতী
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

আধুনিক কালেই বা আর কোন্ সভ্যতম জাতি সেইরূপ বুঝিতে পারিতেছে? বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জাতি নিতান্ত অবনত, এই নিদারুণ জাতীয় অবনতির সময়েও কোন কোন স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ প্রীতি, যেরূপ দেবভাব, যেরূপ দেহ-প্রাণ সম্বন্ধ দেখা যায়, পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে তাহা দুর্লভ। এখনও হিন্দু রমণীর পতিপ্রেম দেবভাব। এখনও হিন্দুর দাম্পত্য প্রণয়—হিন্দুপত্নীর সতীত্ব জগতের অমূল্য ও অতুলনীয় পদার্থ, সভ্য সমাজের বাঞ্ছিত বর। আর্য্যগণ পত্নীকে কতদূর সম্মানের চক্ষে দেখিতেন "জায়া" অভিধা দ্বারাই তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে।*

ভীষণ সংসারক্ষেত্রে অমূল্য সহায়তা প্রাপ্ত্যর্থ প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণ ঈশ্বর সমক্ষে হৃষ্টচিত্তে পবিত্রভাবে এই স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞায় চিরজীবনের জন্য আবদ্ধ হইয়া জীবন সহচরীর পাণিগ্রহণ করিতেন যে—

"যদৈতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

সোমবেদোক্ত বৈবাহিক মন্ত্রঃ।

---

* পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥

মনুঃ ৯ অ ৮ শ্লোঃ।

পতিঃ শুক্র রূপেণ ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভতামাপদ্য তস্যাং ভার্য্যায়াং পুত্র রূপেণ জায়তে। তথাচ শ্রুতিঃ। আত্মাবৈ পুত্র নামাসীতি। জায়ায়াস্তদেব জায়াত্বং যতোহস্যাং পতিঃ পুনর্জায়তে। তথাচ বহ্বৃচ ব্রাহ্মণং। পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহ মাতরং। তস্যাং পুনর্নবোভূত্বা দশমেমাসি জায়তে। তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ। ইতি কল্লুক ভট্টঃ।

অন্য অন্য জাতিতেও বিবাহপদ্ধতি আছে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ প্রথা যেরূপ উৎকৃষ্ট, হিন্দুর বিবাহবন্ধন যেরূপ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী, কোন সভ্যসমাজেই সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। কোর্টশিপ প্রভৃতির বিকৃত ভাব হিন্দুর মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ে উহা কখনও স্থান পাইবেনা। স্বয়ম্বর প্রথা অষ্টবিধ বিবাহ মধ্যে বিধিকর্ত্তাগণ গ্রহণই করেন নাই। এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহও সমাজে বিরল প্রচার ছিল। সূক্ষ্ম রূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে সেই স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহও কোর্টশিপ প্রভৃতি অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। হিন্দুর দাম্পত্যস্বত্ব সংস্থাপনের অথবা স্ত্রীপরিত্যাগ, স্বামীপরিত্যাগের বিচার এপর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মাধিকরণে অনুষ্ঠিত হয় নাই; * বিবাহ পদ্ধতির উৎকর্ষতাই তাহার কারণ।

পিতা মাতা হইতে নর নারী জন্মগ্রহণ করে। পিতা মাতা কর্ত্তৃক লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়। আবার যথাসময়ে পিত্রাদির আদেশানুবর্ত্তী হইয়া তাহারা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়। পতিকুলের যে বিশ্বাস, যে নিয়ম, যে ধারণা, সমাজের শান্তি রক্ষার জন্য সমাজের মূলাধার নারীর সমস্ত জীবন সেই বিশ্বাস, নিয়ম ও ধারণাকে অতীব সন্তোষের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে; "স্বামী যেরূপ হউন তিনি দেবতা; স্বামী ভিন্ন নারীর কোন যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই,

* N-B, এই প্রবন্ধ ভিকাজি ও রুক্মাবাইর মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে রচিত। পরবর্ত্তী ঐ ঘটনা আমার বক্ষ্যমান আনুমানিক উক্তি সমূহ সমূলক করিয়াছে।

স্বামীর ঐকান্তিকী শুশ্রূষাই নারীর স্বর্গ প্রাপ্তি; * পতির প্রিয় ও হিতকরকার্য্যনিরতা সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া রমণী ইহলোকে অশেষ কীর্ত্তি ও যশোলাভ করিয়া, পরলোকে মহা সুখভোগাধিকারিণী হয় †" নারী হৃদয়ে এই মহান্ বিশ্বাস বদ্ধমূল নাথাকিলে সমাজ শান্তিপূর্ণ ও মঙ্গলময় হইবে না; সুতরাং জ্ঞানোন্মেষের প্রথম হইতেই—স্বকীয় ধারণা বিশেষ নারীর হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইতেই—তাহার মনঃক্ষেত্রে কোন-রূপ স্বাধীনতার ভাব অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই, এই স্বর্গীয় উপ-দেশের বীজ যাহাতে নারীজাতির হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইতে পারে তাহার সুযোগ বিধান আবশ্যক। এই আবশ্যকতা উপ-লব্ধি করিয়াই পূর্ব্বতন বিধিকর্ত্তাগণ যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার নিয়ম করিয়াছেন। এবং কন্যাকে আর্য্যঋষিগণ পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য পাত্রস্থা করিবার জন্য ঐ নিয়মবিধির প্রচার ও তল্লঙ্ঘনে পিতৃগণের পারলৌকিক যথেষ্ট দণ্ডভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন‡। অবশ্য ইহাতে কথনই বুঝিতে হইবে না, প্রাচীন আর্য্যগণ বিবাহের

* বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষিতং
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
মনুঃ ৫ম অঃ—১৫৪, ১৫৫।

† পতিপ্রিয়হিতেযুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

‡ গৃহ্ণতোরিতি গোতম বচনাৎ ঋতোঃ প্রাক্ প্রদান কালঃ। ইতি মনুঃ ৯ম অঃ—৪ শ্লোকটীকায়াং। মনুর সময়ে—(ত্রিংশদ্বর্ষো-

ন্যায় জীবনের এরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যকে বালকের ধূলি খেলায় পরিণত করিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে হইবেনা ইহাতে বালকের বিবাহ অনুমোদন করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে যেরূপ পুতুল খেলা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে না আর্য্যবিধির ইহা অনুমোদিত। একান্ত যদিও কখন কখন স্থল বিশেষে বা কারণ-বিশেষে বা ব্যক্তিগত ভাবপ্রাবল্য নিবন্ধন কদাচিৎ এই মহা-মূল্য বিবাহোৎসব বালক্রীড়াবৎ নিষ্পন্ন হওয়া দেখা যায় তথাচ তাহা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ ব্যাপার সমাজে যতই অল্প পরিমাণে অনুষ্ঠিত

দ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্ট বর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। মনুঃ ৯ম অঃ—৯৪শ্লো)—বিধান ছিল যে ত্রিংশদ্বর্ষীয় যুবা দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে অথবা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক অষ্ট বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। অর্থাৎ বিবাহ কালে কন্যার বয়ঃ কালের তিনগুণ অধিক বয়স বরের হইবে, ইহাতে অন্যথা নাহয়; এবং বিবাহ সময়ে কন্যার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষের ঊর্দ্ধ নাহয়। কন্যার অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ বিবাহযোগ্য কাল। কালক্রমে যখন নারী যৌবন অপেক্ষাকৃত শীঘ্রবর্ত্তী হইতে চলিল, তখন মহর্ষি অঙ্গিরা কালদেশ ও পাত্র বিবেচনায় কন্যার বিবাহ যোগ্য ঊর্দ্ধতন বয়ঃ সংখ্যা দ্বাদশ বর্ষ স্থলে দশম বর্ষ করিয়া বিধি করিয়াছেন—

"অষ্টবর্ষাভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধ রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন নদোষঃ কালদোষতঃ॥"
সংপ্রাপ্তে দশমে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহোদরঃ।
এতে তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥

হয় ততই শুভ। দুই চারি ব্যক্তির ভ্রম প্রমাদ একটা সামাজিক নিয়ম রূপে গণ্য হইতে পারে না বরং কালে ঐরূপ ব্যক্তি-গত ভ্রমের সংশোধন হওয়াই বিধেয়। আর্য্যগণ চিরকাল গুণের পক্ষপাতী।—আর্য্যশাস্ত্রে এরূপও বিধান আছে—"ঋতুমতী কন্যাকে ব্রতাবলম্বনে চিরকাল গৃহে রক্ষা করিবে, তথাচ নির্গুণ বরের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিবে না। সুশিক্ষিত ও সুন্দর বরের নিকটে সম্প্রদানের উপযুক্ত বয়োলাভের পূর্ব্বেও যথাবিধি কন্যা প্রদাতব্য।।"

আর্য্য শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য এই যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কন্যা অর্পিতা হউক; কিন্তু তাহা যেন কন্যার যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে সমাধা হয়। বালকের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে তাঁহারা কুত্রাপি বলেন নাই, বরং নির্ব্বাচনের ব্যবস্থায় বালক গুণাভাব নিবন্ধন স্বতঃই বিবাহ বিষয়ে বর্জ্জিত হইতেছে। আর্য্যশাস্ত্র বিবাহে কন্যার বয়ঃকাল অষ্টম হইতে দশম বা দ্বাদশ বর্ষ নিয়ত করিয়া ও বিবাহ কালে বরের বয়ঃসংখ্যা কন্যার বয়সের ত্রিগুণ হইবার বিধি করিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হস্তে কন্যা সম্প্রদান সুতরাং সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন। বিবাহে বর যুবা হইবে, কন্যা যৌবনের পূর্ব্বে পাত্রস্থা হইবে এই আর্য্য বিবাহবিধি।

"কামমাচরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায়চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্ যথাবিধিঃ॥
মনুঃ ৯ অঃ—৮৮, ৮৯।

আধুনিক প্রণালীর শিক্ষিত সমাজ বাল্যবিবাহ বলিয়া এই বিধির কেন যে দোষ দিতে ইচ্ছা করেন, বলিতে পারি না। বিবাহ শব্দ নিজেই বালককে বিবাহে নিবারণ করে।* ইতঃপর ছাত্রজীবন অতিবাহনের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীসংযোগ শিক্ষার্থির জ্ঞান লাভের বিষম অন্তরায়, সুতরাং ছাত্রজীবনে উহা সম্পূর্ণ ত্যজ্য†। বিবাহে কন্যার বয়োন্যূন করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে দূষণীয় বাল্যবিবাহ বলা যায় না। বরং কন্যাকে যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই পাত্রস্থা করিবার বিলক্ষণ যুক্তি আছে। নবযৌবনসম্পন্না সরলা বালিকাকে কুটিল সংসারক্ষেত্রে স্বীয় গন্তব্য পথ স্বয়ং স্থির করিতে দিলে—অথবা বদ্ধসংস্কারা যুবতীর হঠাৎ নূতন অন্য এক অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে উহা যে কতদূর অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইত, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যৌবনে রূপস্পৃহা, আমোদস্পৃহা স্বভাবতই বলবতী। তাহাতে আবার নারীজাতির রূপস্পৃহা কিছু অধিক; কন্যা প্রথমতঃ রূপই দেখিয়া থাকে।‡ এরূপ অবস্থায় বিবাহ সম্বন্ধে কন্যাকে পিত্রাদির অধীন না রাখিয়া স্বাধীন করিয়া দিলে, অথবা বয়সের সহিত কন্যার মনে স্বাধীন ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় ও সুযোগ দিলে, ঐরূপ

* বিবাহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বি + বহ + ঘঞ্ = বিশেষরূপে বহন করা। (সংসারের ভার) এই ভার বহন করিবার শক্তি বালকের নাই, সুতরাং সে কেন বিবাহে প্রবর্ত্ত হইবে?

† অহেরিব গনাদ্ভীতির্মিষ্টান্নাচ্চ বিষাদিব
রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥

‡ কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা গুণং
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ

বিবাহ প্রমোদ প্রণয় বা রূপজ প্রণয়েরই নামান্তর মাত্র হইত; এবং তাহাতে সমাজের প্রকৃত শান্তি লাভ হইত কি না সন্দেহ।

একথা প্রমাণ করিতে অধিক দূরে যাইতে হইবেনা। আমরা যে সমাজের বাহ্য চাকৃচিক্যে ভুলিয়া এইক্ষণ নানারূপ নূতন নূতন ভাব ও রীতি আমাদের সমাজে প্রবেশ করাইতে চাই, সেই ইংলণ্ডীয় সমাজের কবিগণ কি লিখিয়াছেন পাঠ করুণ—

"Love framed with Mirth a gay fantastic round
Loose were her tresses seen, her zone unbound"

Ode on the passions.

মহাত্মা কাউপার (Cowper) একস্থানে স্বীয় সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"Domestic happiness, * *
* * * * *
Thou art not known where pleasure is adored,
That reeling goddess with the zoneless waist
And wandering eyes, still leaning on the arm
Of novelty, her fickle frail support.
For thou art meek and constant, hating change
And finding in the calm of truth-tried love,
Joys that her stormy raptures never yield.
Forsaking thee what shipwreck have we made
Of honour, dignity and fair renown,
Till prostitution elbows us aside
In all our crowded streets, and senates seem
Convened for purposes of empire less
Than to release the adult'ress from her bond"

Task-Book III.

সুখের বিষয় আজিও আমাদের সমাজে পারিবারিক সুখ ও শান্তির ততদূর দুরবস্থা দাঁড়ায় নাই। কিন্তু কাল আমাদের জন্য কি আনয়ন করিবে বিধাতা জানেন। যে জাতি জগতের সর্ব্বোচ্চ সভ্য বলিয়া অভিমান করিতেছে, তাহার অন্তরাত্মা একদিন এরূপ অশান্ত হইল কেন? কেন সেই জাতীয় একজন বিখ্যাত কবির একদিন স্বীয় সমাজের এরূপ কদর্য্য চিত্র সাধারণের সম্মুখে অম্লানচিত্তে ও অবাধে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল? কেন সেই সভ্য সমাজের বিধিকর্ত্তাগণ অত্যাবশ্যকীয় অথচ সহজ পারিবারিক সুখ ও শান্তি রক্ষার্থ একদিন রাজ্য রক্ষার চিন্তা অপেক্ষা সমধিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন? কে অস্বীকার করিবে যে, বিবাহ পদ্ধতির অনুৎকর্ষতা এই সমস্ত অশান্তির মূলে জল সেক করিতেছে? পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের সহিত আমোদ, রূপ ও স্বেচ্ছা সংযোগ যে হিতকর নয়, কবির এই বর্ণনা কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না? তবে যদি কোন স্থানে উহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় তাহা বর্জ্জিত বিধি মধ্যে গণ্য।

বাস্তবিক যদি বিবাহ সম্বন্ধে যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে কন্যা পাত্রস্থ করার বিধান না থাকিত, এবং কন্যার মনে অবিবাহিত কালে কোনরূপ স্বেচ্ছাধীন বাসনাস্ফূর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হইত তাহা হইলে আর্য্যকুলের পবিত্র দাম্পত্য প্রণয় নিতান্ত পক্ষেই রূপজ প্রণয়ে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং রূপের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিলয় হইত। আর্য্যগণ অদূরদর্শী ছিলেন না, তাই তাঁহারা রূপ চাহেন নাই—তাঁহারা চাহিয়াছেন—"পত্নী স্বামীকে সকল অবস্থা-

তেই দেবতা মনে করিবে, ছায়ার ন্যায় ভার্য্যা পতির পদানু-বর্ত্তন করিবে, পতির হিত কর্ম্মে পত্নী সখীর ন্যায় ও ঈপ্সিত কার্য্যে দাসীবৎ হইবে; এবং স্বামীও স্বীয় পত্নীকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী মনে করিয়া নিয়ত তাহার প্রীতি সাধন ও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। *—" কন্যার হৃদয়ে স্বামী সম্বন্ধে প্রাগুক্ত ভাব বদ্ধমূল করিতে হইলে, নারীকে ইহ জীবন যে কুলনিয়মাদির অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হইবে তাঁহারই পক্ষপাতিনী করিবে; এবং বালিকা অবস্থাতে—যৌবনের উন্মত্ততার আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে তাহার উপায় করিবে। স্বামী দেবতা, এই মহাজ্ঞানের বীজ জ্ঞানোন্মেষের প্রথম সময় হইতে—কোনরূপ স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ মনে স্থান পাইবার পূর্ব্বেই—নারী হৃদয়ে উপ্ত হওয়া আবশ্যক। সময়ে ক্ষেত্রে সুবীজ উপ্ত না হইলে কণ্টককুল উহাতে স্বভাবতঃই অঙ্কুরিত হয়, সুতরাং ঐ স্বর্গীয় জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধ-

* ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মসু।
দাসীবদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং॥
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নবিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ॥ মনুঃ।

স্থূল পরিপুষ্ট ও পূর্ণাবয়ব করিতে হইলে জীবনের পূর্ব্বাহ্নেই উহার অনুষ্ঠান বিধেয়, ইহা পূর্ব্বতন বিধিকর্ত্তাগণ বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। নূতন সমাজসংস্কারকগণের পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ দিবার নিয়ম, ও যে বিজাতীয় অনুকরণে তাঁহারা এইপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন সেই য়ুরোপীয় যুবতী-বিবাহ-পদ্ধতি সুফল-প্রসূ কি না, যাঁহারা ঐরূপ পদ্ধতির পক্ষপাতী তাঁহারাই উহা বিবেচন করিবেন। আমাদের সে বিষয়ে অনধিকার।

অনেকে উক্ত প্রকার বিবাহ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি করেন যে, অল্প বয়সের বিবাহ শিক্ষার ব্যাঘাতক এবং ঐ বাল্য বিবাহ নিবন্ধন অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন জন্য জনক জননী ও জাত সন্তানের অল্পায়ুঃ হয়।

এ সম্বন্ধে অনেক কথা। আমাদের বিবাহ বিধান পুরুষের সম্বন্ধে শিক্ষাকার্য্য ও শিক্ষাকাল অতীতেই দার-পরিগ্রহের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছে, সুতরাং আমাদের বিবাহ শিক্ষার ব্যাঘাতক হইতে পারে না। তবে কন্যার বয়ঃ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আপত্তি হইবার কথা; তৎসম্বন্ধেও ইহা দেখিতে হইবে, কুলভেদে রুচিভেদে শিক্ষা বিভিন্ন প্রকার। ইহাও দেখিতে হইবে যখন কন্যার আজীবন স্বামীকুলের অনুবর্ত্তিনী হইতে হইবে তখন তাহার কোন কুলানুমোদিত শিক্ষার পরিপক্কতা লাভ আবশ্যক? আমাদের প্রচলিত বিবাহ প্রথা কন্যার সম্বন্ধে যেরূপ পিতৃকুলে শিক্ষা লাভের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাতক, সেইরূপ স্বামীকুলে শিক্ষালাভার্থ সমধিক সুযোগপ্রদ; সুতরাং উহা কন্যার পক্ষে উপকারী ভিন্ন অপকারী নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে এ স্থলে পাঠকগণ বর্ণমালা

কণ্ঠস্থ করা বা অভিধানের কীটত্ব কি ভাষার শুকত্ব লাভ মনে করিবেন না। যদ্দ্বারা রুচি মার্জ্জিত হয়, যদ্বারা শান্তি-পূর্ণ জীবন অতিবাহনার্থ আবশ্যকীয় ও উপযুক্ত জ্ঞান এবং সংস্কার লাভ হয়, তাহাই শিক্ষা। মানব বিভিন্নরুচি সুতরাং রুচি পরিমার্জ্জিত শিক্ষাও বিভিন্ন প্রকার। এতাবতা রমণী-কুলের পক্ষে কন্যাকাল হইতে পতিকুলজাত রুচির অনুগমনে শিক্ষিতা হইতে পারিলে ভবিষ্য জীবন শান্তিপূর্ণ হইবার সমধিক সম্ভাবনা। তন্নিমিত্ত নারীকুলের এরূপ বিবাহ প্রথা বরং প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের অনুকূল।

যে পুরুষ শিক্ষা লাভ না করিয়া অথবা অকালে ও অনুপ-যুক্ত অবস্থায় বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। শিক্ষা শেষ না করিয়া বিবাহ করিতে তাহাকে কে বলে, এবং পঞ্চদশ বর্ষ অতীত না হইতে পত্নীতে গর্ভাধান করিবার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ যে শত শত বার নিষেধ করিয়াছেন তাহাইবা বিস্মৃত হইতে কে অনুরোধ করে*? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া দোষ করিলে বা আমার উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে অমঙ্গল আনয়ন করিলে উহাতে প্রাচীন মহার্ষ বিধির অপরাধ হইবে ইহা সম্পূর্ণ অযুক্ত।

বাল্যবিবাহ কাহাকে বলে ও উহা কতদূর দূষণীয়

N. * স্ত্রীপুষ্পবতী হওয়া মাত্র গর্ভাধানের আবশ্যকতা ও তৎসম্বন্ধীয় গৃহ শাস্ত্রাবলির নিয়মবিধি সমূহ এস্থলে আলোচ্য নহে। 'বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্যমতং নভিন্নং'। শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতই কেবল এস্থলে আলোচিত হইতেছে। সংস্কারাদি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিনা তাহা প্রস্তাবান্তরের আলোচ্য। লিখক ও এস্থলে এতৎসম্বন্ধে তাহার নিজের মত সংযত রাখিতেছে।

তাহা বিশেষ বিচারের কথা। নিতান্ত একদেদর্শীরূপে আজি আমরা য়ুরোপীয় সমাজের বিবিধ প্রথার অনুকরণার্থী হইয়া—য়ুরোপ-সমাজ-প্রচলিত যুবতী বিবাহের দোষরাশি সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া, "বাল্যবিবাহ" শব্দকে যে অর্থে ব্যবহার বা আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিবাহ প্রথাকে যে পরিমাণে অনিষ্ট-জনক ও আমাদের অধঃপতনের যতদূর প্রবল কারণ মনে করি, উহা প্রকৃত পক্ষে ততদূর কি না তাহাও চিন্তার বিষয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অপরিপক্ক বয়সে সন্তানোৎপত্তি হইলে হয়ত উহা ব্যক্তিগত কষ্টপ্রদ হইতে পারে কিন্তু তাহা একটি সমগ্র জাতির অবনতির সম্পূর্ণ কারণ কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালার গর্ভজাত সন্তান ক্ষীণবল, অল্পায়ুঃ ও তজ্জন্য পিত্রাদির শোকাদিকারণভূত হইতে পারে ইহা স্বীকার্য্য; তন্নিমিত্তই অন্ততঃ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সের ন্যূনে কোন যুবক অপ্রাপ্তষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে গর্ভাধান করা সম্বন্ধে আমাদেরচিকিৎসা শাস্ত্রকার নিষেধ করিয়াছেন, ও তাহাতে যে নানা রূপ বিপদ এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে ভূয়োভূয়োঃ তাহা বলিয়া গিয়াছেন *। আমাদের ঐ ঐ

* ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা নচীরং জীবেৎ জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ ॥
সুশ্রুতঃ—শারীরস্থানং।

নকারয়েৎ—[করাইবে না] এই ণ্যন্ত পদ প্রয়োগে এই স্থলে যুবক যুবতীর অভিভাবকগণকেও সতর্ক করা হইয়াছে। কিন্তু কি পরিতাপ!

নিষেধ বিধি সমূহ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যুবতী করিতে হইবে তাহার অর্থ কি? নিজে পণ্ডিত হও, বলীয়ান্ হও, পত্নী গ্রহণ কর। বহু পরিশ্রমে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছ, তোমার নিজের বিশ্বাস ও ধারনানুসারে তোমার অর্দ্ধাংশ-ভাগিনীকে উহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কর ও অর্পণ করিয়া সুখী হও—বিধি কর্ত্তাগণের বিবাহে কন্যার বয়ঃ অপরিপক্ক রাখিবার নিয়মে দোষ অর্পণ করিয়া অনর্থক সমাজে বৈজাত্য ভাবের আবির্ভাব করাইয়া লাভ কি? নানা কারণে সমাজে যে সমস্ত আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতেছে ও হইয়াছে তৎসমূহ দূরীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু শিরঃশূলে শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা সদ্বৈদ্যের অনুমোদিত নহে। মূষিকের উপদ্রব দূরী করণার্থ গৃহদাহে যত্নবান হওয়াও নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

প্রথাধীন কৌলীন্য * এবং অর্থ লোভাদি নিবন্ধন অজাত-

কোথায় এ সমস্ত বিষয়ে অভিভাবকগণের সতর্কতার আবশ্যকতা, আর কোথায় তৎপরিবর্ত্তে বহু স্থলে অপরিনামদর্শী পিত্রাদির অচিরে পৌত্র দৌহিত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণের বশবর্ত্তী আশা! হায়! ইহাঁরা এবম্বিধ আশা ও কাল্পনিক কুহকে পড়িয়া বুঝিতে পারেন না যে, উহাঁদের ঐ অকালজাত পৌত্রদৌহিত্র মুখচন্দ্রনিঃসৃত অমৃতের সহিত পুত্রশোক ও দুহিতৃশোকাদি বিবিধ তীব্রগরল অতি ঘনিষ্ট ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে! বিধি কর্ত্তাগণের উপদেশ ভুলিলেই সমাজ বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। যে কোন বিষয়ে অগ্রে আমরা ভালরূপ না বুঝিয়া হঠকারিতার পরিচয় দেই সেই সমস্তেরই পরিণাম আমাদের পরিতাপপ্রদ।

* কৌলীন্যের লক্ষণ—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং॥

জ্ঞানের, বিগতযৌবনের এবং কৃতপত্নীকের নিকট নিষ্ঠুর ও লোভী পিতার কন্যা সম্প্রদান সহস্র বার নিন্দনীয়। অসম বিবাহ সমাজের অশেষ অমঙ্গলের নিদান। কন্যা বিক্রয় হিন্দু শাস্ত্রে মহাপাপ। কন্যা বিক্রয়ী যে দেশে বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত এবং তদ্দেশীয় রাজা পর্য্যন্ত

এই নয়টি লক্ষণ যাহাতে বিদ্যমান সে পৃথিবীর দেবতা। কিন্তু কালের কুচক্রে পড়িয়া এবম্বিধ মহর্ঘ কৌলীন্য এরূপ জঘন্য প্রথা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, এখনকার অধিকাংশ কুলীনে ঐ সমস্ত লক্ষণ সমূহের ঠিক বীপরিত লক্ষণ পরিদৃশ্যমান। কুলীনের লক্ষণ কি, এইক্ষণ অনেক কুলীন তাহার মর্ম্মও জ্ঞাত নহেন। অথচ বিদ্রূপ প্রথা; ঐ সমস্ত বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট নাম মাত্র কুলীন আবার বিবাহ বিষয়ে অগ্রগণ্য! কৌলীন্য শিরোধার্য্য! কিন্তু বর্ত্তমান প্রথাধীন কৌলীন্য বড়ই ভয়ানক। এইক্ষণকার অনেক কুল সর্ব্বস্ব কুলীনের—

১। আচার (সদ্ব্যবহার) স্থানে কদর্য্যতা, (আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়যন্ যো লোভাৎসঞ্চিনোত্যর্থান্ স কদর্য্য ইতিস্মৃতঃ ইতি স্মৃতিঃ)

২। বিনয় (প্রণতি) স্থানে ঔদ্ধত্য (অসূয়ান্যগুণর্দ্ধীনামৌদ্ধত্যাদসহিষ্ণুতা ভ্রূভঙ্গ দোষ সংঘোষ রক্তাক্ষিবৈকৃতাদিকৃৎ। ইতি সাহিত্যদর্পণং)

৩। বিদ্যা (জ্ঞান) স্থলে অজ্ঞতা—বর্ণজ্ঞানাদিরাহিত্য।

৪। প্রতিষ্ঠা (গৌরব) স্থানে অকার্য্যানুষ্ঠান।

৫। তীর্থদর্শন (পুণ্য স্থানাদি দর্শন) স্থলে শৌণ্ডিকালয়।

৬। নিষ্ঠা (ধর্ম্মাদিতে শ্রদ্ধা) স্থলে নাস্তিকতা।

৭। বৃত্তি (গুরুপূজা ঘৃণা শৌচঃ সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎসর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে) স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিষ্টকারিতা ও হিংসাদি।

৮। তপঃ (বৈধ ক্লেশজনক কর্ম্ম, ক্লেশ সহিষ্ণুতা) স্থলে বিলাস বাসনা।

। দান (ত্যাগ—ত্যাগস্বীকরণ) স্থলে আদান—বিশেষতঃ শ্বশুর বা জামাতৃ কুল হইতে।

সেই পাপভাগী, পূর্ব্বতন আর্য্যগণের এরূপই বিশ্বাস ছিল। সেই সমস্ত বিশ্বাস যত শিথিল হইতেছে—আর্য্যগণের স্বর্গীয় বিধি সকল যতই পদে পদে দলিত হইতেছে, আর্য্যসমাজ তত অবনত হইতেছে—আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত নন্দনকানন ততই শ্মশানে পরিণত হইতেছে!

আর্য্যগণ কেবল বিবাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেননা, যাহাতে দম্পতীর চির সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, যাহাতে তাহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে নিত্য সন্তোষের সহিত চিরবদ্ধ থাকে, যাহাতে পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া পারিবারিক শান্তি-ভঙ্গ না করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা বিধি করিয়াছেনঃ—

অথচ এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত মহাশয়গণ, বিবাহ বিষয়ে সমাজে অগ্রগণ্য ও বিবাহ সভায় পূজার্হ। এবম্বিধ কুলপালকগণের পাদস্পর্শে পবিত্র নাহইলে বিবাহ সভার সৌষ্ঠবই হয় না, এরূপ অনেকের বিশ্বাস। হায় হায়! অমৃতের কি গরলপরিণতি! এই কুরীতি হইতে আমাদের সমাজ কবে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? কবে সমাজ নেতৃগণের প্রথাধীন কৌলীন্য বিষয়ক এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইবে? কবে এবম্বিধ কুলীন প্রভৃতিরূপ অনিষ্টকর বিষবৃক্ষ সমাজক্ষেত্র হইতে নির্ম্মূলীকৃত হইবে? বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত কুলীন মহাশয়গন হয়তো আমার এই কথায় রাগ করিতে পারেন, কিন্তু অনেকেই মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমার এই কথাগুলির যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে কথা এই—দেবতার স্বরূপ কথন স্তুতি ও মনুষ্যের স্বরূপ কথনের নামই নিন্দা। (কুলং উৎকর্ষ বিশেষো বংশঃ তস্যাপত্যমিত্যর্থে কুল শব্দাদীন প্রত্যয়েন কুলীনইতি পদসিদ্ধিরিতি; কিন্তু কালবশাৎ কুল+ঈন=কুলীনঃ ইত্যত্র কু+লীনঃ=(কুৎসিত কর্ম্মণিলীনঃ,) কুলীন ইতি দৃষ্টএব।

অন্যোহন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়: স্ত্রী পুংসয়ো পরঃ ॥

মনুঃ ৯ম অঃ ১০১ শ্লোঃ।

"স্ত্রী পুরুষ মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবে না, সংক্ষেপে তাহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।"

স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের জীবন কালের ইহাই মূল ব্যবহার বিধি। ইতঃপর একের বিয়োগে অন্যের কর্ত্তব্যও যথেষ্ট বিহিত রহিয়াছে *। পরলোকগত একমাত্র উপাস্য পতিদেবতার স্বর্গীয়চরণে স্বীয় মনের ঐকান্তিকী ব্যগ্রতা ও তৎপ্রতি প্রেম ও ভক্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করাই বিধবার ভর্ত্তৃশয্যা পালন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। মৃতপত্নিক প্রভৃতির পুনঃ দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা আছে কিনা ও উহা সঙ্গত কিনা তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় নহে। এস্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট, হিন্দু প্রজা বৃদ্ধি ও বংশ রক্ষাকে প্রজাপতির বিহিত আদেশ ও অতিশয় পবিত্র এবং অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য মনে করিয়া থাকে। সন্তানহীনের অধোগতি নিশ্চিত ইহা হিন্দুর চিরন্তণ সংস্কার, সুতরাং প্রথমা পত্নীসহায়ে পিতৃঋণ পরিশোধিত না হইলে সন্তান কামনায় কালোচিতরূপে পুনঃ দারগ্রহণ পুরুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে; অথচ ঐরূপ আবশ্যকতা প্রযুক্ত দ্বিতীয় পরিণয় স্থলেও দ্বিতীয়া পত্নী কামপত্নী ভিন্ন প্রথমার ন্যায় কখনও

* মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ মনুঃ ৫ অঃ ১৬০ শ্লোঃ ইত্যাদয়ঃ।

ধর্ম্ম-পত্নী আখ্যা পায় না ও তৎকর্তৃক দৃষ্টফল ভিন্ন ও অদৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা নাই *। পুত্র কামনা ভিন্ন অন্য যেযে ভাবে বহু বিবাহাদি সমাজে প্রচলিত, তাহা সমাজের আবর্জ্জনা ও সমাজের পক্ষে উহা বিষম অনিষ্টকর। নানা কারণে ঐ সমস্ত পাপ যেকাল হইতে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, স্বর্গীয় বিধি সকল যে সময় হইতে নানা ভাবে লঙ্ঘিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দুর অবনতি সেই সময় হইতে অনিবার্য্য। সমাজ সংস্করণেচ্ছু মহোদগণ! বিজাতীয় ভাবে প্রণোদিত না হইয়া জাতীয়ভাবে দীক্ষিতহউন, এবং সেই মহানুভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আর্য্য সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হউন, শুভ ফল আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বিজাতীয় রীতি নীতি বেশভূষাদি, ও আবশ্যকীয় বিষয় সমূহে বিজাতীয়ের অনুকরণ বিষবৎ ত্যজ্য।

নারীজাতি সম্বন্ধে যে কোনবিষয়ে, দেখিবেন আর্য্য-জাতির বিশেষ সতর্কতা। নারী আর্য্যজাতির চক্ষে অতিশয় পবিত্র ও মূল্যবতী। সুতরাং আর্য্যকুল তাহার সেই পবিত্রতা ও মহার্ঘতা অতীব যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এতদুর পবিত্র মনে করিতেন যে, পশু-যোনিজা স্ত্রীজাতিকে পর্য্যন্ত তাঁহারা সম্মান করিতে ত্রুটি করেন নাই। †

আশ্রম চতুষ্টয় ‡ মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থাশ্রম

* প্রথমা ধর্ম্মপত্নী স্যাৎ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥—দক্ষঃ সংহিতায়ং চতুর্থোঽধ্যায়ে ১৫ শ্লোকঃ।

† অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগজাতিগতেষ্বপি। ইতি যাজ্ঞ্যবল্কঃ।

‡ ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ গার্হস্থ, ভিক্ষা।

নাট হইলে অপর আশ্রয় ত্রয়ের একদাই অস্তিত্ব অসম্ভব*— যেমন বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে শাখা, শাখা হইতে পল্লব, পল্লব হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফলের উদ্ভব হয় অথচ মূল নষ্ট হইলে স্কন্ধ শাখা প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হয় সেইরূপ সমস্ত জীবের উপজীব্য গৃহস্থাশ্রমীর বিনাশে অপর আশ্রমী সমস্তেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী *। সমস্ত মানব সমাজের কেন্দ্রীভূত এই গৃহস্থাশ্রমের মূল ভিত্তি নারী জাতি। ভার্য্যাই গৃহস্থাশ্রমের প্রাণ। অনুগতপত্নিকের গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। ভার্য্যার সহায়তাতেই পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ ফল লাভ করে†। সুতরাং একদিকে তাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন অন্য দিকে তাঁহারা তাহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও সেইরূপ সমীচিন বিধিব্যবস্থা করিয়া স্বীয় সমাজের অবয়ব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রাখিয়াছিলেন।

---

* পিতৃদেবমনুষ্যানাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
দৈবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী
ত্রয়াণামাশ্রমানাস্তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে
তেনৈব সীদমানেন সীদন্তীহেতরে ত্রয়ঃ
মূলপ্রাণো ভবেৎ স্কন্ধঃ স্কন্ধাচ্ছাখাঃ সপল্লবাঃ
মূলেনৈব বিনষ্টেন সর্ব্বমেতদ্বিনশ্যতি
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন রক্ষিতব্যো গৃহাশ্রমী॥
দক্ষঃ ২ অঃ ৪২—৪৫ শ্লোঃ।

† পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী
গৃহাশ্রম সমং নাস্তি যদি ভার্য্যাবশানুগা
তয়া ধর্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে॥
দক্ষঃ ৪ অঃ ১ ২ শ্লোঃ।

আর্য্য শাস্ত্রকারগণ, স্ত্রী পুরুষে কেবল বিবাহ বন্ধন ও তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, কেবল স্তুতি, স্তবন, অর্চ্চনা, প্রেম সম্বোধন ও প্রীতি প্রদর্শনে যত্ন মানবের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনুষ্যের মন বিষয় বিশেষে লিপ্ত না হইয়া মুহূর্ত্তও স্থির ও তৃপ্ত থাকিতে পারে না ইহা তাঁহারা বুঝিতেন, সুতরাং পুরুষ কর্ত্তৃক পূজা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া যে নারীহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সম্যক্ পরিতৃপ্তি হইবে না, এবং উহা অবশ্য জাগতিক কার্য্য কলাপে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবে, অথচ সমাজ ও প্রকৃতি ঐ নারীকুলের যত্ন ও শ্রমের একান্ত প্রত্যাশী ও তদভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যেই উহার অস্তিত্ব শূন্য হইবার সম্ভাবনা, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও শিশুপালন স্ত্রীগণের অনন্য সাধারণ বিশেষ ক্ষমতা, পুরুষে ইহার সম্পূর্ণ অভাব। নারী শরীরে জরায়ু নামা যন্ত্র ও পয়োধর এই বিশেষ উপাদান দ্বয় গর্ব্ভধারণ ও শিশুপালন উদ্দেশেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসূত সন্তানের প্রতিপালন, রোগীর শুশ্রূষা ও যত্ন, স্নেহ এবং দয়া বৃত্তির কার্য্য; পুরুষ অপেক্ষা এই স্নেহ ও দয়া নারীতে সমধিক বলবতী। এই জন্যই মাতা প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা অপেক্ষা গরীয়সী *। বিশেষ বহির্ম্মুখ পুরুষ স্বভাব গৃহাভ্যন্তরস্থ কার্য্যকলাপে কখনই উপযুক্তরূপে অভিনিবিষ্ট থাকিবে না, পক্ষান্তরে অন্তর্ম্মুখ রমণীপ্রকৃতি বহির্জ্জগতের উৎপাত সমূহের সম্যক্ অনুপযুক্তা। এই সমস্ত প্রাকৃতিক

* গর্ব্ভধারণ পোষাভ্যাং তাভ্যাম্মাতা গরীয়সী।

অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই মনু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥

৯ম অঃ ২৭ শ্লোঃ।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়েচৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচেধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥

৯ম অঃ ১১ শ্লোঃ।

সদা প্রহৃষ্টয়া * ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চা মুক্তহস্তয়া॥

৫ম অঃ ১৫০ শ্লোঃ

সন্তান উৎপাদন, জাত সন্তানের প্রতিপালন এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে আবশ্যকীয় পারিবারিক দৈনন্দিন কার্য্য ও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি আনুষ্ঠানিক নিত্যকর্ম্ম সমুদয় † সম্পাদনার্থ স্ত্রীর প্রয়োজন। স্ত্রীকে ধনের সঞ্চয়ে ও বিনিয়োগে, দ্রব্য ও শরীর শুদ্ধি বিষয়ে, ভর্ত্তার ও অগ্নির পরিচর্য্যায়, অন্নসাধনেও গৃহোপকরণাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রাখিবে। স্ত্রী সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিয়া গৃহ কার্য্যে সুদক্ষা হইবে এবং সুকৌশলে গৃহস্থ সামগ্রীর রক্ষা বিধান করিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্তা হইবে।

* সদাশব্দোনিত্যশব্দবৎ। নিত্য প্রহসিতয়া—ক্রোধশোকবেগে ভর্ত্তুর্দর্শনে মুখপ্রসাদস্মিতমধুরবচনাদিনা। ইতি মেধাতিথিঃ। সদা—সর্ব্বদা—ভর্ত্তরি বিরুদ্ধেঽপি প্রসন্নবদনয়া ইতি কল্লুক ভট্টঃ।

† ১—ব্রহ্মযজ্ঞ ২—পিতৃযজ্ঞ ৩—দেবযজ্ঞ ৪—ভূতযজ্ঞ ও ৫—নৃযজ্ঞ ইহার অধিকাংশেই গৃহস্থ পত্নীর সহায়তাপেক্ষী। ১১১৪ পৃঃ, দ্রঃ।

নারীজাতির কর্ত্তব্য আরও যথেষ্ট বিহিত আছেঃ—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা॥
গৃহকৃত্যংচ কৃত্বাচ স্নাত্বা গৃহং গতা সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্‌গৃহ দেবতাং॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।"
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙক্তে সুখং সতী॥"

বহ্নি পুরাণম্।

ধনী-পরিবারের মহিলাগণ যদিও স্থলভেদে ইহার অনেক কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ নাকরিয়া পরিচারিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ব্বাহ্ করাইয়া থাকেন, তথাচ স্বহস্তে রন্ধন ও স্বামীকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিবার রীতি এখনও তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমাজ মাত্রেই ধনীর সংখ্যা অল্প, মধ্যবিৎ ও দরিদ্রের সংখ্যা অধিক; সুতরাং হিন্দু সমাজের অধিকাংশ স্থলেই ঐ সমস্ত নিয়মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ইহা স্বীকার্য্য। বাস্তবিক ইহা অতীব মনোহর দৃশ্য! অশেষ মঙ্গলালয়া নারী, উষাদেবীর স্নেহময় মৃদুস্পর্শে প্রবুদ্ধা হইয়া শয্যাত্যাগসময়ে পার্শ্বশায়ী পতিদেবতাকে এবং সর্ব্বব্যাপী জগৎ পতিকে নমস্কার করিতেছে, স্বীয় পদ্মহস্তে একমনে আপনার বাস ভবন গৃহাঙ্গন পরিমার্জ্জন করিতেছে, গৃহস্থিত কার্য্যকলাপের শৃঙ্খলা বন্ধন ও স্নানান্তে শুচিত্ব লাভ করিয়া জগৎপতির উপাসনার্থ যোগাসনে চিত্ত সন্নিবেশ করিতেছে, রন্ধনশালায় স্বীয় পতি, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নিনী, দাস, দাসী, অতিথীর নিমিত্ত অন্ন সাধন

পরায়ণা হইয়া স্বহস্তে স্বামী, পুত্র, আত্মীয়, দাস, দাসী ও অতিথিকে প্রসন্নচিত্তে ভোজন করাইয়া অতীব শ্রদ্ধার সহিত ভোক্তৃবর্গের ভোগাবশিষ্ট অন্নে স্বীয় ক্ষুন্নিবারণে সুখানুভব করিতেছে, ইহাপেক্ষা কোলাহল পূর্ণ সংসারে শান্তিময় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? আর্য্যগৃহে ভিন্ন এরূপ পবিত্র ও কমনীয় চিত্র জগতের আর কোথায় দেখিতে পাইব? কিন্তু বড়ই আশঙ্কার বিষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র ও অস্বাভাবিক তেজঃপ্রভাবে বুঝি বা আমাদের নেত্রমনোভিরাম এই সামাজিক চিত্রখানা সত্বরেই হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে। বোধ হয় সেই দেবভাবের প্রতিবিম্ব এইক্ষণ সমাজ দর্পণে ক্রমে অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর হইয়া আসিতেছে। গৃহকার্য্য, রন্ধনকার্য্য ক্রমে নীচকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। গৃহিণী ভৃত্যের কার্য্য করিবে ইহা বড় লজ্জার কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পুরুষ যে গার্হস্থধর্ম্মের দাস, নারী সে গৃহধর্ম্মের দাসী না হইবে কেন? প্রফুল্ল চন্দ্রবৎ অমিয়বর্ষী শিশুকে গৃহিণী গৃহ মধ্যে বসিয়া স্তন্যপান করাইতেছে এরূপ দৃশ্যেই পিতার আনন্দোচ্ছাসের সম্ভাবনা না বেতনক্রীতা অপরিচিতা ধাত্রীর স্তন্যপানে শিশুর প্রতিপোষণ সমধিক সুখকর, মঙ্গলকর ও নিরাপদ? পাঠক মহাশয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন—অকপটে বলুন, মাতা বা পত্নী যে সহজ অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন তাহা অপেক্ষা বিচক্ষণ ও দক্ষ সূপকারপক্ক অন্ন সমধিক তৃপ্তিপ্রদ হয় কি? অন্নসাধন বিষয়ে সূপকারের যত্নে, গৃহীত অর্থের প্রতিদান, অথবা পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা মাত্র। কিন্তু মাতা যে অন্নস্থালী

সম্মুখে উপবিষ্টা—পত্নী যে ভোজনপাত্র হস্তে দণ্ডায়মানা—: উহাতে কি রহিয়াছে? উহাতে রহিয়াছে মাতার আশীর্ব্বাদ, উহাতে রহিয়াছে ভার্য্যার প্রীতি, উহাতে রহিয়াছে ভোক্তার জীবন!! আর কি? স্নেহময়ী মাতার—প্রেমময়ী ভার্য্যার হৃদয়ের মহাশান্তি!! তুচ্ছ ধনপ্রত্যাশী সূপকারের অন্নে তাহা কি কখন সম্ভবে? কেন তবে আমরা এত ভ্রান্ত হইতে চলিয়াছি? কেন আজি আমরা মুক্তার পরিবর্ত্তে শুক্তি গ্রহণে হস্ত প্রসারণ করিতেছি? ইহার একমাত্র উত্তর, বিজাতীয় অনুকরণ অথবা অসার ধনগরিমা।

এইরূপ নারীসমাজের গতি বাস্তবিক যেভাবে চলিতেছে, প্রকৃত ও আবশ্যকীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে যে সমস্ত বিজাতীয় ও অনাবশ্যকীয় শিক্ষা নারী সমাজে প্রচলিত হইতেছে, রমণীগণকে তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ভুলাইয়া যেরূপ পুরুষভাবে দীক্ষিতা করা হইতেছে, সমাজের জ্ঞানবান্ পুরুষগণ গৃহলক্ষ্মীকে যেরূপ সেমিজ-জেকেটের মোজা ও পরিচ্ছদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, না জানি ইহাতে আমাদের ভাগ্যে ভাবিকালের জন্য কতই দুর্গতি সঞ্চিত হইতেছে! এরূপ অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয় ও পরিশঙ্কনীয়।

আমরা আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে অনেকেই মনে করি, যাবৎ স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনশীলা না হইবে, যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া সামাজিক প্রথার মস্তকে পদার্পণ করতঃ বৈদেশিকরাজপুরুষসমবেত সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক

বিদেশীয় রীত্যনুসারে সমাদৃতা ও প্রশংসিতা না হইবে, যাবৎ ভারতীয় ললনা স্বীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া স্বীয় পতিকে "ডিয়ার অমুক" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে সম্যক্ অধিকারিণী না হইবে, তাবৎ নারীজাতির শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে না ; সুতরাং সমাজের মঙ্গল সুদূরপরাহত !

কি ভ্রম ! আমাদের ইহা দেখা উচিত সংসারে পুরুষের ন্যায় নারীগণের কার্য্যের সংখ্যা কত অধিক। কত বিশেষ দায়িত্ব ও কত সমধিক মান সম্ভ্রম নারীজাতির প্রতি অর্পিত। অথচ সেই সমস্ত সম্মান ও দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উহাতে কতই শিখিবার প্রয়োজন, ও সেই শিক্ষা কতদুর মৌলিক ও মূল্যবান্ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীগণ পুরুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরুষের সমক্ষেত্রে তুল্য ভাবে অর্থোপার্জ্জন করুক, পুরুষের ন্যায় বহির্জগতে মুক্তাবরণ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করুক ইহা কামনা করাও ভয়ানক ভ্রান্তি, লজ্জা ও হাস্যজনক। সকলেই উপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিলে উপার্জ্জিতের রক্ষা বিধান করিবে কে ? স্ত্রী জাতির প্রতি যে গুরুতর ভার রহিয়াছে—মানুষকে প্রসব করিবে, পালন করিবে, স্বাভাবিক যত্ন দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রকে মনুষ্যত্বের বীজ বপনের উপযোগী করিবে, রোগীকে যত্ন, ক্লান্তকে শ্রান্তি, নিরাশকে আশা প্রদানে পুরুষের আন্তরিক বল বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সমধিক কার্য্যক্ষম ও উৎসাহিত করিবে, এ সমস্ত ভার কে গ্রহণ করে ? সকলেই চালিত হইতে চাহিলে চালক কোথায় পাইব ? কেন্দ্র বিন্দু পরিধিরেখা মধ্যে কল্পিত হইলে গণিত সমস্যার মীমাংসা বিপত্তি মাত্র।

কালজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যগণ এই সমস্ত সুবিধা অসুবিধা বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন, তাই সামাজিক কার্য্যবিভাগে আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিধি সমূহও তদ্রূপ সমীচিন ভাবে গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা অর্থকরী বিদ্যার জন্য স্ত্রীজাতির পবিত্র মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিতে ভাল বাসেন নাই। তাঁহারা দেবভাবাপন্ন নারীশক্তিকে সজ্জ্ঞান সুনীতি ওস্বাভাবিক শিক্ষা দ্বারা পরিপোষণ করিয়া মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভাগের রক্ষা-বিধানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। মানবের বহিঃরাজ্যরক্ষা পুরুষের হস্তসাপেক্ষ, অন্তঃরাজ্য রক্ষায় স্ত্রী সৈন্যের প্রয়োজন, সৈন্যবর্গের শিক্ষাও তদ্রূপই প্রদত্ত হইত এবং সুদক্ষ সেনানায়কগণের সেই সুকৌশল সৈন্যবিভাগের ফলেই হিন্দুর সমাজ রাজ্য একদিন এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল।

এদিকে বহিঃসৈন্য ও অন্তঃসৈন্য মধ্যে ভাব বৈষম্যের উদ্ভব নিবন্ধন সমাজ রাজ্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাঘটে, তন্নিমিত্ত প্রকৃষ্ট দাম্পত্য বিধি সমূহ গঠিত হইয়াছিল। পতিকে জীবনের আরাধ্য করিতে, নিয়ত তাহার চরণে অনুরক্তা থাকিতে, ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইতে, সমাজের প্রভূত মঙ্গল বিধানার্থ নারী-হৃদয়ে পতিভক্তি অটল রাখিবার জন্য, পতিসেবাকে স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া মহাত্মা মনু একদিকে আদেশ করিয়াছিলেন—

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতাত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ নলঙ্ঘয়েৎ॥
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ।।
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবিতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ।।”

মনুঃ—৫ম অঃ ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, শ্লোঃ।

অন্যদিকে পুরুষের সম্বন্ধেও স্বগৃহিনীকে লক্ষীরূপিনী ভাবিতে ও তাহার চিত্তে সর্ব্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বিধি করিয়াছিলেন—

“প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নবিশেষোঽস্তি কশ্চনঃ ।।
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ ।।
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবং ॥”

মনুঃ ৩ অঃ ৫৯, ৬০ শ্লোঃ।

বাস্তবিক স্ত্রী মানব সমাজের কেন্দ্রীভূত গৃহস্থাশ্রমের মূল ভিত্তি। সুতরাং সমাজের মঙ্গলার্থ ভর্ত্তায় ভার্য্যায় সংপ্রীতি রক্ষা ও ত্রিবর্গসাধনভূতা ভার্য্যার পক্ষে সর্ব্বথা দেবতুল্য ভর্ত্তার অনুকূলা হওয়া বিধেয়। যে পত্নী পতির অনুকূলা, বাক্যদোষরহিতা, কার্য্যদক্ষা, অনন্যপুরুষনিবিষ্টচিত্তা, প্রিয়ংবদা ও স্বামিভক্তিপরায়ণা, তিনি মানবী নহেন—প্রত্যক্ষ দেবী। অনুকূলকলত্রের পৃথিবীই স্বর্গ; দাম্পত্য প্রেম স্বর্গেও দুর্ল্লভ। গৃহাশ্রম সুখময়, পত্নী সেই সুখের মূল। সুতরাং যে পত্নী বিনীতা, পতিচিত্তজ্ঞা ও পতিবশবর্ত্তিনী, তিনিই

প্রকৃতভার্য্যা। ঐ সমস্ত গুণযুক্তা পত্নী নিঃসংশয় লক্ষ্মীস্বরূপিনী। যিনি সদা প্রহৃষ্টমনা, স্নানমানবিচক্ষণা ও পতিপ্রীতিকরী তিনিই ভার্য্যা। জায়া ও পতি মধ্যে এক অন্যের প্রতি বিরক্ত হইলে ইহাপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে। প্রাগুক্ত গুণাবলিবিবর্জ্জিতা ভার্য্যা গৃহীর দেহস্থ জরা স্বরূপ যন্ত্রণা দায়িকা। যে হতভাগ্য গৃহস্থের পত্নী প্রতিকূলা তাহার এই সুখময় সংসার নরকের রূপান্তর মাত্র *। এই জন্যই আর্য্য বিধিকর্ত্তাগণ নারীজাতির পত্যনুরাগ রক্ষার্থ এত যত্ন শ্রম ও সতর্কতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পতিসেবার পর স্ত্রীর দ্বিতীয় কার্য্য গৃহকর্ম্ম; গৃহস্থের

---

*অনুকূলা বাগদুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী। ৪।
অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি
স্বর্গেঽপি দুর্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরম্। ৫।
গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখং
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী। ৭।
অনুকূলা নবাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥ ১২।
যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা ॥ ১৩।
রক্ত একো বিরক্তোঽন্যস্তস্মাৎ কষ্টকরং নু কিং
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদিচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রম সমং নাস্তি যদি ভার্য্যাবশানুগা।
তয়া ধর্ম্মার্থ কামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
ইতি দাক্ষে চতুর্থেঽধ্যায়ে।

সমস্ত গৃহকার্য্যই স্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত! শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পিতা, মাতা প্রভৃতির সেবা, দেবরাদির প্রতিপালন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিগণিত। সমস্ত গৃহকার্য্যে স্ত্রীর দক্ষতার প্রয়োজন। স্বামী পৃথিবী খুঁজিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবে, স্ত্রী মিতব্যয়িনী হইয়া তৎসমস্তে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এখনও অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে এই পদ্ধতি অক্ষতভাবে প্রচলিত আছে। সমাজের শান্তি বিধানার্থ পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই এই সমস্ত গুণবিশেষের অধিকারী হওয়া বিধেয়।

নারায়ণপাদসংবাহনে নিযুক্তা লক্ষ্মীর সন্দর্শনে আনন্দিতা বসুমতী কর্ত্তৃক পৃষ্টা হইয়া ভগবতী পদ্মালয়া কহিয়াছেন— "হর্ষযুক্ত, সাধু, ধর্ম্মপরায়ণ, সদাচারনিষ্ঠ, সাস্ত্রানুশীলনতৎপর, বিনীতবেশ, সুবেশ, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, শুদ্ধান্নভোজী, অতিথীপূজক, স্বদারতুষ্ট, ধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ, কলুষদ্বেষী, অনতিভোক্তা, ক্ষমাশীল, সর্ব্বভূতহিতৈষী, সত্যবান্, গন্ধপুষ্পাদি বিভূষিত, ক্রোধবর্জ্জিত, স্বকীয়পরকীয়কার্য্যদক্ষ, উদারচিত্ত, বিনীত স্বভাব পুরুষে ও সুবিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, সপুত্রা, অমুক্তহস্তা, সুরক্ষিতভাণ্ডা, উপহার প্রিয়া, পরিস্কৃত গৃহবাসিনী, জিতেন্দ্রিয়া, কলহাদি বিমুখা, ধর্ম্মপরায়ণা ও দয়ান্বিতা নারীতে এবং মধুসূদন সন্নিধানে আমার নিয়ত অবস্থান—"*

---

* দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং দেবকেবস্ত বিষ্ণো
গৃহিতপাদাং তপসাব্জগন্ধীন্।
সুস্প্রসন্নাম্বুনদচারুবর্ণাং
প্রপ্রচ্ছ দেবীং বসুধা প্রহৃষ্টা। ১,

আক্রম্য সর্ব্বাস্থ যথা ত্রিলোকীং
তিষ্ঠস্যবং দেববরোহসিতাক্ষি
তথা স্থিতা ত্বং বরদে তথাপি
পৃচ্ছাম্যহং তে বসতিং বিভূত্যাঃ ॥৬,

সমাজের ইহা একটি মহান্ ও উজ্জ্বল চিত্রাভাস। আর্য্য-নারী ও আর্য্যপুরুষগণ এককালে এইরূপ বাস্তবিক মহোচ্চ পদবীতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

নিরহঙ্কারা, শান্তিপ্রতিমা হিন্দু রমণীর কার্য্যপ্রণালী ও দৈনিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াগিয়াছেন—*

ইত্যেবমুক্তা বসুধাং বভাষে
লক্ষ্মীস্তদা দেববরাগ্রতস্থা
সদা স্থিতাহং মধুসূদনস্য
দেবস্য পার্শ্বে তপনীয়বর্ণে ॥ ৭,
সরঃসু পূর্ণেষু তথা জলেষু
সশাদ্বলায়াং ভুবি পদ্মষণ্ডে
বনেচ বৎসেচ শিশৌ প্রহৃষ্টে
সাধৌ নরে ধর্ম্মপরায়ণেচ ॥ ১৭,
আচারসেবিন্যথ শাস্ত্রনিত্যে
বিনীত বেবে চ তথা সুবেবে
সুশুদ্ধ দান্তে মল বর্জিতেচ
মৃষ্টাশনে চাতিথিপূজকেচ ॥ ১৮,
স্বদারতুষ্টে নিরতেচ ধর্ম্মে
ধর্ম্মোৎকটে চাত্যশনাদ্বিরক্তে
সদা সপুষ্পেচ সুগন্ধি গাত্রে
সুগন্ধলিপ্তেচ বিভূষিতেচ ॥ ১৯,
সত্যস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমার্জ্জিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতেচ
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদা বিনীতে ॥ ২০,
নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাষু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥ ২১,
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যপেতাসু পর্থস্থিতাসু
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥ ২২,

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে (বিষ্ণুসংহিতায়াং) নবনবতিতমোঽধ্যায়ে।

পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায়চ
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্।
মার্জ্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনম্
শোধয়েদগ্নিকার্য্যানি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা।
প্রোক্ষণৈরিতি তান্যেবযথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ
দ্বন্দ্বপাত্রানি সর্ব্বাণি নবদ্যাচিদ্বিযোজয়েৎ।

"স্ত্রী, স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহ শুদ্ধি করিবে, শয্যা উত্তোলন করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিবে, অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে, তৎপর অগ্নি-পরিচর্য্যা ও গৃহসামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধান করিবে, তদনন্তর পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সম্পাদনে গুরুজনের পাদবন্দন করিয়া তাঁহা-দের প্রদত্ত অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিতা হইবে, কায়মনো-বাক্যে পত্যাদির নিদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া অভিনিবিষ্ট হৃদয়ে অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বামী এবং অন্য অন্য ভোক্তৃ-বর্গকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্টান্নে স্বীয় আহার নির্ব্বাহ করিবে।

শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ
মহানসস্য পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা।
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ
স্মৃত্বা নিয়োগপাত্রাণি রসাংশ্চ দ্রবিণানি চ॥
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বগুরূনভিবাদয়েৎ
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুল বান্ধবৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু
দাসীবদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈ র্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ।
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা
ভুক্ত্বা নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া॥
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্॥
নাতিতৃপ্ত্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ
আস্তীর্য্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্।

দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তা ও গৃহনীতি বিধান (১) এবং দিবাবসানে সায়ং কর্ত্তব্য দীপালোকাদি প্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি গৃহকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া পুনঃ অন্ন সাধন ও আহারাদি নির্ব্বাহ করাইবে এবং শয্যা রচনা পূর্ব্বক স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া স্বামী নিদ্রিত হইলে তাঁহারই পার্শ্বে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া শয়ন করিবে। স্ত্রীর অপ্রমত্তা নিষ্কামা ও জিতেন্দ্রিয়া হওয়া বিধেয়। নারী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেনা। অধিক কথন, পরুষ ব্যবহার ও স্বামির অপ্রিয় বাক্য তাহার সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কাহারও সহিত বিবাদ এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ পরিহার্য্য। স্ত্রী যেন মিতব্যয়িনী হয় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য যেন তাহাদ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়।

সুপ্তে পত্যৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা
অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া।
নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং ন বহূন পত্যুরপ্রিয়ম্
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
নচাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাতিমানতাম্।
পৈশুন্য হিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ
নাস্তিক্য সাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ॥
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতং
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্রচ সলোকতাম্॥

ইতি দ্বৈপায়নে ধর্ম্মশাস্ত্রে (ব্যাস সংহিতায়াং)
দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে ২০—৩৫ শ্লোঃ।

(১) যাহারা হিন্দুললনাকে কেবল দাসীবৎ ব্যবহৃতা হইয়াছে ভাবেন, তাঁহারা এই স্থলে দেখুন—হিন্দুর পারিবারিক রাজ্যে স্ত্রী রাজস্বমন্ত্রী ও ব্যয় সচীব। গৃহনীতি স্ত্রীর আজ্ঞাধীনশ

সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, রোষ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অতিমানতা, * খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, চৌর্য্য, দম্ভ ও সাহস † সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। এইরূপে পতি সেবাদি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে ইহলোকে কীর্ত্তি, মঙ্গল ও পরলোকে পতিলোক লাভ হইবে। স্ত্রীলোকের ইহাই নিত্যকর্ম্ম"। আহা! আর্য্য-সমাজপটে প্রাচীন ঋষিগণ নারীজাতির কি অনুপম মাধুরিময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবম্বিধ নির্ম্মল সরল ও প্রেমময় নারী-হৃদয় অপেক্ষা জগতে নরের আর কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় পদার্থের সম্ভাবনা হইতে পারে?

প্রাচীন মহর্ষিগণ নারীহৃদয়ের প্রকৃতি ও মর্ম্ম বিশেষ অবগত ছিলেন, তাই নারীজাতিকে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া জগতের যাবদীয় কোমল ও মাধুরিময় কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এবং তন্নিমিত্তই তাহাদের স্বভাবজাত মধুরিমা জগতে অতুলনীয়া। গার্হস্থাশ্রমে গৃহের বাহিরে রৌদ্রবৃষ্টিঝঞ্জাকড়কাদি-সমন্বিত কঠিনতমব্যাপারসমূহ বহির্ম্মুখ পুরুষশক্তি যোগে নিষ্পন্ন হইত, অভ্যন্তরস্থ যাবদীয় কোমলতর ব্যাপার অন্তঃমুখী নারী প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। কঠিন ও কোমলের এবম্বিধ রাসায়নিক সংমিশ্রণ, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে

---

* আমার স্বামীপুত্রাদি রূপবান্ গুণবান্ ধনবান্ এরূপ গর্ব্বপ্রকাশ।

† সাহস — অবিমৃষ্যাকৃতিরিতি হেমচন্দ্রঃ। পশ্চাদ্দোষমনালোচ্যকরণমিতি দুর্গাদাসঃ। সাদোর্ল্লঙ্ঘনাদিঁ নিগ্রহঃ। ইতি কল্লূকভট্টঃ।

এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শৃঙ্খলা, স্বামী-স্ত্রী মধ্যে ঈদৃশ হরগৌরী-ভাব, দেহ ও প্রাণের এবম্ভূত একীকরণ, স্বভাব ও সত্যের এই সমাদর, পৃথিবীর আর কোন্ সভ্য সমাজে এতদূর উচ্চ স্থলাভিষিক্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ?

রমণীগণের কর্ম্মক্ষেত্র বর্ণন সম্বন্ধে প্রাচীন উক্তির যেরূপ উল্লেখ হইল, ইহাতে কেহ অনুমান করিবেন না যে, রমণীগণ কেবল গৃহমধ্যস্থ পরিচর্য্যামাত্রে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা কন্যাবস্থায় পিতৃকুলে * বিবাহের পর স্বামী সমীপে নানারূপ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিতেন। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী জ্ঞান লাভ এবং চিত্তের ধর্ম্ম প্রবণতা সম্পাদনই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা পুরুষের সমান কক্ষে অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে যত্নবতী হইতে সত্যই স্ত্রীজাতিকে বিরত রাখা হইয়াছিল, কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়, তাহা তাঁহাদের অবশ্য গ্রহীতব্য ছিল। বর্ণমালা ও ভাষা শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাতে শিক্ষার পূর্ণতা হয়না, বিশ্ববিদ্যালয় রূপ চিত্রশালিকার প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে অঙ্কিত করাতেও প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধি-পায়না। যে শিক্ষা আত্মার উৎকর্ষ বিধান করে, মনুষ্যের চিত্তকে যে শিক্ষা সতত ঈশ্বর প্রবণ করিয়া দেয়, যে শিক্ষায় জীবন ধর্ম্মময় হয় এবং জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় যে শিক্ষার বলে জগৎপতির সহিত সংশ্রব রাখিয়া মানুষ প্রশান্ত মনে ও নিত্য সন্তোষের সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সক্ষম হয়, পৃথিবীতে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই

* কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

শিক্ষা রমণীহৃদয়ের উপযোগী এবং ইহার ভাণ্ডার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। নারী-মস্তিষ্কোপযোগী জ্ঞান তাঁহাদের সম্পূর্ণ প্রাপ্তব্য ছিল। সময়ে সময়ে পুরুষেরাও বিদুষীগণ হইতে নানারূপ মন্ত্রণা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন এবং বহু বিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষাবলে তাঁহাদের চিত্ত ধর্ম্মময় হইত। নারীর সরল হৃদয়ে ঈশ্বর-জ্ঞান সমধিক প্রবল। নারীজাতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পারত্রিক বিষয় সমূহে নারীজাতির পবিত্র ও অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, কোমল নারীহৃদয়ের ধর্ম্ম প্রবণতা, কঠিনপ্রকৃতি পুরুষের চিত্ত হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থলাভিষিক্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা বেদ ও উপনয়নাদিতে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই। মন্বাদির মতে বেদ ও উপনয়নাদিতে নারীর অধিকারাভাব, কিন্তু উপনিষদাদিতে জানা যায় প্রাচীন কালে স্থল ও অবস্থা ভেদে উহার বিপরীত দৃষ্টান্তও প্রচলিত ছিল। এই দারুণ প্রতিকূল সময়ে বেদ পুরুষজাতি হইতেই প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, পুরুষ জাতির উপনয়নই প্রায় সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসিত ও দীর্ঘ কালব্যাপ্ত ব্রহ্মচর্য্য কালপ্রথারূপে কতিপয় ঘটিকা মাত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহার পবিত্র বিধি সমূহ পুস্তক নিহিত রহিয়া যাইতেছে; সুতরাং স্ত্রীজাতি মধ্যে উহার সংশ্রব একবারে বিলুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় যে, এককালে যে কুলরমণীগণের শ্রেণী বিশেষে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, *

*— প্যারীচাঁদ মিত্র কৃত "এতদ্দেশীয় নারীজাতির পূর্ব্বাবস্থা"

এইক্ষণ সেই নারীসমাজের অনেকেরই বর্ণমালার সহিতও পরিচয় নাই! কাহারও বা মাত্র সামান্য নাটক প্রহসনাদি * পাঠই শিক্ষার পরিসমাপ্তি।

যাঁহাদের হৃদয়ের ধারণা এই যে, হিন্দু নারীগণ উচ্চ-শিক্ষা হইতে চিরকালই দূরে অবস্থিতা, তাঁহারা পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখুন ব্রহ্মজ্ঞানার্থী মিথিলাধিপতি জনকের রাজসভায় বাচক্লব ঋষির কন্যা গার্গী † যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম নিরূপণ বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন আবার যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে সমবেত ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিমণ্ডলী সমীপে "যাজ্ঞবল্ক্য অজেয়" মধ্যস্থরূপে এই মীমাংসা করিতেছেন। আত্মাভিমান ও গর্ব্বপূর্ণ ভূমিকা দ্বারা অকুতোভয়ে গার্গী প্রশ্ন করিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্য সম্মানের সহিত তাহার উত্তর প্রদানে নিয়ত। স্ত্রীলোক বিবেচনায় তিনি গার্গীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনিচ্ছা বা বিলম্ব করিতেছেন না।

* সাধারণ নাটক প্রহসনাদির নারীসমাজে বহুল প্রচার আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হৃদয় বিকৃতির একটি অন্যতর কারণ। ইহাতে প্রকৃত শিক্ষা না হইয়া হৃদয় মধ্যে কতকগুলি কাল্পনিক ও অবাস্তর ভাবের বিস্তার হয় এবং উহা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে তরলতার অবতারণা করিয়া নারীগণকে অপেক্ষাকৃত লঘুচেতা করিয়া তুলে। নাটক সাধারণতঃ টক শ্রেণীতেই গণ্য। গুরুতর আহারান্তে জিহ্বার রুচি ও প্রসন্নতার জন্য যেরূপ টকের ব্যবস্থা, মস্তিষ্কের সম্বন্ধেও গুরুতর বিষয় আলোচনার পর মধ্যে মধ্যে দুই একখানা সুরুচিসম্পন্ন নাটক পড়া মন্দ নয়; কিন্তু যদি কেবল টকই আহার্য্য হয়, তবে তাহাতে আহারের উদ্দেশ্য রক্ষা হয় না। পরন্তু উহা কেবল অম্লপিত্ত রোগেরই নিদান হইয়া থাকে।

† শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত ভাষ্য।

ভারতগৌরব, নাস্তিকত্রাস, দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য বিদ্যা ও তর্ক বলে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া, বিজিলবিন্দু নিবাসী মণ্ডনমিশ্র সহ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সরসবাণী তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া ছিলেন। বিচারে মণ্ডনমিশ্র পরাভূত হন। কিন্তু পশ্চাৎ যখন সরসবাণীর সহিত তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তখন যে দিগ্বিজয়ী স্বীয় তর্ক ও বিচক্ষণতা বলে সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন, সেই শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সরসবাণীকৃত প্রশ্নের উত্তর করিতে আরও অধিকতর শিক্ষা লাভের ও তজ্জন্য মাসদ্বয় কাল অবকাশ গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল *।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত কাব্যাবলী সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের অত্যুজ্জ্বল মণি। কিন্তু কবি যদি বিদ্যাবতী পত্নী বিদ্যোত্তমার নিকট লজ্জিত না হইতেন তবে এ পর্য্যন্ত জগৎবাসী এই মহাকবি প্রদত্ত রত্নকিরণে হৃদয়োজ্জ্বল করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অত্রি পত্নী অনসূয়া ও যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীর গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে কাহার আপত্তি হইতে পারে? লীলাবতী ও খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; সীতা ও সাবিত্রী অধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় এবং সতীত্বের উজ্জ্বল ও অক্ষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রতিদানে অদ্যাপি আর্য্যসমাজ হইতে সতত হৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন।

* আনন্দগিরি কৃত শঙ্করদিগ্বিজয়।

প্রাচীন হিন্দুরমণীগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কালক্রমে এই স্ত্রীশিক্ষা লুপ্ত প্রায় হইয়া ছিল, সন্দেহ নাই; সম্প্রতি তাহা পুনর্জীবিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বর্ত্তমান শিক্ষা জাতীয়-ভাব-প্রণোদিত ও প্রকৃত হিত-করী বোধ হইতেছেনা। যেভাবে এই স্ত্রীশিক্ষার পুনঃ প্রচার হইতেছে ইহাতে উহা উত্তর কালে সুখকরী নাহইয়া বরং প্রভূতরূপেই অনিষ্টকরী হইবে। আজি বিশ্ববিদ্যালয়ে বালক ও যুবকগণকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ক্রমে যুবক ও বালকের মনঃক্ষেত্রে যেরূপ অনাস্থা, ও উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ উপ্ত হইতেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ও অনুগ্রহে অধিকাংশ যুবকগণ যেরূপ অর্দ্ধ-য়ুরোপীয় অর্দ্ধভারতীয় রূপ ধারণ করিতেছে, ইহাই সমাজের পক্ষে যারপর নাই অনিষ্ট কর। সত্বরেই ইহার প্রতিবিধান না হইলে এতন্নিমিত্ত আর অর্দ্ধশতাব্দী পরে সমাজের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায় বলা যায়না। ইতঃপর সমাজের মূলভিত্তি নারী কুলেও যদি ঐরূপ কুফলপ্রসূ শিক্ষার মূল বিস্তৃত হয়, তবে তাহা হইতে যে সমস্ত বিষাঙ্কুর সমুদ্ভূত হইবে তাহার প্রভাবে এই ক্ষয়োন্মুখ সমাজের জীবন একেবারেই বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

স্ত্রীজাতির আবশ্যকীয় গৃহধর্ম্ম শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। তদনন্তর সম্ভব হইলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যথেষ্ট উপকারী ও সমাজের উৎকর্ষ বিধায়ক। স্ত্রীজাতি মধ্যে শিক্ষার প্রচলনা-ভাব যেরূপ অনিষ্টকর, প্রচলিত শিক্ষা জ্ঞানকরী না হইলে তাহা তদপেক্ষা সমধিক অমঙ্গল প্রসূ। বরং অশিক্ষাও ভাল

তথাপি বিজাতীয় বা অনুপযোগী শিক্ষা কখনই অনুমোদনীয় নহে। সমাজের মূলাধার স্ত্রীজাতির শিক্ষা প্রদান কালে আমাদের বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। সমাজ, প্রত্যেক পিতার, প্রত্যেক মাতার, প্রত্যেক স্বামীর এ সম্বন্ধে যত্ন চাহিতেছে। সমাজের প্রসবিত্রী, পালনকর্ত্রী নারী অশিক্ষিতা থাকুক কোন্ পাষণ্ডের এরূপ বাসনা হইতে পারে? বাস্তবিক, প্রকৃত শিক্ষা বলে প্রাচীন আর্য্যাগণের ন্যায় আধুনিক নারীবর্গ যাবৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্যপরায়ণা না হইবে— যাবৎ গৃহলক্ষ্মীগণের মূল্যবান্ হৃদয় পূর্ব্ববৎ প্রকৃত জ্ঞানসংস্পর্শে পবিত্র হইয়া ঈশ্বরে অর্পিত না হইবে তাবৎ সেই পুরাতন স্বর্গীয় সুখ আর আমাদের নয়নগোচর হইতেছেনা। এখনকার রমণীগণের নাটকাদি পাঠ অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি, এবং পশমের কারুকার্য্য গৃহকর্ম্মের চরমসীমা হইয়া উঠিতেছে, কাহারাও বা পুরুষবৎ সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া শ্রোতা ও দ্রষ্টাগণের মনোরঞ্জন অন্যতর কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। প্রকৃত ও আবশ্যকীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত অনাবশ্যকীয় ও অযথা শিক্ষা কেবল সমাজের দরিদ্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির কারণ। পূর্ব্বে এ সকল ছিল না, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যাহা ছিল জগতে তাহার তুলনা নাই।

গৃহকর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রমণীগণ চিকিৎসা এবং শারীরজ্ঞান সম্বন্ধেও বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। শিশুপালন তাঁহারা কিরূপ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন এইক্ষণকার ও পূর্ব্বতন মানবের আয়ুঃ সংখ্যা ও উভয় কালের যুবকগণের শারীরিক ও মানসিক পরিস্ফুটতার

তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে গৃহিণীগণের বিচক্ষণতা ও স্বাবলম্বন ছিল। এইক্ষণ শিশুদিগের একটু সামান্য মাথাধরা বা সর্দ্দি কাশি হইলেও ডাক্তারের সাহায্য ভিন্ন উহার কোন প্রতিবিধান করিবার শক্তি নাই। এখনও অনেক প্রাচীনা তেমন২ উৎকট রোগের এমন সকল সহজসাধ্য ঔষধের বিষয় অবগত আছেন যে, সময় সময় অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারের নৈপুণ্য, শ্রম ও বহুদর্শিতা তাহার নিকট অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয় এই, প্রাচীনা গণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত মহামূল্য রত্ন কালের জঠরানলে ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে। এইক্ষণ স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্তের আন্দোলন চলিতেছে, ও বহু রমণী মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া কর্ম্মস্থলের নির্দ্দেশ ও পারিশ্রমিকের নিয়মাবলীর বর্ণনাদ্বারা সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেছেন; কিন্তু পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহিণী এক এক জন সুদক্ষা ধাত্রী ছিলেন—প্রত্যেক জননী সন্তানের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন, অথচ তাঁহাদের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজের দরকার হইত না। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে "লেক্‌চার" শুনিবারও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ধর্ম্মের সহিত সুকৌশল ঋষিগণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন এবং দ্রব্যাদির সাময়িক ও রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের এমনই এক প্রকার অবিনশ্বর সম্বন্ধ বিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা যেমন নর-নারী-হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল থাকিত, তেমনই স্বকীয় ও স্বীয় সন্তানগণের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

এবং নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ জনিত সমাজের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধন হইত। কিন্তু এখন যেমন একদিকে আমাদের নবাগত সভ্যতা ও শিক্ষা বৰ্দ্ধিত হইতেছে তেমনি অন্যদিকে প্রাচীনবিধান সকলের উপযুক্ত আলোচনার অভাব হইতেছে। সুতরাং তাহা ক্রমেই মালিন্যগ্রস্থ ওবিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় তন্নিমিত্ত বিবিধ অসুবিধা ও আমাদের স্কন্ধে আবির্ভূত হইতেছে। বর্ত্তমান নবাগত সভ্যতা ও শিক্ষা আমাদের যে অনুপাতে বৰ্দ্ধিত হইবে বোধ হয় নূতন নূতন অভাবও নিঃসন্দেহ সেই অনুপাতেই অনুভূত হইবে। আজ আমরা গৃহ দ্বারে ঔষধি রাখিয়া রোগ যন্ত্রণা নিবারণার্থ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করি, কিন্তু পরিশ্রমের অনুরূপ ফললাভ হয় কি ?

অন্য অন্য ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ প্রাচীন কালের স্ত্রীগণ গীত বাদ্যাদিও শিক্ষা করিতেন। মহাভারত রঘুবংশাদিতে ইহার ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নপুংসক বেশে বৃহন্নলা বিরাটরাজকুমারী ও তৎসহচরীগণকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইন্দুমতির কলাবত্তা স্মরণ করিয়া অজের হৃদয়ে শোকাগ্নি সমধিক সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল। সংগীত অতি পবিত্র বিষয়। ভগবতী ভারতীর রূপ কল্পনায় তদীয় দক্ষিণ হস্তে বীণা ও বাম হস্তে পুস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে ও চিত্তের দ্রবীকরণে সংগীতের ন্যায় এমন মহাসহায় জগতে দ্বিতীয় নাই। সংগীত সাধকের পক্ষে সাধনা সিদ্ধির মহদুপকরণ। সংগীত সুখের সহচর, দুঃখের বন্ধু, নিরাশার অবলম্বন, অশ্রান্তির শান্তি; সংগীত অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের উৎসাহ.

বর্ত্তমানের উদ্দীপনা। কিন্তু হায়! যে সংগীত মৃত সঞ্জীবনীমন্ত্রে মুহ্যমান হৃদয়ের উদ্বোধন করে, দুঃখের বিষয় এমন শ্রোত্র-মনোভিরাম সেই সংগীতে এখন নানা কারণে কালের কুটিলতা নিবন্ধন বহুবিধ বিলাস ভাব সংমিশ্রিত হওয়ায় আর্য্যগণের সাধের অমৃত গরলের গুণ ধারণ করিতেছে। যিনি গরলস্থ পরিহারে এই অমৃতের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ইহাকে কণ্ঠস্থ করিবার ব্যবস্থা করিবেন, তিনি সমাজের একজন পরমবন্ধু! এতদঞ্চলে এইক্ষণ কুলস্ত্রীগণ মধ্যে সংগীতের চর্চ্চা অতি সামান্য। বিবাহাদি ক্রিয়া উপলক্ষে ও কোন কোন ব্রতাদিতে এতদঞ্চলে যে সমস্ত সংগীতালোচনা নারী সমাজে প্রচলিত আছে তাহা নিতান্ত গ্রাম্যতা পরিপূর্ণ. একে রমণী মধুরভাষিণী কোমল হৃদয়া, যদি তাহাতে বিশুদ্ধ সংগীতের সহায়তা মিশ্রিত হয়—বিধাতার কৃপা তাহার প্রতি কেন না হইবে? কেন হৃদয়ে প্রেমের স্রোতঃ বহিবে না? কেন সংসারের সমস্ত জ্বালা উহার স্নিগ্ধ ও বিমল কণা সংস্পর্শে প্রশমিত না হইবে? এইজন্য প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত কুলস্ত্রীগণের সংগীত শিক্ষার রীতি ন্যূনাধিকরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্য এই শিক্ষা য়ুরোপীয় রমণীগণের শিক্ষার ন্যায় প্রকাশ্য সভায় অপরিচিত অনাত্মীয় পুরুষ সমক্ষে পরীক্ষিত হইবার জন্য নহে; হিন্দু জাতি ওরূপ প্রথাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য রমণীকুলের অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাস্ফূর্ত্তি ও পরুষ ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে ভারতীয় নারীপ্রকৃতি যে কতদূর স্বাভাবিক, মধুর, উজ্জ্বল ও রমণীয় তাহা বর্ণনাতীত।

রমণীগণের এই স্বাভাবিক মাধুর্য্য নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত আর্য্যগণের যত্নের ত্রুটি ছিলনা। এই নিরাপদের জন্যই পতিভক্তি আর্য্যসমাজে সমধিক আদরের সামগ্রী ও প্রশংসনীয়। পাতিব্রত্যধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা হিন্দুললনাগণ স্বীয়গৃহ স্বর্গসম করিয়াছিলেন। সতীত্বের জন্য হিন্দুনারী জগতের আদর্শ। জগতের যত কিছু প্রিয় পদার্থ আছে তাঁহারা তাহা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে পারেন, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে তাঁহাদের ক্লেশ বোধ হয় না, কিন্তু সতীত্বধন তাঁহাদের অমূল্য ও অবশ্য রক্ষণীয়। পরিখীকৃতসাগরা ধরিত্রীর একাধিপত্য বা মেরুতুল্য ধনাধিকার সতীত্বের তুলনায় কিছুই নয় "সতীত্ব পরমনিধি বিধিদত্তধন, কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন—,, এই বিধিদত্ত পরমধন রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতেও রমণীর প্রশান্ত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হয়নাই। অতীতের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

নারীজাতি আর্য্যগণের প্রাণ। নারীজাতির সতীত্ব, পবিত্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ। তাঁহারা প্রাণপ্রতিমা গৃহলক্ষ্মীগণের সেই অমৃতময় হৃদয় নিহিত ভাবরাশি স্বর্গ অপেক্ষাও সুখদায়ক ভাবিতেন। সমাজে সেই অনন্ত সুখ—সেই পার্থিব স্বর্গ—সেই পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়—সেই মধুময় সরলতা চিরকাল অবিকৃত রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বীয় সমাজে স্ত্রীগণের নিরাপদার্থ বিবিধ বিধি প্রবর্ত্তিত-করিয়াছিলেন। তাঁহারা সময়ের গতি, মানবের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমান দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ চিন্তা বলে, নিয়ম সমূহের প্রবর্ত্তনায় বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সেই

নিয়মাদির প্রভাবে, সতীত্ব ও প্রণয়ের প্রতি সেই অপরিসীম আদর ও যত্ন প্রযুক্তই এই অতলসলিলনিমগ্ন, মহাবিপ্লবগ্রস্ত, পুনঃপুনঃবিজাতিপাদদলিত হিন্দুসমাজের রমণীকুল এখনও জগতে অতুলনীয়। ঐ সমস্তের প্রভাবে আজিও এই আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বলবীর্য্য-ধন-হীন মৃতপ্রায় হিন্দুজাতি অন্ততঃ স্বীয় পরিবার মধ্যে স্বর্গীয় আলোকের বিকাশ নয়নগোচর করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সংসারের সহস্র যাতনা হৃদয় হইতে অপসৃত করিয়া থাকে। সেই সমস্তের প্রসাদে সহস্রবার সহস্ররূপে উপদ্রুত হইয়াও হিন্দুর অন্তঃপুর এযাবৎ কলঙ্কের সর্ব্বগ্রাসে পতিত হয় নাই।

শারীরতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন, স্ত্রীজাতির মস্তিষ্ক পুরুষ মস্তিষ্ক অপেক্ষা পরিমাণে অল্প, তাহার পেশি কোমল ও শ্লথ। শুক্র, বল উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতির প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতির সেই শুক্র তরল ও অসার। মাসিক রজো নির্গমন এবং সময় সময় গর্ব্ভধারণ ও সন্তান প্রসবাদিতে স্ত্রীদেহ সমধিক কোমল ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। শারীরিক গঠনপ্রভেদ স্ত্রী ও পুরুষজাতিতে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। পুরুষ দেহ স্বভাবতঃ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, স্ত্রীদেহ স্বভাবতঃই কোমল ও দুর্ব্বল; সুতরাং স্ত্রী সহজেই ভীরুস্বভাবা ও সন্দিহানা। পরবর্ত্তী য়ুরোপীয়গণ পরীক্ষা দ্বারা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্যগণ স্বীয় প্রতিভাবলে বহুপূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্য্যজাতির চিকিৎসা শাস্ত্র ও এই পরীক্ষিত সত্যের যাথার্থ্য পরবর্ত্তী পরীক্ষার বহু পূর্ব্বে অবগত হইয়া স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বতন্ত্রতা স্ত্রী

শরীরের অনুপযোগী বোধে স্ত্রীকে স্বাতন্ত্র্য প্রদানে নিষেধ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"বিশ্বাসং নাচরেৎ স্ত্রীনাং তাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ নাচরেৎ"*। আর্য্যগণ জানিতেন স্ত্রীদেহ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এইজন্য নারীর অপর নাম অবলা। নারীজাতি স্বভাবতঃ অবলা নিবন্ধনই নীতিশাস্ত্রকারগণ নারীতে সমধিক বিশ্বাস স্থাপন অথবা পরিবার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় নারীর প্রাবল্যতা অনুমোদন করেন নাই। বরং উহাতে ভবিষ্যতে পদে পদে বিঘ্নাগমেরই আশঙ্কা জানাইয়া নিতান্ত সন্নিহিতাবস্থাতেও সবিশেষ সতর্কতার সহিত নারীকুলের রক্ষাবিধানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন*। সংহিতাকারগণ কর্ত্তৃক ও নিজের ইচ্ছানুসারে নারীগণের স্বতন্ত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। নিতান্ত স্নেহবশতঃ বা স্ত্রৈণতা নিবন্ধন যদি স্বামী স্বীয় পত্নীকে ইচ্ছাময়ী হইতে বাসনা দেন তাহা হইলে কালে উপেক্ষিতব্যাধি জনিত দেহের বিনাশ যেরূপ অবশ্যম্ভাবি, পারিবারিক শান্তি ও ঔদাস্য নিবন্ধন তদ্রূপ অচিরে গৃহাশ্রম

ইতি ভাবপ্রকাশঃ

বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ

* * * *

অবলা প্রবলা যস্য মন্ত্রির্যস্য কুপণ্ডিতঃ

অন্ধস্কন্ধে গতির্যস্য বিঘ্নস্তস্য পদেপদে।

চাণক্যঃ।

* * * *

অঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরীরক্ষণীয়া

শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কুতো বশিত্বং।

হিতোপদেশঃ।

হইতে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ বিশেষ অবগত ছিলেন স্ত্রীর মানসিক শক্তি অপ্রখর সুতরাং সে ভীরু, মুগ্ধা, সন্দিহানা ও বিপরীতবুদ্ধি। এই জন্যই স্ত্রীর অপর পর্য্যায় প্রতীপদর্শিনী। তাঁহারা বুঝিতেন প্রতীপদর্শিনী দ্বারা বহির্জ্জগতের কোন কার্য্য হইতে পারে না। স্ত্রীর কোমলমতি ও সহজে উৎপৎস্যমান্ বিবেকশক্তি বিরুদ্ধসংসর্গ সহযোগে প্রলুব্ধ প্রবঞ্চিত ও বিকৃত হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষায় অশক্ত হইতে পারে। বহির্জ্জগতের ভীষণ কোলাহল স্ত্রীর কোমল কর্ণপটহের অসহ্য। বহিঃসংসারের সহস্র প্রবঞ্চনা ধূর্ত্ততা চাতুর্য্য ভেদ করিতে সরলমতি অবলার কোমল প্রকৃতি সম্পূর্ণ অক্ষম। সংসারের পথ অনন্ত ও কুটিল; তন্মধ্যে স্বীয় সহজ গন্তব্য পথ অভ্রান্তরূপে স্থির করা স্ত্রীর তরল মস্তিষ্কের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল সংসারগিরিসঙ্কট নিরাপদে অতিক্রম করা স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত স্ত্রীর অসাধ্য। মাধুরিময় পবিত্র কামিনী-কুসুম ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টির সংঘর্ষে উপনীত হইলে উহা অচিরেই বিগলিতপর্ণ ও ভ্রষ্টশ্রী হইয়া উদ্যানাধিপতির হৃদয়ে দুরপনেয় ক্ষোভের উদয় করে। তাই বিধি হইয়াছিলঃ—

“ রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাশ্চ বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রাকাম্যে বর্ত্তমানাতু স্নেহান্নতু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ।

দক্ষঃ ৪র্থ অঃ ২ শ্লোঃ।

বাল্যয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেন কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥
পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ॥

মনুঃ ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ শ্লোঃ ৫ম অধ্যায়ঃ।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃস্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষুচ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনোবশে ॥
পিতারক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি ॥
সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃস্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥
ইমংহি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যা ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি ॥
স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেবচ।
স্বঞ্চধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষণ্হি রক্ষতি ॥
যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ॥
অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাসুরক্ষিতাঃ ॥
পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচবিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানিষট্ ॥

মনুঃ ২, ৩, ৫, ৬ ৭, ৮, ১১, ১৩ শ্লোকি ৯ম অধ্যায়ঃ

কন্যাবস্থায় পিতা, যৌবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ নারী-কুলের রক্ষক; ঐ সমস্তের অভাবে অপর জ্ঞাতিবর্গ নারীগণকে রক্ষা করিবে। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কখনও অনুমোদিত নয়। নারীগণ বালিকা হউক বা যুবতী হউক বা বৃদ্ধা হউক গৃহমধ্যেও কোন অবস্থাতে কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্ম স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। বাল্যকালে পিতার অধীনে, যৌবনে পতির অধীনে, পতিবিয়োগে পুত্রাদির অধীনতায় বাস করিয়া নারী স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। নারী, পিতা স্বামী বা পুত্রগণ হইতে কখনও বিচ্ছেদ ইচ্ছা করিবে না। যেহেতু ইহাদের সহিত একত্র না থাকিলে ঐরূপ বিরহ কালে পতি-কুল পিতৃকুল উভয়তঃ নিন্দা আনয়ন করিতে পারে। আত্মীয় পুরুষগণ ও স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা এইরূপ স্বাতন্ত্র্য প্রদানে পরাঙ্মুখ থাকিবে, এবং অনিষিদ্ধ রূপরসাদির প্রসঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা আত্মবশে রাখিবে। নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় স্বামী, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিবে; কোন অবস্থাতেই নারীগণ স্বাতন্ত্র্য পাইবার যোগ্য নহে। সূক্ষ্মতম কুপ্রসঙ্গ হইতেও সবিশেষ যত্নের সহিত স্ত্রীজাতির রক্ষা বিধেয়, কারণ তাহারা অরক্ষিতা হইলে তাহাদের উভয়কুলে সন্তাপ আসিতে পারে। সকল বর্ণের সম্বন্ধেই স্ত্রী রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; দুর্ব্বল ভর্ত্তাগণও আপন আপন স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিবে। সযত্নে রক্ষিতা জায়া হইতে সন্তান, শিষ্টাচার, কুল, আত্মা, ধর্ম্ম, এসই সমস্তের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। স্ত্রী যেরূপ পুরু-ষকে ভজনা করিবে সন্তানও তদনুরূপ প্রসব করিবে সুতরাং

'প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থ পুরুষ সর্ব্ব প্রযত্নে স্ত্রী রক্ষার বিধান করিবে। প্রত্যুত অপরের দ্বারা রক্ষা বিধান করিলেই প্রচুর হইবে না, স্ত্রীরও তৎসম্বন্ধে নিজের যত্ন আবশ্যক, এই বিবেচনায় কথিত হইয়াছে, যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে না পারে সে আত্মীয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও অরক্ষিতা, এবং যে স্ত্রী আপনি আপনার আত্মার পবিত্রতা রক্ষণে সক্ষমা সেই প্রকৃত পক্ষে সুরক্ষিতা। মদ্যপান, দুশ্চরিত্র লোকের সংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, দিবা নিদ্রা ও পর-(অনাত্মীয)-গৃহবাস স্ত্রীগণের দূষিতা হইবার এই ছয়টি কারণ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে নেতৃবর্গের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—'

বহু সময়ে প্রলোভনাদির কুহকে পড়িয়া সহজেই নর-নারীগণ সৎপথভ্রষ্ট হইতে পারে। সেই সহজোৎপাদ্য-মান অনিষ্ট নিবারণার্থ হিন্দু সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যভিচার পাপের নিগ্রহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। ব্যভিচার সমাজের পক্ষে বিষম অমঙ্গলকর ও অনিষ্টপ্রদ, সুতরাং আর্য্যসমাজ ব্যভিচার পাপ সহ্য করিতে পারে নাই। পরদারাভিলাষী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী স্ত্রী সমাজে নিদান্ত নিন্দনীয়। অসতীস্ত্রী নির্ব্বাসনীয়া। অসতীর সমাজে থাকিবার আদেশ নাই; অসতী বিত্তাধিকারিণী নহে *, এমন কি,

* বিজাতীয় ধর্ম্মাধিকরণ নানারূপ প্রতিবাদ স্বত্বেও সুদীর্ঘ মন্তব্য সহযোগে অসতীর বিত্তাধিকার বজায় রাখিলেও, তাহা হিন্দুর স্বীকার্য্য নয়। (ভ্রষ্টাস্ত্রীর বিত্তাধিকারের মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্টের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিও ঐ নিষ্পত্তিতে হিন্দুজজ ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের মত ভেদ। (কেরী কলিতানী বঃ মণিরাম কলিতা উঃ রিঃ ১৯ বাঃ ৩৬৭ পৃঃ।

সে জীবিতা থাকিতেও অধিকারিণী নহে। পরদারগামী পুরুষ নির্ব্বাসন বা বধ দণ্ডার্হ। হিন্দু জাতি, সতীত্বকে যেরূপ মূল্যবান্ ব্যভিচার পাপকে সেইরূপ অনিষ্টকর মনে করিতেন। ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নরনারী উভয়কেই কহিয়া গিয়াছেনঃ—

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাং।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চপীড্যতে ॥

মনুঃ ৫ম অঃ ১৬৪ শ্লোঃ।

ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্” ॥

মনুঃ ৪র্থ অঃ ১৩৪ শ্লোঃ।

ব্যভিচার পাপে লিপ্তা স্ত্রী ইহজন্মে নিন্দাভাজিনী পাপরোগান্বিতা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনিপ্রাপ্তা হয়। পুরুষের সম্বন্ধে পরদারোপসেবনার তুল্য ঈদৃশ আয়ুক্ষয়কর কার্য্য জগতে নাই; সুতরাং ঋষিগণ এই ব্যভিচার পাপকে সৃষ্টি সংহারক মনে করিয়া ব্যভিচার পাপে লিপ্ত স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই কঠোর লৌকিক দণ্ডবিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত বিশুদ্ধপত্নিক যজমান ও যাগযজ্ঞাদির ত্রুটিতে, সূর্য্যদেবের উপাসনাভাব ও তদ্ধেতু বর্ষণাদির অল্পতা, ও তন্মূলে ক্রমে অন্নক্ষয় ও অন্নক্ষয় জনিত প্রজাক্ষয়, জগতের এই সর্ব্বনাশ ব্যভিচার পাপ হইতে সঞ্জাত *। আত্মকলহ অশান্তি প্রভৃতি উদ্বেগ এই পাপের

* তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। যেন মূলহরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥ মনুঃ ৮মঃ অঃ ৩৫৩ শ্লোঃ।

• যস্মাৎ পরদারাভিগমনাৎ সংভূতো বর্ণস্য সঙ্করঃ সম্পদ্যতে, বর্ণ সঙ্করেণ বিশুদ্ধ-

অনুচর। সুতরাং এবম্বিধ পাপলিপ্ত নর নারীকে আর্য্যধর্ম্মাধিকরণ নাসা ওষ্ঠ কর্ত্তনাদিরূপ দণ্ডদ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিতেন *। কেবল নির্ব্বাসন কেন? যে নারী জ্ঞাতিদর্পে † বা স্বীয় সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্পে দৃপ্তা হইয়া স্বামীলঙ্ঘন করিত, বহুজনাকীর্ণস্থানে রাজা তাহাকে কুক্কুরদ্বারা ভক্ষণ করাইতেন এবং উহার পাপকারী জার পুরুষকে লৌহময় প্রজ্জ্বলিত শয়নে শায়িত করাইয়া, ঐ পাপিষ্ঠদেহ সম্যক্ ভস্মসাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত বধ্যঘাতি কর্ত্তৃক উহার শরীরে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করাইতেন ‡। কি ভয়ঙ্কর শাস্তি!! আর্য্যগণ ব্যভিচার পাপকে সমাজের পক্ষে এতদূর গুরুতর অনিষ্টকারী মনে করিতেন যে, দয়া ও ক্ষমার সম্পূর্ণ আধার হইয়াও আর্য্য ঋষিগণ, তাঁহাদের স্বপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্রে এরূপ কঠোরতর দণ্ড সকলের বিধান করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই ¶।

পঙ্ক্তিক যস্মাদ্ভাবাৎ "অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইত্যভাবে সতি, বৃষ্ট্যাখ্য জগন্মূলবিনাশক-ধর্ম্মো জগন্নাশায় সম্পদ্যতে, অস্মাৎ পরদারসম্ভোগেষু প্রবৃত্তান্ মনুষ্যগণানুদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈর্নাসৌষ্ঠকর্ত্তনাদিভিরঙ্কয়িত্বা রাজা দেশান্নিঃসারয়েৎ। বল্লুকভট্টঃ।

* পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৄন্ মহীপতিঃ। উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈ-শ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥ মনুঃ ৮ মঃ অঃ ৩৫২ শ্লোঃ।

† আমি বড় ঘরের বা উচ্চ বংশের কন্যা ইত্যাদি দর্পে।

‡ "ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েৎ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ॥"
মনুঃ ৮ম অঃ ৩৭১। ৩৭২ শ্লোঃ।

¶ এইক্ষণকার রাজকীয় দণ্ডবিধি অনুসারে Adultery case এ পুরুষের

যে আর্য্যজাতি রমণীকুলকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করিয়া প্রীতি উপহারে পূজা করিয়া আসিয়াছেন; বৈধ ক্রিয়াতে ও স্ত্রীপশু পর্য্যন্ত যে জাতির অবধ্য *, আজি সে জাতির বিধিকর্ত্তা ব্যভিচার পাপের নিবারণার্থ অশঙ্কোচে কোমলাঙ্গী রমণীর প্রতি এরূপ ভয়ঙ্কর কঠিনতম ও রোমহর্ষণ ব্যবহারের বিধি কেন করিয়াছিলেন, এ প্রশ্নের সন্তোষ জনক মীমাংসা করা কঠিন নহে। জগতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মই এইযে, প্রকৃত অবস্থায় যাহা যতদূর উপকারী বিকৃত অবস্থায় তাহা ততোধিক অনিষ্টকর। যে দুগ্ধ মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় ও উপকারী, সেই দুগ্ধ বিকৃত ভাবাপন্ন হইলে উহা যাহার পর নাই স্বাস্থ্যের বিঘ্ন জনক। হৃদয়ের বন্ধু শত্রুভাবাপন্ন হইলে তাঁহা হইতে যত অনিষ্টের আশঙ্কা, চিরশত্রু ততদূর পরিশঙ্কনীয় নয়। এই জন্যই নীতিবেত্তাগণ বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"দুষ্টাভার্য্যা শঠোমিত্রো ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পেচ গৃহেবাসো মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ॥"

যে ভার্য্যার তুল্য সহায় নাই, যে ভার্য্যা পরমাগতি, যে ভার্য্যা এ জগতে ধর্ম্ম সাধনের অদ্বিতীয়সহযোগিনী, যদি

শাস্তি বার্য্যহঃ যেরূপ হউক, নারীর ঐ অপরাধের শাস্তি প্রকৃত পক্ষে অতি অল্পই হইয়া থাকে। ক্ষেত্রমণি উপেন্দ্রের মোকদ্দমা ও এইরূপ আরও বহুঘটনা তাহার প্রমাণ। বিদেশীয় দণ্ডবিধি এরূপ করিতে পারিলেও আর্য্য দণ্ডবিধি তাহা কখনও অনুমোদন করে না। আর্য্যসমাজ ব্যভিচার পাপ সহ্য করিতে পারে নাই।

* অবধ্যাশ্চস্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।

সেই ভার্য্যা পরানুগামিনী ও পরদত্তমনা হয়; যে মিত্রের হস্তে জীবন পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে, অকুণ্ঠিতচিত্তে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক হৃদয়ের সর্ব্বস্ব যাহার নিকট গচ্ছিত করিতে কোন বাধা নাই, যদি সেই মিত্র শঠ বা বিশ্বাসঘাতক হয়; যে ভৃত্য সমাজের নিয়মানুসারে নিয়ত প্রভুর আজ্ঞা বহন করিয়া চলিবে, প্রভুর আদেশ প্রতিপালন জন্য যে সতত উৎকর্ণ রহিবে, যদি সেই ভৃত্য প্রভু প্রত্যেক আদেশের প্রতিবাদ করে; বাহিরের সমস্ত শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদনার্থ যে আবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট, যদি তাহা বিষধর নিবাস হয়; তবে আর মানবের মৃত্যুর অপেক্ষা কি? সতী নারী জগতের ও সমাজের যেরূপ উপকারিণী, অসতী তেমনই সৃষ্টি বিঘাতিকা; সেই জন্যই বহুদর্শী আর্য্য ব্যবস্থাপকগণ সহজে উৎপৎস্যমান ব্যভিচার পাপের উৎপত্তি নিবারণোদ্দেশ্যে ও সমাজের শান্তি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত ব্যভিচার পাপের এরূপ কঠিনতম দণ্ড সমূহের অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

ব্যভিচার সম্বন্ধে আর্য্যগণ এত সতর্ক ছিলেন যে, তাঁহাদের সমাজে পরস্ত্রী-সম্ভোগের অভিলাষ মাত্রও দণ্ডনীয়। যে কোন পরপুরুষ, তীর্থে, অরণ্যে, উপবনে, নদ্যাদি পথে বা কোন নির্জ্জনস্থানে পরস্ত্রীর সহিত অপ্রয়োজনে আলাপ বা পরনারীসহ উপচারক্রিয়া *, কি পরিহাসালিঙ্গনাদি কি তাহার বসন ভূষণাদি স্পর্শ, কি তৎসহ একশয্যায়

---

* স্রক্‌গন্ধানুলেপনপ্রেষণাদ্যুপচারকরণম্। কুল্লূকভট্টঃ।

উপবেশন বা শয়ন করিতে তাহাকে সংগ্রহ * দোষে দোষী হইতে হইতে † সংগ্রহ দণ্ড সহস্র পণ।

হিন্দু সমাজে দায় সম্বন্ধে ও স্ত্রীর অধিকার বিশেষ সঙ্কুচিত। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে কতিপয় শ্রেণীর স্ত্রীধনভিন্ন অপরাপর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন মুক্ত অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। পতির ধনে পতির স্বত্বেই স্ত্রীর স্বত্ব, তদ্ভিন্ন স্ত্রীর পৃথক্ কোন স্বত্বাধিকার নাই। পতির ধনে পত্নী মিতব্যয়িনী ও সঞ্চয়বুদ্ধি হইয়া তদ্দ্বারা পতির সংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে এবং পতির অভাবে ভর্ত্তৃশয্যাপালনতৎপরা হইয়া (পুত্রাভাবে স্বয়ং) স্বামীর পারলৌকিক উপকার ও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহার্থ উহার কিয়দংশ ব্যয় করিতে পারিবে; তদ্ভিন্ন উহার যথেচ্ছা বিনিয়োগে তাহার নিরধিকার। অন্ধকবি মিল্টন কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছেন বিশাল নরকের রাজ্যে সয়তানের প্রযত্নে ধনের আবিষ্কার হইয়াছে‡। বাস্তবিক উহা যে প্রকৃতপক্ষেই

* সম্যক্ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে যেন পরস্ত্রীসম্ভোগাভিলাষ ইতি সংগ্রহণম্।

† পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেত্তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥
উপচারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাং।
সহখট্টাসনঞ্চৈব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতং॥

মনু ৮মঃ অঃ ৩৫৬, ৩৫৭ শ্লোঃ।

‡ "There stood a hill not far, * * *
* * * * *
* * Thither, winged with speed,
A numerous brigade hasten'd : as when bands
Of pioneers with spade and pick axe arm'd,
Forerun the royal camp, to trench a field,

মূল্যবান্ বিষ (*precious bane*) তাহার আর সন্দেহ কি ? ধনের এমনি প্রলোভন, অথচ জগতে উহার এত নিরবধি প্রয়োজন যে এরূপ ভয়ানক শত্রু অথচ অত্যজ্য চিরসঙ্গী হইতে আত্মার আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কর্ম্মময় জগতের অশেষ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাংসারিকের পক্ষে ধনের অত্যাবশ্যকতা আছে; কিন্তু কোনক্রমে উহার একান্ত অধীন হওয়া বা চিত্তকে উহার নিকটে সমর্পণ করা সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক বিনাশের হেতু। যখন যৌবনমদমত্ত বিবেকশূন্য যুবকপ্রভুই স্বাধীন ভাবে ধনাধিকারী হইয়া অচিরে কলুষগ্রস্থ ও সুতরাং শীঘ্রশীঘ্রই নিধনের লক্ষীভূত হইয়া পড়েন † তখন ওরূপ অবস্থায় সহজে দুর্ব্বল স্ত্রীজাতির ধন সম্বন্ধে স্বাধীন অধিকার প্রদত্ত হইলে উহা সমধিক অনিষ্টের কারণ হইত। তাহাতে সন্দেহ কি ?

Or cast a rampart. Mammon led them on ;
*   *   *   *   *   *
*   *   *   *   By him first
Men also, and by his suggestion taught,
Ransack'd the centre, and with impious hands
Rifl'd the bowels of their mother Earth
For treasures, better hid. Soon had his crew
Open'd into the hill a spacious wound,
And digg'd out ribs of gold. *Let none admire*
That riches grow in Hell ; that soil may best
Deserve the precious bane.

Miltons' Paradise Lost,
Book I.

† যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং ॥ হিতোপদেশঃ

যে সমস্ত নৈতিক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্যগণ এবম্বিধ স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রহিত করিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়। স্ত্রীজাতির প্রয়োজনীয় গার্হস্থ ধর্ম্মে যতদূর স্বাধীনতার আবশ্যক তাহা উপযুক্ত রূপেই প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর তাহাই সম্পূর্ণরূপে নারীকুলের অপ্রাপ্য। এই স্বাধীনতা অপ্রাপ্য হইয়াছিল বলিয়া আজিও অধিকাংশ হিন্দুর অন্তঃপুর পবিত্র রহিয়াছে। আজিও হিন্দুরমণীর স্বভাব-সুলভ মাধুর্য্য, হিন্দু রমণীহৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম, দয়া, ভক্তি, ঈশ্বরানুরক্তি, সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে অধিকাংশ পরিবার বঞ্চিত হয় নাই। পুরুষজাতি কর্তৃক রমণীগণের সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রথা না হইলে, এরূপ কোমল ও পবিত্র পদার্থের একটা দুর্ভেদ্য বহিরাবরণ না থাকিলে, রমণীগণ সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের স্বাধীন-ভাবে চলিতে পারিলে, আর্য্য সমাজের পারিবারিক সুখ যে কবে বিলুপ্ত হইত, হিন্দু সমাজের স্ত্রী জাতির (সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে পুরুষ জাতিরও) আধ্যাত্মিক বিনাশ যে কবে হইয়া যাইত তাহা বলিতে পারি না।

প্রাচীন মহর্ষিগণ দিব্য চক্ষে ভবিষ্যৎ দেখিতেন। তাঁহারা স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্য রহিত করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা ও পশ্চাদ্দর্শিতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা শতবর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় কবি মহাত্মা কাউপার স্বদেশের যে অভাবদর্শনে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন ভারতীয় কবিরও কি আজ সেইরূপ করিতে হইত না! কাউপার একদিন অতি আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন।—

"Here every drop of honey hides a sting;
Serpents wind themselves into our sweet flowers,
And e'en that joy, that haply some poor heart
Deserves from heaven, pure as the fountain is,
Is sull'd in the stream; *
* * * *
Domestic happiness, thou only bliss
Of Paradise that hast survived the fall!
Though few now taste thee unimpaird and pure,
Or, tasting, long enjoy thee, too infirms
Or too incautious to preserve thy sweets,
Unmixed with drops of bitter, which neglect
Or temper sheds into thy crystal cups."

Task Book III & V.

আমরা নির্ধন, পর্ণকুটীরবাসী, পরাধীন, পরজিতসর্ব্বস্ব। সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে আজি অশ্রুজল বিনা আমাদের আর কিছুই সম্বল নাই। সর্ব্বত্রই কেবল বিলাপ ধ্বনিই শ্রবণ করি। কিন্তু আজিও যে একটি অমৃতভাণ্ড আমাদের হস্তে করুণাময় বিধাতা রাখিয়া দিয়াছেন, উহার প্রসাদেই আমাদের অশেষ যাতনাপ্রাপ্ত চিত্ত শান্তিলাভ করিয়া থাকে। বাহিরের প্রখর তপনতাপ, শিশিরবৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতে পর্য্যায় ক্রমে যাতনা ভোগ করিয়া যখন ম্লানমুখে কুটিরে উপস্থিত হই, অমনই সমস্ত যন্ত্রণা—সমস্ত ক্ষোভ—সমস্ত দুঃখ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য দূরে পলায়ন করে। সমাজান্তরে পারিবারিক সুখ-সুধার প্রত্যেক বিন্দুতে মক্ষিকা দংশনের বা গৃহোদ্যানস্থ প্রত্যেক পুষ্পে ভুজঙ্গশাবকের লুক্কায়িতাবস্থান আশঙ্কিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আর্য্যগণের এই অমৃত

ভাণ্ডে—তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নন্দনাকনস্থ এই গৌরভময় কুসুম-স্তবকে, কীটদংশন বা বিষধরনিবাসের আশঙ্কা নাই! তাঁহাদের এই সুধা দেবপ্রসাদ ও এই পুষ্পরাজি দেবনির্ম্মাল্য। ইহাতে বিষধর-ভয় দূর থাকুক বরং বহু বিষধরের মারাত্মক বিষ এই সুধা ও পুষ্পনির্য্যাস সংযোগে অমৃতে পরিণত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কৃপাময় বিধাতঃ! মিনতি এই, হিন্দু সর্ব্বস্ব হারাইয়াও এখনও যে টুকু রাখিতে পারিয়াছে উহা হইতে যেন সে আর বঞ্চিত না হয়।

কিন্তু আমরা অতি হতভাগ্য! দিনে দিনে আমাদের যেরূপ সমুদয়ই দূরে পলায়ন করিতেছে তাহাতে এই অমূল্য পারিবারিক সুখও যে অধিক দিন আমাদের থাকিবে ভরসা কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার মুগ্ধকর আলোক আমাদের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে, হৃদয় বিমোহিত করিয়াছে, আমরা আর এখন আমাদের পুরাতন বিধিকর্ত্তাগণের গূঢ় চিন্তামন্দিরে প্রবেশের পথ পাইনা; পাইলেও তথাকার অনুশাসনলিপির মর্ম্মোদ্ধার জন্য চিত্ত স্থির করিতে পারি না। আজি ভ্রান্ত অনুকরণের ক্রীতদাস হইয়া আমরা পূর্ব্বতন আর্য্যবিধি সমূহের দোষ কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিনা আমরা কিরূপ কুকার্য্যেই ব্রতী।

মঙ্গলময় জগদীশ্বর হিতার্থই অনুচিকীর্ষা বৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন। উহার উপযুক্ত পরিচালনায় আমাদের উন্নতিই বিহিত হয়। কিন্তু, আমরা অযথা পরিচালনা বা বিপরীত পথে প্রেরণাদি দ্বারা অন্য অন্য আবশ্যকীয় মনোবৃত্তি সমূহকে যেরূপ "রিপু" সংজ্ঞায় অভিহিত করি,

অনুচিকীর্ষাকেও তদ্রূপ প্রকৃত অনুষ্ঠেয় বিষয় হইতে অন্তর করিয়া তদ্দ্বারা হিতের স্থলে অহিত লাভ করিতেছি। আমরা অনুকরণ করিতে জানিনা। যে অধ্যবসায়, একতা, জাতীয় ভাব ও সাহসিকতার মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভগবান্ আনিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই বৃটিশ জাতির কোনই গুণের অনুকরণ করিনা। অনুকরণ করিতে হইলে ইংরেজ জাতির যেরূপ একতা, ইংরেজের যেরূপ অধ্যবসায়, স্বজাতিপ্রেম—স্বদেশীয় ও স্বীয় সমাজের রীতি নীতি পদ্ধতির সম্বন্ধে ইংরেজের যেরূপ ঐকান্তিকী আশক্তি, আমাদের তাহাই অনুকরণীয়। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা তাঁহাদের বাহ্যিক দুই একটি আড়ম্বরের অনুকরণ করিতেছি মাত্র; এমনকি, হয়তো জল বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক অবস্থানাদির প্রকারভেদ নিবন্ধন তাঁহাদের পদ্ধতি বা রীতি নীতি আমাদের সম্বন্ধে অনুপযোগী হইলেও, ভ্রমে পতিত হইয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নই; বরং সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য অম্লানমুখে আমাদের চিরপ্রচলিত ও সর্ব্বথা উপযোগী স্বদেশীয় রীতি নীতির দোষোদ্ভাবন করিতে সাহসী হইয়াও সমাজ দ্রোহিতার কলঙ্ক রেখা সাদরের সহিত স্বীয় ললাটে স্থাপন করিয়া, প্রত্যুত তাহাতে গৌরব অনুভব করি। সাহেব হইতে পারি না পারি, অন্ততঃ দেশীয় ভাষা দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সাহেব সাজিয়া থাকি; এবং শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়ি। আমরা এতদূর ভ্রান্ত যে, যাহা তাঁহারা সময় সময় দূষিত বিবেচনায় ক্রমে সংশোধন বা পরিবর্জ্জন করিতেও উদ্যত হন, আমরা অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট

পদার্থের পরিত্যাগে তৎস্থলে তাহাও গ্রহণ করিতে ব্যগ্র। ইংরেজী ভাষাজ্ঞ অধিকাংশ যুবক রেণল্ডস্ সাহেবের "মিষ্ট্রীজ" পড়িয়াছেন। কিন্তু বলুন উহাতে ঐ সমাজের অভ্যন্তরভাগ এক কালে কতদূর গভীর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ঐসমস্ত গ্রন্থ কবিকল্পনা প্রসূত। কিন্তু কল্পনারও একটা ভিত্ত এবং সীমা আছে। অন্ততঃ ইহা অবশ্যই ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যে দেশীয় কবি স্বীয় সমাজ সম্বন্ধে অবাধে এইরূপ ভয়ঙ্কর কল্পনাময়ী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন, সে দেশীয় সমাজের প্রকৃত অবস্থা এককালে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল? আমরা নিতান্ত মুগ্ধ ও নির্ব্বোধ, নতুবা আমরা কেন স্বীয় মর্য্যাদা না বুঝিয়া পরের ভাবে ভাবুকতা দেখাই। কেনইবা আমরা উন্নতি-মৃগতৃষ্ণিকার কুহকে পড়ি।। আমাদের অমৃতগর্ভ নারীহৃদয় উপেক্ষা করতঃ উষরোপম উপলক্ষেত্র লাভে যত্নবান্ হই? সমাজের হিতৈষণা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির এই অস্বাতন্ত্র্য প্রথা রহিত করিয়া, রমণী গণকে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদানে পুরুষ বেশে সজ্জিত করিয়া, নারীর সুস্নিগ্ধ হৃদয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্ত অনুকরণের অনুরোধে উষ্ণপ্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া, কুসুমোপম হস্তে নর ঘাতক আগ্নেয়াস্ত্র স্থাপন করিয়া আমরা সমাজের কতদূর উপকার সাধন করিতে পারিব? নারী জাতির হিতৈষণা ধন্য বাদার্হ, নারীজাতির উন্নত অবস্থান সমাজের চিরপ্রার্থনীয়; কিন্তু নারীকে পুরুষবক্ষ হইতে পৃথক করিয়া, কোমলতম পদার্থকে স্বভাবদত্ত কঠিনতম আবরণ হইতে বিচ্যুত করিয়া, আমাদের অমূল্য রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত ভাবে অজ্ঞাত-

পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া, আমরা যে রমণী রত্নের কি সদ্ব্যবহার করিব বা উহার কতদূর মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারিব, নারীকুলের উহাতে যে কি ঔৎকর্ষ্য লাভ হইবে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন। হয় তো আমরা এইক্ষণ নূতন ভাবে সভ্য হইবার ভ্রমে পড়িয়া স্ত্রীজাতির বাহ্যিক অধীনতা দৃষ্টে হৃদয়ে ব্যথা পাই, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাহা ভাবিয়া দেখিনা? আমাদের একটু ধীর ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত আমাদের সভ্যতার ইতিহাস কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কাহাকেইবা প্রকৃত সভ্যতা কহে; এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ব্যপদেশে আমরা সমাজে যে যে পরিবর্ত্তনের আবির্ভাব করাইতে চাই তাহাই বা কতদূর প্রকৃতপক্ষে হিতকর ও যুক্তিসম্মত। স্ত্রীজাতি আমাদের সমাজে পূর্ব্ব হইতে কিরূপ আলোকে আলোকিত, হিন্দুর সমাজে স্ত্রীজাতির পূর্ব্ব হইতে কিরূপ গৌরব, অধিকার ও সম্মান, হিন্দুর শাস্ত্র কিরূপ যত্নের সহিত স্ত্রীজাতীর সেই গৌরব অধিকার ও সম্মান চিরকাল অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাও সবিশেষ আলোচ্য।

হিন্দুর সমাজে স্ত্রী, পুরুষের যাদৃশী অধীনা অন্য কোন সমাজে তাদৃশী না হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু সমাজ মহিলাগণকে যেরূপ পবিত্র চক্ষে দর্শন করিয়াছে, হিন্দু নারী যেরূপ পবিত্র পদার্থ, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য সমাজ সেরূপ পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আজিও সক্ষম হয় নাই। কোন্ সমাজে স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী রূপে

গৃহিতা ও পূজিতা? সাধারণ গৃহকর্ম্ম হইতে মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য কোন্ সমাজ আপন স্ত্রীর হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিতে সাহসী হইয়াছে? কৌশল্যা সম্বন্ধে দশরথ বলিয়াছিলেন—"সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজন কালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন" হিন্দু ভিন্ন কোন্ জাতীয় পুরুষের মুখ হইতে পত্নী সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চতম ভাবব্যঞ্জক বাক্যাবলী নিঃসৃত হইবে? হিন্দুকবির নায়ক ভিন্ন অন্যের মুখে কি এই কথা সম্ভবে? ইন্দুমতীর বিয়োগে মহাত্মা অজ বলিয়াছিলেন—"তিনি আমার গৃহের কর্ত্রী, তিনি আমার সচীব, তিনি আমার সখী, তিনি আমার ললিতকলাবিধির প্রিয়শিষ্যা; নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করায় বল, আমার আর অপহৃত হইবার কি অবশিষ্ট রহিল!" * কে বলিতে সাহসী হইবে হিন্দু সমাজে নারীজাতি দাসীবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে? কে বলিবে সংসারের সমস্ত বিষয় হইতে হিন্দু নারী বঞ্চিতা—জগতের আলোক হইতে দূরে রক্ষিতা? শক্তি থাকে সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া দেখ; রত্নাকরের সমস্ত রত্ন অন্বেষণ কর—মনুষ্য অল্পজীবী ও সীমাবদ্ধগতি; কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, নক্ষত্রমণ্ডলীর দৃষ্টি অবারিত, তাঁহারা সৃষ্টির প্রথম হইতে সমস্ত দেখিয়া আসিয়াছেন—শক্তি থাকে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—আর্য্য ললনার ন্যায় এরূপ অমূল্য ও অতুলনীয় রত্ন জগতে দ্বিতীয়

* গৃহিনী সচিবঃ সখিমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাংবদ কিং নমেহৃতং॥ রঘুবংশম্।

আছে কি ? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—আর্য্যমহিলার হৃদয়স্থ অবর্ণনীয় নিঃস্বার্থ প্রেম আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? আর্য্যজাতির সেই অটল দাম্পত্য প্রণয়—আর্য্যনারীর সেই প্রশান্ত অথচ গভীর হৃদয়, সেই অমূল্য সতীত্ব রত্ন—তাঁহাদের সেই মাধুর্য্যময় সলজ্জভাব—মহতী সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকী পতিভক্তি, স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, নিঃস্বার্থ সহিষ্ণুতা, অবিচলিত বিশ্বাস, অনুপম সরলতা, সার্ব্বভৌম উদারতা, জিজ্ঞাসা কর পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে পাইব কি ? ভারত প্রকৃতির সুখরাজ্য, ধর্ম্মের বিলাস ভবন; ভারতীয় আর্য্যগণ সেই জন্য প্রকৃতির অনুচর। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই জন্য ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মময়। ধর্ম্ম নিরপেক্ষ কোন কার্য্যই তাঁহাদের নাই; ধর্ম্মই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের মূল। পারলৌকিক সুখেই তাঁহাদের একমাত্র লালসা। আর্য্যাগণও তদনুরূপ সেই পারলৌকিক সুখ-প্রার্থিনী। তাঁহারা পারলৌকিক সুখ কামনায়—পরলোকে স্বীয় পতির সহবাস বাসনায়—পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জীবনোৎসর্গে সক্ষমা। পৃথিবীর অন্য কোন্ জাতীয় নারী এরূপ ধর্ম্মের জন্য—প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গে ক্ষমবতী ?

পৃথিবীতে যদি এই নারীচিত্র অতুলনীয় হইয়া থাকে তবে সহস্র সহস্র বিপ্লাবন স্বত্বেও কি উপায়ে এতদিন এই চিত্রের উজ্জ্বলতা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি ? কে অস্বীকার করিবে এই অস্বাতন্ত্র্য প্রথা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ নয় ? হিন্দু সমাজের প্রকৃত

কল্যাণ কামনা করিলে এই দেববিধি কি হিন্দুগণ উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সমাজের ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবেন না ?

রমণী রত্নের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় আর্য্য সমাজে আরও একটি সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। আর্য্য জাতির কোন কোন শাখায় ইহার অভাব দেখা যায় সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত বিশেষ বিশেষ কারণ জনিত *। লজ্জাশীলতা স্ত্রীজাতির প্রধান ও প্রাকৃতিক ভূষণ, এই লজ্জাশীলতা সযত্নে রক্ষিত না হইলে কামিনীকুলের কমনীয়তা ও মনোহারিত্ব রক্ষা পাইত না। নির্লজ্জতা সমাজে নিন্দনীয়; তাই লজ্জাশীলতা নিরাপদে রাখিবার জন্য, বাহিরের প্রলোভন ও নানারূপ কুসংসর্গ প্রভৃতি হইতে ললনাদিগকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র ন্যূনাধিকরূপে হিন্দু সমাজে অবরোধপ্রথা প্রচলিত।

কোন্ সময়ে যে এই প্রথা হিন্দুসমাজে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা এযাবৎ নিরূপিত হয় নাই। বিজ্ঞবর ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্যে হিন্দুসমাজের কাল চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উহার কোন্ ভাগে এই প্রথা হিন্দুসমাজ ভুক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু তিনি বলেন যে“—এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা ও অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়াছে বৈদিককালে সেরূপ থাকিত না। কিন্তু এইক্ষণে স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় রিফর্ম্মারেরা স্ত্রীদিগকে যেরূপ য়ুরোপীয় বিবিগণের স্বাধীনতা প্রদানে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেরূপ স্বাধীনতা ও পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষি-

* বোধিনী, আষাঢ় ১৮০৩ শক ৬০ পৃঃ

বৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয়নাই। যে সময় তাঁহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিতেন, কিন্তু একাকিনী বা অন্য কোন স্ত্রী বা পুরুষের সহিত কোন স্থানে যাইতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতেন কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসিতে পারিতেন না" *। পণ্ডিতপ্রবর বর্ত্তমান সময়ে কামিনীগণের শিক্ষাস্থলের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নয়।

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন ধারণ ও সাধারণতঃ মস্তক আচ্ছাদন করা প্রাচীন প্রথা†।

বৈদিককাল হিন্দুসমাজের শৈশবাবস্থা। সেইকালে সবে মাত্র জ্ঞানের বালসূর্য্য তিমিরাচ্ছন্ন ভারতাকাশে উদয়োন্মুখ হইয়া ভারতীয় সমস্ত দৃশ্য স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শিশুর জীবনে যেরূপ লজ্জার প্রভাব নাই, সমাজের শৈশব জীবনেও যদি সেরূপ লজ্জার ভাবোন্মেষ নাহওয়া স্বীকার করাযায়, তথাপি যখন সেই কালের অবসানে "আর্যকালের" আবির্ভাব হয়, বেদের সদাচার সমূহ অব্যাহতরূপে সমাজে প্রচলিত রাখিতে ও তৎ সমস্তে মানবের চিত্ত আকর্ষণ উদ্দেশ্যে যখন স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলন হয়, সমাজ অকলঙ্কিত অনুপদ্রুত ও শান্তিপূর্ণ রাখিবার জন্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর যখন দাম্পত্য প্রণয়

---

* ঐতিহাসিক রহস্য ৩য় ভাগ ৯৯—১০০ পৃঃ

† শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্যাশ্চিহ্নবঃ প্রচ্ছাদন ক্রিয়া (সার্গ্যসংহিতা)

নিত্যং স্নানব্রতাং বেণীমশ্চয়েৎ পুষ্পবাসসা (শুদ্ধিতত্ত্বঃ)

ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মহার্ঘত্ব আর্য্যগণ প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, যখন স্ত্রীজাতির স্বভাবজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ লজ্জা ও সতীত্বরত্ন যত্ন পুরঃসর রক্ষণীয় ও তাহা সমাজের অশেষবিধ সুখ ও শান্তিবিধায়ক ইহা তাহাঁদের হৃদয়ে প্রথমে ধারণা হয়, যখন শৈশবের সরলতা পূর্ণ ক্রীড়া কাল অতিক্রম করিয়া সমাজ যৌবনের বিষম সমস্যাপূর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, যখন ঋষিগণ জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারে বিষয়ের কুটিলতা প্রভৃতির প্রবেশাধিকার দেখিতে পাইলেন, ললনাকুলের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমাজে সেইকালে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। য়ুরোপীয় অন্ধ কবি মিল্‌টন্‌ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন পবিত্র ভূমিতে (Paradise) শয়তান প্রবেশের পর যখন আদিমানব ও মানবীর পতন হয়, লজ্জা তখনই আবির্ভূত হইয়াছিল। অমনি উঁহাদের আচ্ছাদনেরও আবশ্যকতা অনুভূত হইল। শিশুর মনে পাপ নাই, লজ্জা নাই, আশঙ্কা নাই, সুতরাং তাহার প্রতিবিধিৎসাও নাই। ক্ষেত্রে পশ্বাদি কর্তৃক শস্যের অপচয় সম্ভাবনা না থাকিলে তথায় বেষ্টনীর আবশ্যকতা কি? কিন্তু পশু সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কোনরূপ আশঙ্কার কারণ দেখিলে সৎ কৃষক কি ক্ষেত্র রক্ষায় উদাসীন থাকিতে পারে, না তাহাতে তাহার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা আছে?

রামায়ণাদি মহাকাব্যে ও অবরোধ প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজে এই অবরোধ প্রথা তৎকালে ঠিক বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রচলিত না থাকুক, উহা যে প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল তাহার আর সন্দেহ

নাই। পরিশেষে "পরাভূত" কালে তাৎকালিক দুর্দ্দান্ত যবন ভয়ে হয়ত ইহাকে কিঞ্চিৎ কঠোর করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির নির্য্যাতন মানসে, কি পুরুষের অধীনতাভার স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বহন করাইতে, অথবা তাহাদের প্রতি পুরুষজাতির অযথা আধিপত্য অক্ষুণ্ণভাবে বিস্তৃত রাখিবার সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে, নিরাপরাধা অবলাকে বাহিরের মুক্ত বায়ু ও মুক্ত আলোক হইতে বঞ্চিতা ও তাঁহাকে অসূর্য্যম্পশ্যা বা চিরপ্রাচীরা-বরুদ্ধা করা হইয়াছে, কিম্বা বিলাস বাসনায় শ্রুতিসুখদায়িণী বিহঙ্গিনীর ন্যায় তাঁহাদিগকে চিরপিঞ্জরাবদ্ধা করার অভি-প্রায়ে এই অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, একথা কেহ মনে করিবেন না।

নারীজাতির প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেহ কোন দিন করে নাই, করিতে কল্পনাও বোধ হয় কাহারও হয় নাই। কিন্তু ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় যে কেন "এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরাবদ্ধা ও অসূর্য্যম্পশ্যরূপা* হইয়াছে" একথা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ নাই। বিজ্ঞ মহাত্মা নব্য রিফর্ম্মারদের স্ত্রী স্বাধীনতা অনুমোদন করেন নাই অথচ অবরোধ প্রথা বহুকাল প্রচলিত একথাও প্রমাণ করিয়াছেন; এমত অবস্থায় তাঁহার তথাবিধ উক্তির বোধ হয় ইহাই উদ্দেশ্য যে, তাঁহারমতে অবরোধ প্রথা পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল এইক্ষণ তাহা হইতে উহা সমধিক কঠোর করা হইয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উহার কঠোর ভাবের কথঞ্চিৎ ন্যূনতা হওয়া আবশ্যক।

* ঐতিহাসিক রহস্য ৩য় ভাগ ১০০পৃঃ।

প্রকৃত পক্ষে অবরোধ প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর করা হইয়াছে কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে সময়ের পরিবর্ত্তনানুসারে বর্ত্তমান সমাজে পূর্ব্বকালীয় অনন্যসাধারণ বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়, সেই সেই কারণাধীনে স্থলবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষ সমীপে অবরোধ প্রথার কাঠিন্য অনুভূত হইলে হইতে পারে। পূর্ব্বে যুদ্ধস্থলে, স্বয়ম্বর সভায় ও যজ্ঞাদিতে নারীগণের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের ধার্ম্মিকা ও তত্ত্বজ্ঞানবতী নারীগণের প্রকাশ্য ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধীয় প্রমাণেরও অভাব নাই। ধর্ম্মপত্নী যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত না হইলে যজমানের যজ্ঞ অঙ্গহীন হইত। নাটক প্রভৃতি পাঠেও জানা যায়, পূর্ব্বে নারীগণ, পিতা বা স্বামীর সহিত যজ্ঞে, ভোজে, নাট্যশালায় ও উৎসবাদিতে গমন করিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে বসিয়া রণ শিক্ষা ও অভিনয়াদি দর্শন করিতেন; স্বামীসহ যুদ্ধশিবিরে বা ধর্ম্মানুষ্ঠান সঙ্কল্পে, যজ্ঞস্থলে, ঋষ্যাশ্রম প্রভৃতিতে গমন ও শ্মশানকর্ত্তব্যেও প্রয়োজনাধীন নারীর যোগদান করিতে হইত। গৃহীর অন্যতর প্রধান দৈনিক কর্ত্তব্য অতিথিসেবা গৃহিণীর তত্ত্বাবধানের অধীন। অনেক দেশে এখনও গৃহিণীগণ সমাগত অতিথি ও সাধুগণের সৎকার করিয়া থাকেন। বহু কুলে বিবাহ সময়ে পুরস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব সমক্ষে বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন ও বরকে বরণ করার প্রথা দৃষ্ট হয়। দেবারাধনা, কর্ম্মসঙ্কল্প, অভিষেক, সংস্কার ও তীর্থ স্নানাদিতে এখনও অনেক স্থলে স্বামী বা আত্মীয়জন সহ স্ত্রীলোকের প্রকাশ্যস্থলে একত্র উপস্থিতির আবশ্যকতা আছে। স্বামী সহকারে অথবা আত্মীয়গণপরিবৃতা হইয়া এখনও মহিলাদিগকে

বিস্তর তীর্থ পর্য্যটন করিতে দেখা যায়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতেও আত্মীয় কুটুম্ববর্গের আলয়ে মহিলাগণ এখনও সমবেত হইয়া নানারূপ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন। কেবল তাহাতে পুরুষগণের সহিত মিশ্রিত হওয়া তত সঙ্গত মনে করা হয় না। ক্রীড়া, অঙ্গরাগাদি দ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদন, সামাজিক উৎসবাদিতে যোগদান, হাস্য ও পরগৃহে গমন, কেবল প্রোষিতভর্ত্তৃকার সম্বন্ধেই নিষিদ্ধ।* স্বামী বিদেশে থাকা কালে তাঁহারা কেবল গৃহে বসিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। এখনও স্বামী বা গুরুজন বাটীতে উপস্থিত না থাকিলে পুরস্ত্রীগণ তাঁহাদের অনুমতি অভাবে অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করেন না, স্বামীর বা গুরুজনের আজ্ঞা পাইলে আত্মীয়গণের নিমন্ত্রণ রক্ষা তাঁহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়। কুল-স্ত্রীগণ কোন কালেই প্রাচীরবদ্ধা ও অস্পৃশ্যাস্পৃশ্যরূপা নহেন। তবে কথা এই যে ধর্ম্ম ও সৎকর্ম্মাদির অনুরোধ ব্যতীত তুচ্ছ আমোদপ্রমোদের জন্য, অথবা প্রকাশ্য রাজপথে বায়ুসেবনাদির উদ্দেশ্যে মুক্তবাতায়ন শকটারোহণার্থ আমাদের কুলকামিনী-গণ অন্তঃপুরের বাহির হন নাই; এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত স্থলে পুরুষের সহিত অজস্র ব্যাক্যালাপ, অথবা অপরিচিত ও নিঃসংস্রব বা নিঃসম্পর্কীয় লোকের সহিত যোগদান করিতেন না ও করেন না। আর্য্যসমাজ উহা চিরকাল নিন্দনীয় ও অনিষ্ট-জনক মনে করিয়াছে ও করিবে। আর্য্যগণ এ বিষয়ে এতদূর সতর্ক যে, তাঁহারা অন্য পুরুষ দূরে থাকুক পুত্র ভ্রাতা এমনকি

* ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পিতা পর্য্যন্তেরও মাতা ভগ্নি বা কন্যার সহিত আবশ্যকের অতিরিক্ত স্থলে একত্র উপবেশন অসঙ্গত মনে করিয়াছেন*।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মুসলমানগণের অন্তঃপুর প্রথার অনুকরণে হিন্দুর অন্তঃপুরে অবরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানের সময়ে এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা তর্ক স্থলে স্বীকার করিলেও উহা অনুচিকীর্ষা বৃত্তিপ্রণোদিত না বলিয়া বরং দেবপ্রতিমার পবিত্রতা রক্ষা ও আরব্ধ যজ্ঞ কার্য্যের বিঘ্ন-নাশার্থ রক্ষোঘ্নক্রিয়াবৎ স্ত্রীজাতির অমূল্য সতীত্বরত্ন দস্যুহস্ত হইতে রক্ষার উপযুক্ত সদুপায়ই বলিতে হইবে। যবনের অধিকার সময়েই যদি অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকে তথাপি যে কারণে সেই সময়ে ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল বর্ত্তমান সময়েও কি সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান্ নাই ?

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা বরং এইক্ষণে উহার প্রয়োজনীয়তা অধিক। যবনের রাজত্ব কালাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে বিজাতীয় ভাব সমধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে। যবনের অধিকার কালে বৈজাত্য ভাব শত্রুভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিত, আমরাও আমাদের জাতীয় ভাব ও জাতীয়গৌরব শত্রু হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধ-পরিকর থাকিতাম। রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় অসংখ্য বীরকুলের জীবনী তাহার প্রমাণ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কয়টি জীবনী জাতীয়গৌরব রক্ষায় প্রকৃত যত্নশীলতা প্রমাণ করিতেছে। পূর্ব্বে প্রবলবেগে বক্তৃতার স্রোতঃ

---

* মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ মনুঃ।

প্রবাহিত ছিল না। কিন্তু দেশে কার্য্য হইত। কোন কার্য্যই বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করিতনা। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে-পারে বক্তৃতা মাত্র দ্বারা কখনই ভারতের মূলতঃ কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেনা। মৌখিক জাতীয় ভাব ও কার্য্যতঃ বিজাতীয় ভ্রান্ত অনুকরণ এই দুই সারহীন পদার্থের বিরুদ্ধ-সংযোগ আমাদের কোনই উপকারে আসিবেনা। কবি-বীনা-নিন্দিত কোবিদ কণ্ঠ-বিনিস্থত বাক্যময়ী জ্বলন্ত ভাষা, যাবৎ প্রকৃত আত্মগৌরবময় জাতীয়ভাব সংযোগে পূর্ণ তেজস্ক বীর-ভাব ও অধ্যবসায়ের প্রসব না করিবে তাবৎ উহা বন্ধ্যাবৎ অনাদরণীয়া। সিংহচর্ম্মাবরণ মাত্রে সিংহত্ব লাভ হয় না; উহাতে পশুরাজের করিকুম্ভভেদি পবনবেগাতিরিক্ত গিরি-শৃঙ্গবিকম্পনকারি বলের আবশ্যক। শিখিপুচ্ছ সংযোগে বায়স পক্ষিরাজ হয়না; কাঞ্চন মণ্ডিত পালকরাশি, মাণিক্য বদ্ধ চরণযুগল বা মুক্তা-বিজড়িত পক্ষদ্বয় সমন্বিত হইলেও উহা রাজ-হংসে পরিগণিত হইবেনা। নিজস্বের অভাব বা উপেক্ষা স্বত্বে ভিক্ষালব্ধ অন্নে পুষ্টিসাধনে প্রয়াস করা বিড়ম্বনা মাত্র। মহত্ব লাভ করিতে না পাইলে কেবল মহতের বেষভূষাদির অনুকরণ কিছুই কার্য্যকর নয় বরং উহা সম্পূর্ণই ব্যর্থ ও হাস্যজনক। কিন্তু তাহা বিবেচনা নাকরিয়া নানা কারণেই আজি আমরা ব্যাধবেনুমুগ্ধমৃগবৎ বিপন্ন। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান সময় সমধিক সঙ্কটাপন্নই বলিতে হইবে।

যবনের বিজাতীয় ভাব হিন্দুর দেবপ্রতিমা ও দেবমন্দির শত্রুবেশে ভগ্ন করিত, আমরা শত্রু হস্ত হইতে তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণে সমধিক যত্ন করিতাম। বর্ত্তমান বিজাতীয় ভাব

আমাদিগকে মিত্রের ছদ্মবেশে আলিঙ্গন করিতেছে, সুতরাং আমরা সেই মিত্রোপদেশে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার উপকরণে গর্গরী (গাড়ু) প্রস্তুতে অভিলাষী। আমাদের পবিত্র যজ্ঞসূত্র গ্রন্থিসূত্রে পরিণত হইতেছে। পূর্ব্বের বিজাতীয়ভাব হিন্দুকে বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত পণ করিয়াও অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইত না; এইক্ষণের বিজাতীয়ভাব পরোক্ষভাবে অতি সহজে সহস্র সহস্র শিষ্য লাভ করিতেছে। যবনের বিজাতীয়ভাব আপনার শোণিত ব্যয় করিয়াও অধিকাংশ স্থলে যাহা লাভ করিতে পারিত না, বর্ত্তমান সময়ের কৌশলময় বিজাতীয়ভাব আমাদের অর্থে আমাদের শোণিতে সহজে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইতেছে। পূর্ব্বের বিজাতীয়ভাব সম্বন্ধে আমাদের ভয় ছিল, আশঙ্কা ছিল, সুতরাং আমরা উহা হইতে সাধ্যমত দূরে থাকিতেও যত্ন করিতাম। বর্ত্তমানে উহা এমনি আপাতমনোরম অথচ পরিণামমারাত্মক বিচিত্র আলোক প্রকাশ করিতেছে যে, উহাতে আমাদের অজ্ঞাতমাহাত্ম্য ভবিষ্যৎ-আশা যুবকবৃন্দ বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ বিবিক্ষু মিত্রবেশধারী ভয়ানক শত্রু মুখে মধুর সম্ভাষণ করিয়া হিন্দুযুবকের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে এবং হিতৈষণাচ্ছলে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া "বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভপয়োমুখং" এই নীতির উল্লঙ্ঘনজনিত মহান্ অনিষ্টপাত প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে। শঠমিত্র প্রকাশ্যশত্রু অপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক, সেই জন্যই অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতেছি বর্ত্তমান সময় হিন্দু সমাজের পক্ষে সমধিক প্রতিকূল।

যদি কোন কালে সময়ের প্রতিকূলতা দেখিয়া তাহা হইতে স্বীয় পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ যত্নের সহিত কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিকূল বর্ত্তমান সময়েও তাহার অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অপিচ এই অবরোধ প্রথা মুসলমানের অনুকৃত বলিয়াই যদি নির্দ্ধারণ করিতে হয়, ও তজ্জন্য ইহা ঘৃণ্য হওয়া বিধেয় হয়, তবে য়ুরোপীয়ের অনুকৃত বলিয়া আমাদের সমাজে স্ত্রীগণের যথেচ্ছা ভ্রমণ ও অবশ্য ঘৃণনীয় না হইবে কেন ? স্ত্রীগণের গৃহে অবস্থান আমাদের শাস্ত্র সঙ্গত, বহির্ভ্রমণ শাস্ত্রবিগর্হিত *। গৃহে অবস্থানরূপ শাস্ত্রীয় প্রথা বিজাতীয়ের অনুকরণে অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে ব্যবহৃত বলিয়াই যদি ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়, তবে যাহা শাস্ত্রবিগর্হিত অথচ বিজাতীয় ভাব প্রণোদিত, তাহাকে আরও অধিকতররূপে হেয় জ্ঞান করা উচিত। পাশ্চাত্য মহিলাগণের নিরর্থক লজ্জার ন্যায় হিন্দুললনাগণের লজ্জা ও তাঁহাদের সমাজানুমোদিত পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সহ মুক্তকণ্ঠে আলাপ ও হস্তমর্দ্দনাদি হিন্দুর সমাজে কখনও শোভা পায়নাই ও পাইবে না। প্রাণান্তেও হিন্দু মহিলা উৎসবগৃহে পরপুরুষের সহিত আলাপ ও নৃত্যাদি প্রদর্শন, অথবা উপবনাদিতে অপরপুরুষগণের সহিত একত্র আহার, বিহার, আমোদ, আহ্লাদ,

* কুলটা শব্দে বর্ত্তমান অভিধানে ব্যভিচারিণী (অসতী) কে বুঝায়। কিন্তু শব্দ (ব্যুৎপত্তি) গত অর্থে—"কুলং জনপদং (মেদিনী) দেশং অটতি (অটগত্যাং ইতি দুর্গাদাসঃ) ভ্রমতি (অটা পর্য্যটনং ভ্রমণং ইতি রত্ন কোষঃ) স্ত্রী ইতি কুলটা।" যে স্ত্রী দেশে দেশে (অটাট্যা) পুনঃ পুনঃ বা অতি ভ্রমণ করে কুলটা শব্দে তাহাকে বুঝাইতে পারে।

হাস্য, পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইবেনা। প্রাণান্তেও হিন্দু জাতি তাহা সহ্য করিবে না।

পশ্চাদ্দর্শী ঋষিগণ স্বীয় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিবলে নারীগণের যথেচ্ছা ভ্রমণ নিষেধ করিয়া আমাদের সমাজের যে কি মহান্ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পতি-সঙ্গ ভিন্ন নারীর ইতস্ততঃ ভ্রমণ সতীত্বের হানিজনক; ইহা বুঝিয়াই মনু বলিয়া গিয়াছিলেন:—

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচবিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষনানিষট্" ॥

৯মঃ অঃ ১৩ শ্লোকঃ।

আর্য্যসমাজে নারীগণ কিরূপ ভাবে গৃহীতা ও ব্যবহৃতা হইয়া আসিতেছিলেন তাহা বলিতে গিয়া প্রসঙ্গাধীন অবান্তর বহু বাক্যবিন্যাশ করিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। আর্য্যনারী স্বামীর সহিত কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন—

কুলটার পর্য্যায় শব্দ-(১) ধৃষ্টা,-(২) স্বৈরিণী (শব্দ রত্নাবলী)। এইক্ষণ দেখা যাউক অভিধান ঐ শব্দ দ্বয়ের অর্থ কি বলেন। (১)—ধৃষ্টঃ প্রগল্ভঃ (ইতি মুগ্ধবোধঃ) নির্ল্লজ্জঃ (ইত্যমরঃ) স্ত্রী নির্ল্লজ্জা = লজ্জাহীনা। (২)—স্বৈরিণী —স্বৈরী = স্বতন্ত্রঃ (ইত্যমরঃ) স্ত্রী = স্বৈরিণী—স্বতন্ত্রা = ব্যভিচারিণী (ইত্যমরঃ)। এই সমস্ত শব্দ মন্থন করিয়া একটি অকাট্য সত্য ইহাই লাভ হইতেছে যে,—ভ্রমণ কারিণী স্ত্রী (কুলটা) ক্রমে প্রগল্ভা (ধৃষ্টা) এবং স্বতন্ত্রা (স্বৈরিণী) হইয়া লজ্জাহীনা ও ব্যভিচারিণী পদবাচ্য (অসতী) হইয়াছে। সুতরাং নিরাশ্রয়া স্বতন্ত্র বিহারিণীনারী সহজেই পতিতা হইবার সম্ভাবনা এই জন্যই নীতিবেত্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন—

নদীতীরে চ যোবৃক্ষো যা চ নারী নিরাশ্রয়া
মন্ত্রীহীনশ্চ যো রাজা অল্প কালে বিনশ্যতি ॥

পতিবর্জ্জিতা হওয়ায় পত্নীর কিরূপ প্রশংসা, পতির ভালবাসাকে আর্য্যমহিলাগণ কিরূপ সৌভাগ্য মনে করিতেন, সতীত্ব রক্ষার জন্য হিন্দু সমাজের কিরূপ যত্ন, নারীকে সমাজে আর্য্য পুরুষ কিরূপ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন, আর্য্য সমাজে কুলকামিনীগণের কিরূপ গৌরব ছিল, এতক্ষণ তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে আপনাদিগকে বিস্তর বিরক্ত করিলাম। এইক্ষণ, স্বামীর বিয়োগে—সংসারার্ণবের সেই একমাত্র কাণ্ডারীর অভাবে আর্য্যনারীগণ তাঁহাদের দেহতরীর কিরূপ ব্যবহার করিতেন ও করেন, কাল-মেঘ জীবনের ধ্রুব তারাকে আচ্ছন্ন করিলে তাঁহারা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুস্তর সংসার সাগর পার হইতেন ও হইয়া থাকেন তৎ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। এ ক্ষুদ্রবুদ্ধি অল্পদর্শির ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

হিন্দুগণ কোনকালেই বিবাহ বন্ধনকে কোনরূপ বৈধচুক্তি মাত্র বিবেচনা করেন নাই; উহা পরকালেও দম্পতির নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করে আধ্যাত্মিকভাবপ্রধান হিন্দুজাতির ইহা চিরন্তন বিশ্বাস। হিন্দুসমাজে বিবাহবন্ধন অতিশয় পবিত্র এবং সাধ্বীস্ত্রীর অতীব সম্মান*। তাঁহাদের বিশ্বাস সাধ্বীস্ত্রীর প্রসাদে ত্রিজগৎ রক্ষিত হয় তন্নিমিত্ত সাধ্বী নারী সতত দেববৎ পূজনীয়া। তাঁহাদের বিশ্বাস—যে গৃহে পতিব্রতা নারীর অবস্থান তাহা

---

* তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রীয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেবরজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতেচ জগত্রয়ং॥—মৎস্য পুরাণং।
আর্ত্তার্ত্তে মুদিতহৃষ্টে প্রোষিতে মলিনাকৃশা।
মৃতেম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ হারীতঃ।

ধন্য, পতিব্রতার মাতা ধন্যা, পিতা ধন্য, পতি ধন্য; পতিব্রতা নারীর পুণ্য ফলে পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল স্বর্গভোগে অধিকারী *। বাস্তবিক যে স্ত্রী একমাত্র পতির নিমিত্ত আত্মোৎসর্গে ক্ষমবতী তিনি পার্থিবদেবী সন্দেহ নাই।

আত্মোৎসর্গের জীবন্তদৃশ্য যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, হিন্দুসমাজের ব্রতাবলম্বিনী বিধবার জীবনী স্মরণ করুন। হিন্দুনারী কখনও আপনার জন্য ভাবে নাই। হিন্দুনারীর প্রেম ও বিশ্বাস পার্থিব নয়—স্বর্গীয়। ঐ মহান্ প্রেম ও বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ ইহলোক অতিক্রম করিয়া পরলোকেও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পতি নারীর সেই দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রেম ও বিশ্বাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পতি-দেবতার পৃথিবীতে অবস্থান কালে নারীর সেই দেবসেবাই জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং সেই দেবতার তিরোভাব হইলে বিধবার সংসারে আর কার্য্য কি? ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা বিধবার সংসারের সহিত কোনই সংস্রব নাই; ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা বিধবার হৃদয় পতির সহিত স্বর্গ প্রবেশ করে। পতির সহিত বিধবার ঐহিক সুখভোগ, বেশবিন্যাস, আমোদ আহ্লাদ, হাস্য পরিহাস ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদিব আশ্রয় করে।

পতি বিহনে নারীর বাহ্য জগৎ শূন্যময়, সমাজ জনহীন। বাহ্য জগতের সহিত, সমাজের সহিত, বিধবার

* ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্যঃ সচপতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা॥
পিতৃবংশ্যাঃ মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥

নিজের কোন সংস্রব নাই। পতি-রূপ চিন্তা ভিন্ন জগতে বিধবার নিজের কোন কার্য্য নাই। পতিলোক প্রাপ্তি ভিন্ন বিধবার কোন কামনা নাই। বিধবা নিষ্কামব্রতাবলম্বিনী; বিধবা যোগিনী, বিধবা একাহারা, ফল-মূল-পত্র-ভোজিনী, তৃণশয্যাশায়িনী *। নারী-হৃদয়ের উচ্চ সম্মান রক্ষার্থ বিধিকর্ত্তাগণও তাহাই বিধি করিয়াছেন—

"—মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

মনুঃ।

* * * * * *

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু॥
আসীদামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তং ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্। মিতাক্ষরা

* * * * * *

শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।
অন্বারূঢ়া জীবতীবা সাধ্বী ভর্ত্তৃহিতায় সা॥

---

* একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয় কথঞ্চন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥
গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥
বিধবা কবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় কেবলং।
শিরসো মুণ্ডনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥
তাম্বুলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রেচ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারীচ বিধবাচ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ইতি শুদ্ধি তত্ত্বধৃতস্মৃতিঃ॥

ব্রতোপবাসনিরতা ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। (১)
দম (২) দানরতা নিত্যমপুত্ত্রাপি দিবং ব্রজেৎ ॥
বৃহস্পতিঃ

* * * * * *

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যেব্যবস্থিতা।
স্নাত্বা প্রতিদিনং দদ্যাৎ স্বভর্ত্রে সতিলাঞ্জলীন্ ॥
কুর্য্যাচ্চানুদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং।
বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যমুপোষিতা ॥"—ব্যাসঃ

এই সমস্ত বিধিবসাৎ আর্য্যগণ স্বীয় গৃহে বসিয়াই নিষ্ঠা একাগ্রতা নিঃস্বার্থতা ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। প্রলোভনের সহস্র সহস্র উপাদান চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকা স্বত্বেও নিঃসহায়া পতি-বিয়োগ-বিধুরা আর্য্যাগণের এবম্বিধ পত্যনুগতি, এবম্বিধ নির্লোভ ও নিস্কাম ভাবদর্শনে কাহার না মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে? হিন্দু সমাজে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাবৎ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধীয় এই বিধি সমূহের সম্মান হিন্দু রমণীগণ রক্ষা করিবেন তাবৎ হিন্দুর বিনাশ নাই। তাবৎ হিন্দুজাতির উপদেষ্টার অভাব

(১) ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং তাম্বুলাদিবর্জ্জনঞ্চ।
তথা মধুমাংসগন্ধমাল্য অভ্যঙ্গাঞ্জনকামক্রোধ—
লোভনর্ত্তনগীতবাদ্যদ্যূতজনবাদপরিবাদানৃতবাদ
সর্ব্বরসহিংসাদীনি পরিবর্জনম্ ॥

(২) দমঃ = তপঃ—ক্লেশসহিষ্ণুতা বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
কুৎসিত্বাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণং।
সংকীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ইতি পাদ্মে

নাই; তাবৎ হিন্দু পরিবারে অপবিত্রতার অশঙ্কা নাই। কিন্তু—"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে পুনঃ—" কালের কুটিল গতানুসারে কত শত শত উৎপত্তি বিলয় প্রতিমুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আজি যে বিধবা নিত্য নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণা, যে বিধবা সর্ব্বস্বত্যাগিনী, যে আজি পরিবার মধ্যে অবস্থান সত্ত্বেও জগতের কোন সুখের সহিত সংশ্রব রাখিবে না অথচ জগতে আত্মোৎসর্গের মহান্ উপদেশ নিয়ত প্রচার করিবে, কামনারহিতা ও দেববৎপূজনীয়া সেই সাধ্বী বিধবার পরিবার মধ্যে আজি নানা আবল্য পরিদৃশ্যমান্। জগতে মহান্ আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ, স্বার্থত্যাগের অতুলনীয় ও মহার্ঘ উপদেশ সমাজে প্রচার করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য কোথায় বিধবার সাংসারিক কার্য্য হইতে নির্লিপ্তা হইতে হইবে, আর কোথায় আজি তাঁহার শিরে হয়ত সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের ভার! হয়তো নিরুপায়া বিধবার প্রতি গৃহকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া যুবচিত্তবিনোদিনী নব্যাগৃহিণী নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে পুস্তকহস্তে পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশায়িনী। অসংখ্য গৃহকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়া বিধবা আজি হয়তো ধর্ম্মচিন্তায়, স্বীয় চিত্ত নিবিষ্ট করিতে সময় পায় না। প্রলোভনের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত সহায় সংগ্রহের প্রয়োজন, হয়তো সময় ও সুযোগ অভাবে তাহা উপযুক্ত রূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কাজে কাজেই প্রলোভনের কঠিন আক্রমণে কখন কখন তাঁহারা

হৃদয়স্থ দেবভাব রাশির তিরোভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

স্বামীসর্ব্বস্ব হিন্দু নারীর স্বামির জীবিত কালে তাঁহার চরণার্চ্চনাই, জীবনের লক্ষ্য। সেই স্বামী-চরণ পার্থিব চক্ষুর অগোচর হইলে মনশ্চক্ষে আপনার হৃদয় মন্দিরে সতত তাহাঁর সন্দর্শন লাভার্থ বিধবার নিতান্তই চিত্তের একাগ্রতার প্রয়োজন। বৈষয়িক সহস্র প্রলোভন সহস্র বিলাসোপকরণ সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ, এদিকে নারী নিঃসহায়া, এরূপ স্থলে সহসা সেই অবলার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া বিচিত্র কি? এই অনিষ্টপাতের একমাত্র প্রতিবিধান—ঐ বিধবার চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষার্থ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, এবং নিস্পৃহ নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বৈর ধর্ম্মভাব। নারীহৃদয়ের উচ্চতা ও পবিত্রতা রক্ষার্থ, জগতে সহিষ্ণুতা ও আত্মোৎসর্গের মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া জগজ্জন সমীপে মহান্ উপদেশ রাশির প্রচার করিবার নিমিত্তই, বিধবার ঐ ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই, প্রতিকূল সময়ে নানা কারণে ঐ ব্রহ্মচর্য্য বিধি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। যে বিধবার অনুদিন স্বামীচিন্তা ও ঈশ্বরারাধনাই কার্য্য, আজি অনেক স্থলে দেখিবে, গৃহকর্ম্ম তাহার আপাদধর্ম্ম; মৎস্য মাংসাদি যে বিধবার নিষিদ্ধ, হয়তো আজি নবীনা গৃহিনীর সুবিধা বিধানার্থ বিধবারই শিরে সেই মৎস্য মাংসাদির সাধন ভার। পর্য্যঙ্কশয়ন যাহার নিষেধ, হয়তো আজি তাহার আশ্রয়দাত্রীর সুখশয্যা রচনা করিতে হইবে। গন্ধমাল্য তাম্বুলাদি যাহার পরিবর্জ্জনীয়, হয়ত পরের সুখের জন্য,—

পরের বিলাসলীলা সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইয়া আজি তাহার সেই সমস্তের সজ্জা করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে, বহুস্থলে যে সমস্ত বিলাসোপকরণ হইতে বিধবা আপনাকে দূরে রাখিবে নানা কারণে সে সমস্তের সহিতই আজি তাহার ঘনিষ্ঠতা করিতে হইতেছে! এরূপ অবস্থায় যদি কখন কোন বিধবা প্রলোভনে আকৃষ্টা ও নিরয়গামিনী হয় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বাস্তবিক বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যে উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে সেই সমস্ত উদ্দেশ্য অবিকল রক্ষিত নাহইলে কেবল উপবাসাদি দ্বারা বিধির সম্মান রক্ষা হইতে পারে না। এখন আমাদের প্রতিকূল সময় তাই আমরা অনেক সময় আমাদের বিধি ও তাহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন হই, সুতরাং আমাদের সমাজে নানারূপ দুরবস্থা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। সত্য বটে, এক্ষণেও হিন্দু সমাজ বহু সাধ্বী বিধবার পদরেণুস্পর্শে স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্বিধ মাতৃগণের সংখ্যা ক্রমে ক্ষয়গ্রস্ত! সময় থাকিতেই এবিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বকালে কোন কোন আর্য্যমহিলা পতিবিয়োগে আর একটি মহান্ অনুষ্ঠান করিতেন। সে কথা উপস্থিত করিলে এখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়। এক দিন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মনের সহিত যে দেহ পতির চরণে সমর্পিত হইয়াছে, যাহা সতত ছায়াবৎ পতিদেহের অনুগামী, পতির লোকান্তর গমনে উহাও সেই পতির পদানুবর্ত্তন কেন না করিবে? একাকিনী যাঁহার পক্ষে জগতের যাতনা অসহ্য, বোধ

হইত, সে সতী সমস্ত যাতনা ভুলিবার জন্য—অচিরে পতির দিব্যদর্শন লাভ করিয়া পতিসহ মহাসুখে অক্ষয়-স্বর্গবাসার্থ—চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া—সতীত্বের, পবিত্রতার ও প্রণয়ের উজ্জ্বল কেতু আকাশ পথে বিস্তৃত করিতেন। মহত্ত্বের—অনুরাগের—সহিষ্ণুতার জয় জয় নিনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত; নিরন্তর বহমান ঝঞ্ঝাবাত ও প্রচণ্ড ঊর্ম্মিলার ইতস্ততঃ বিক্ষোভনে অশেষ যাতনা ভোগ অপেক্ষা কাণ্ডারী বিহীন দেহতরী তিনি জন্মের মত ডুবাইয়া দিতেন। আর্য্যগণ, প্রণয়ের জন্য—ধর্ম্মের জন্য আর্য্যনারীর এবম্বিধ আত্মোৎসর্গ নয়ন গোচর করিয়া অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেন।

যখন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন পতিদেহ আলিঙ্গন করিয়া ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, সম্মুখে বিধবা রমণী স্থির চিত্তে দণ্ডায়মানা; স্নেহ মমতা প্রভৃতির বন্ধন সমূহ ছিন্ন করিয়া—জগতের অন্য সমস্ত বিষয় একবারে বিস্মৃত হইয়া পতিপ্রাণা, যখন * তিল জল কুশ হস্তে ভৈরব রবে—'হে অষ্টলোকপাল, হে আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল হে হৃদয়স্থিত

* অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী অরুন্ধতিসমাচারত্ব পূর্ব্বক স্বর্গলোকমহীয়মানত্ব মানবাধিকরণকলোমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাস ভর্ত্তৃসহিত-মোদমানত্বমাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পূতত্বচতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালাধিকরণকাপ্সরো-গণস্তূয়মানত্বপতিসহিতক্রীড়ামানত্ব ব্রহ্মঘ্নকৃতঘ্নমিত্রঘ্নপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বল-চ্চিতারোহণমহং করিষ্যে। অষ্টৌলোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশভূমি-জলহৃদয়াবস্থিতান্তর্য্যামীপুরুষদিবসরাত্রিসন্ধ্যা ধর্ম্মা যূয়ং সাক্ষিণো ভবত। জ্বলচ্চিতা রোহণেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমনমহং করিষ্যে।

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতসহমরণসঙ্কল্পমন্ত্রঃ ॥

অন্তর্যামি পুরুষ, হে দিবস, হে রাত্রি হে সন্ধ্যে, হে ধর্ম্ম, তোমরা সাক্ষী হও আমি আমার পতির জ্বলচ্চিতারোহণ করিয়া ভর্ত্তৃশরীরের অনুগমন করিতেছি"—স্থির বদনে ইহা কহিতে কহিতে অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্ভয়ে চিতানল প্রদক্ষিণ করতঃ তাহাতে দেহ বিসর্জ্জন করিতেন;—তখন সেই বিশাল ও অপার্থিব দৃশ্য দর্শনে কাহার মন না একবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িত? ভক্তি, ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ দর্শক বৃন্দের মনে সমুদিত হইতনা কি? যিনি এই দৃশ্য একবার দেখিয়াছেন জন্মে কি তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন? ইহার কল্পনাতেও মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয় না কি?

সহমরণ বা অনুমরণ প্রথা যে কতদিন হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন বৈদিক সময়ে সহমরণ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু শুদ্ধিতত্ত্বধৃত চিতারোহণ বিষয়ক বৈদিক মন্ত্র * দৃষ্টে এ বিষয় মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে এই প্রথা এইক্ষণ আইনের শাসনে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে এই বিশাল ভারতের দুই এক স্থলে কচিৎ ঐ মহান্ অনুষ্ঠানের প্রকারান্তরে সংসাধিত হওয়ার সমাচার অবগত হইয়া আধুনিক সমাজ বিস্মিত হইয়া থাকেন। আমরা এইক্ষণ ইহাকে নিতান্তই নিষ্ঠুরতা বা অমানুষিক বিবেচনা করিয়া থাকি।

* "ওম্ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রঞ্জনেন সর্পিষা—সংবিশন্তু অনশ্বরো হনমীরা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।" ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রঃ।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা নিষ্ঠুরতা না হইলেও অমানুষিকতা তাহার সন্দেহ নাই। কারণ যে সাধ্বী নারী অনুমৃতা হইতেছেন তিনি দেবী। তাঁহার শক্তি প্রাকৃত মনুষ্যের ক্ষমতার বা আয়ত্বের অতীত। দেবতার কার্য্য অবশ্যই অমানুষিক। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে কেহ অসভ্যোচিত বলিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ধারণ করিতে পারে না, ভবিষ্যতেও হয় ত আর পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে কেহ ঘৃণার চক্ষে দেখিওনা। বরং ভীতির চক্ষে—বিস্ময় ও বিহ্বলতার চক্ষে দেখিতে চাও দেখিও। সে দিন নাই—সে সময় নাই, সে সমাজ ও নাই—যে সমাজ একদিন ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিল। সেই আর্য্যগণও নাই, যাঁহারা দেবীতুল্যা নারীগণের হৃদয়ের এবম্বিধ মহান্ তেজ দেখিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, এবং ভাবিয়াছিলেন স্বামী নিতান্ত পামর হইলেও সাধ্বী পত্নীর অনুগমনমাহাত্ম্যে নিশ্চয়ই তাহার পাপমুক্তি বিহিত হইবে। এবং সেই সাধ্বী সহযোগে পতি নরক যাতনা হইতে ত্রাণ পাইয়া বহুশতকাল পর্য্যন্ত স্বর্গসুখে অধিকারী থাকিবে *।

* মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
তিস্রঃ কোট্যার্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং সানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যদা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহমোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্রকন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।

আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের শ্মশানক্ষেত্রের পিশাচ, আমরা ইহার মর্ম্ম কি বুঝিব ? না বুঝিতে পারিয়াই তো একে আর ঘটাইয়াছি, স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তার ক্রীতদাস হইয়া নারী কুলে উৎপীড়নার আবির্ভাব করাইয়াছি।

সমাজের অধিষ্ঠাত্রী রমণীগণের প্রতি দুরাত্মাগণের দৌরাত্ম্য দর্শনে কাহার না হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায় ? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বথা পালনীয় ; সহমরণ বা অনুমরণ অবস্থা ভেদে অনুষ্ঠিত হইতে পারিত এবং ইচ্ছাধীন ছিল *। বিশেষ বালাপত্যা, গর্ব্ভিণী, অদৃষ্টঋতু ও রজস্বলার সহমরণানুমরণে একবারেই অধিকার ছিল না †। অপিচ চিতারোহণ বিষয়ে যাহার চিত্ত এতদূর প্রস্তুত রহিয়াছে যে অনলের তীক্ষ্ণতেজ ও তাহার নিকট কোনরূপ যন্ত্রণা দায়ক বোধ হয় না, সে ভিন্ন কোন নারী ওরূপ

* তত্র সা ভর্তৃপরমা পরা পরমকামসা।
ক্রীড়তে পতিনা সর্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশাঃ॥
ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥
ইতি শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বচনম্।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। ইতি বিষ্ণুঃ। ২৫অঃ ১৪ শ্লোঃ

† বালাপত্যাশ্চগর্ভিণ্যোহদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥ (কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ং)।
বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা নগচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকাচ রক্ষেদ্গর্ভঞ্চ গর্ভিণী॥
ইতি বৃহস্পতি ব্যাসৌ।

চিতারোহণে অধিকারিণী ছিলেন না *। বস্তুত যে নারী পতি বিহনে সংসারের কষ্ট সহ্য করিতে অনিচ্ছু হইয়া জগৎ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইতেন ও শিশুপালন গর্ব্ভরক্ষাদির দায়িত্ব যে বিধবার না থাকিত, অথচ এইরূপ অনুগমনে সম্পূর্ণ সক্ষমা বিবেচিতা হইতেন, তিনিই কেবল সহমরণে অধিকারিণী ছিলেন। অন্যত্র এই ব্যবস্থা হইত না।

কিন্তু হায়! যে সহমরণ আর্য্যমহিলাগণ এবম্বিধরূপে স্বীয় পবিত্রতা রক্ষাদির উদ্দেশ্যে স্থলভেদে অবলম্বন করিতেন, কালে তাহা বিকৃত ভাবে প্রত্যুত তাঁহাদের যাতনা ও হত্যার কারণ হইতে দেখিলে অবশ্যই হৃদয়শালী ব্যক্তির হৃদয়ে দুঃখের ও ক্ষোভের উদ্রেক হইবে তাহার সন্দেহ কি? আত্মরক্ষার্থ মাননীয়া বিধবাগণ সময় সময় যে সমস্ত অমোঘাস্ত্র অবলম্বন করিতেন, উৎপীড়নার জন্য স্বার্থপর নীচাশয় আত্মীয় কর্ত্তৃক সেই সমস্তের ব্যবহার হইতে দেখিলে কাহার না হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখের উদয় হয়? বিগত ভীষণ অরাজক সময়ে ও তাহার কিয়ৎকাল পরেও নারীজাতির প্রতি সহমরণ ছলনায় নিষ্ঠুর উত্তরাধিকারীগণ কর্ত্তৃক স্বার্থের অনুরোধে মুহুর্মুহু বহুবিধ অত্যাচার সংঘটন হইতেছে দেখিয়া কোন কোন দেশহিতৈষী প্রাতঃস্মরণীয় মহোদয়ের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। এবং সমুদ্র পার হইয়া সেই ক্রন্দন

* এই জন্য আপস্তম্ব বিধি করিয়া ছিলেন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া ছিলেন যে, "চিতিভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্য হিপাপকর্ম্মণঃ॥" শক্তি বিবেচনায় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবে অন্যথা দ গুনীয়া।

ধ্বনি আমাদের তাৎকালিক নূতন অথচ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজা বৃটনেশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়; তাহাতেই বৈদেশিক রাজবিধির (১৮২৯ সালের ১৭ আইনের) অনুশাসন ক্রমে সহমরণ প্রথা একবারে চিরকালের নিমিত্ত বৃটিশাধিকৃত ভারতীয়গণের জন্য রহিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সহমরণ প্রথা রহিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে সমাজের প্রকৃত পক্ষে আশানুরূপ কোন উপকার হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। রমণীগণের প্রতি সহমরণ উপলক্ষে স্বার্থপর নিষ্ঠুর ও নীচাশয় আত্মীয়ের অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে নানাকারণে পাপের ও প্রলোভনের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে এরূপই উপলব্ধি হইয়া থাকে। পতিপরায়ণা রমণীর সতীত্বই পরম ধর্ম্ম ও অমূল্য নিধি। এই দারুণ পাপের প্রাধান্য সময়ে—প্রলোভনের এই একান্ত আধিপত্য কালে অবলা নারীর পত্যনুসরণ বরং সেই অমূল্য রত্ন রক্ষার একটি মহৎ উপায় ছিল, এরূপও বলা যাইতে পারে। নষ্টাশা রমণীর সমস্ত যাতনা এড়াইবার জন্য—ক্ষণভঙ্গুর দেহের পক্ষে স্বামীর পবিত্র চিতানল একটি অমোঘ ঔষধ ছিল। রাজবিধি অবলাকে সে মহৌষধ হইতে একবারে বঞ্চিতা না করিয়া যাহাতে নীচাশয় আত্মীয়গণ স্বার্থসাধনার্থ এই সহমরণ প্রথার সাহায্য না লইতে পারে অথবা এই সহমরণ ক্ষেত্র দুরাশয়গণের ক্রীড়া ভূমি না হইতে পারে সেই পর্য্যন্ত করিলেও যথেষ্টই হইত। * প্রার্থনা করিতে হইলে

* অনেক হয়ত মনে করিবেন যে, সহমরণ প্রথাটা এইরূপ ভাবে উঠিয়া যাওয়া আমার মতে ভাল হয় নাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহা মহৎ

আমাদেরও ঐপর্য্যন্ত প্রতীকার পাইবারই প্রার্থনা করা সঙ্গত ছিল।

সে যাহাহউক, সে সম্বন্ধে আর অনর্থক আলোচনা করিব না। আমাদের সমাজস্থ নারীগণের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রসঙ্গাধীন কিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই আমার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

নানা কারণেই ক্রমে আমাদের সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সমাজের গ্রন্থি সমস্ত ক্রমে শিথিল হইতেছে। সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন সামাজিক জীবন নিতান্ত ম্রিয়মাণ; সমাজের ন্যায়পরায়ণতা ও শাসনশক্তির ক্ষীণতা নিবন্ধন সহস্র উচ্ছৃঙ্খলতা ইহার বক্ষোপরি পৈশাচিক নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আবার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ মিত্রবেশী শত্রুর (বিজাতীয় সভ্যতার) নানারূপ ছলনা দ্বারা আমরা মুগ্ধ ও হৃত-সর্ব্বস্ব হইতেছি। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রলোভনাদির দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় আদেশ-ক্রমে আমাদের স্বর্গীয় বিধিরূপ বন্ধন সমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়া নানাপথে পাপের স্রোতঃ সমাজ প্রাঙ্গণে প্রবাহিত করাইতেছি। বোধকরি আমাদের সুখের অট্টালিকা, শান্তির

মহৎ লোকের নিকট এতদিন ভাল বোধ হইয়া আসিয়াছে তাহা আমার ন্যায় সামান্য লোকে মন্দ বলিলেই বা তাহাতে সমাজের কি আসিবে যাইবে? আমি আমার হৃদয়ের আবেগ ও ধারণা অনুসারে যাহা কিছু লিখিলাম ভরসা করি নিজগুণে সকলে আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিজাতীয় ও অন্যধর্ম্মাবলম্বী রাজাকে এরূপ হস্তক্ষেপণে সুযোগ প্রদান করাও বোধ হয় যুক্তি অনুমোদিত হয় নাই।

নিকেতন সমূলে ধ্বংস হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। আমাদের রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, স্বাধীনতা তেজঃ সামর্থ্য সমস্তই গিয়াছে, হিন্দুর গৌরব করিবার যাহাকিছু অবশিষ্ট আছে বোধ হয় ভাগ্যে তাহাও আর অধিক দিন থাকিতেছে না। আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে, আমাদের মহামোহ ও মহাভ্রম প্রভাবে আমাদের নন্দনকাননের স্বর্গীয় শোভা আর অধিক দিন রহিবে না। কিন্তু যে দিন ইহা নিঃশেষ ক্ষয় হইবে—সে দিন হিন্দু জাতির অস্তিত্বও জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে একটি সম্পূর্ণ বিকৃত জাতির আবির্ভাব হইবে!

হায়, আর্য্য পিতৃগণ! তোমরা স্বীয় প্রতিভা বলে এক দিন যে নন্দনকাননের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলে, তোমরা নারীরূপে যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোকের অবতারণা করিয়া ছিলে, নারীর হৃদয়ে তোমরা যে পবিত্র ও অপূর্ব্ব দেবমন্দির স্থাপন করিয়া ছিলে, দেবগণ! আর কিছু দিন পরে—সরস্বতীর, ভাগীরথীর পবিত্র সৈকতভূমি হইতে উঠিয়া একবার তোমাদের সেই দেবনিকেতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও—তোমাদের লক্ষ্মীনির্ব্বিশেষা গৃহিণীগণের পবিত্র গৃহপানে একবার চাহিয়া দেখিও, দেখিবে—উহা শ্মশান!! যথায় একদিন রাশি রাশি পারিজাত কুসুম বিকসিত হইত এবং তোমরা উহার স্বর্গীয় আঘ্রাণে সর্ব্বদা আপ্যায়িত হইতে, দেখিবে—তথায়—সেই নন্দনকাননের বহুস্থলে—সেই পারিজাত বৃক্ষ-কোটরে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া দারুণ হলাহল প্রসব করিতেছে, ও তৎ প্রভাবে তোমাদের হতভাগ্য সন্তানগণ

নিয়ত মোহাভিভূত! দেখিবে—তোমাদের যত্নপরিবর্দ্ধিত কল্পদ্রুমে শবভুক্ পক্ষী শ্রেণীর কুলায় নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিবে—তোমাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র মন্দিরের স্বর্গীয় আলোক নির্ব্বাপিত এবং উহা প্রেতপিশাচাদির নিবাস ভূমি!

হে হতাবিশিষ্ট ভ্রাতৃগণ! এখনও সময় হইতে পারে। এখনও চেতনা লাভ হউক—মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাউক। এস, মঙ্গলময় বিধাতার নামস্মরণ পূর্ব্বক সৎসাহসের সহিত বদ্ধপরিকর হই, সমাজের দুরবস্থা দূর করিবার প্রকৃত চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হই। ভগ্নপ্রায়, এবং পতনোন্মুখ হইলেও হিন্দুর সমাজ-মন্দিরের যে সমস্ত অমূল্য উপাদান এখনও আমাদের হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে, সাবধান! সে সমস্তের যেন বিনাশ করা না হয়। যত্ন ও শ্রম সহকারে উহার রক্ষা ও যথোপযুক্ত সন্নিবেশ হইতে পারিলে ঐ সমস্ত উপাদান সমষ্টিই বিচিত্র শিল্পিসহায়ে কালে সেই পুরাতন দেবমন্দিরের পূর্ব্ব উজ্জ্বলতা জগতের সমক্ষে পুনঃ প্রকাশ করিবে ইহা অসম্ভব নয়।

সমাপ্ত।